১৬ আর প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র দিয়া ঢাকে না, এবং খট্টার নীচেও রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপ-
১৭ রেই রাখে; তাহাতে প্রবেশকারিরা দীপ্তি পায়। আর প্রকাশ পাইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই; এবং জ্ঞাত ও প্রকাশিত হইবে না, এমন লুক্কায়িত কিছুই
১৮ নাই। অতএব তোমরা যে প্রকার শ্রবণ কর, তদ্বিষয়ে সাবধান হও; কেননা যাহার কাছে থাকে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার কাছে থাকে না তাহার বোধেতে যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে।

১৯ অপর যীশুর মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে আইল, কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
২০ পারিল না। পরে তোমার মাতা ও ভ্রাতারা তোমাকে দেখিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, এই সংবাদ
২১ তাঁহাকে দত্ত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ।

২২ পরে যীশু এক দিন শিষ্যগণের সহিত নৌকারোহণ করিয়া কহিলেন, আইস, আমরা হ্রদের ওপারে যাই; তাহাতে তাহারা প্রস্থান করিল, কিন্তু যাইতে২ তিনি
২৩ নিদ্রিত হইলেন। তখন অকস্মাৎ একটা প্রবল ঝড় হ্রদে উপস্থিত হইল, এবং নৌকা জলে পূর্ণ হওয়াতে তা-
২৪ হারা আপদগ্রস্ত হইল। তাহাতে তাহারা যীশুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে গুরো২, আমাদের প্রাণ যায়। তখন তিনি উঠিয়া বাতাসকে ও জলের তরঙ্গকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে উভয়ই নিবৃত্ত
২৫ হইয়া নিথর হইল। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তাহাতে তাঁহারা ভীত ও

বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর কহিল, ইনি কে যে বাতাস-
কে ও জলকে আজ্ঞা দিলে তাহারাও ইহাঁর আজ্ঞা মানে?
২৬ পরে গালীল্ দেশের সম্মুখস্থ গিদেরীয় প্রদেশে নৌকা
২৭ লাগিলে পর, তিনি তটে নামিবা মাত্র ঐ নগরের এক
জন আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; সে বহু-
কালাবধি ভূতগ্রস্ত, এবং বস্ত্র পরিধান করিত না, ও
২৮ গৃহেতে বাস না করিয়া কবর স্থানে থাকিত। যীশুকে
দেখিবা মাত্র সে চীৎকার শব্দ করিল, এবং তাঁহার
সম্মুখে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্ব-
রের পুত্র যীশু, তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
২৯ বিনতি করি, আমাকে যন্ত্রণা দিও না। কারণ তিনি
সেই অপবিত্র ভূতকে ঐ মনুষ্য হইতে বহির্গমন করিতে
আজ্ঞা দিয়াছিলেন; কেননা ঐ ভূত বার২ তাঁহাকে
আক্রমণ করিত, তাহাতে সে শৃঙ্খল ও বেড়িদ্বারা বদ্ধ
হইয়া রক্ষিত হইলেও বন্ধন ছিঁড়িয়া ভূতের বশেতে
৩০ প্রান্তরের মধ্যে আকৃষ্ট হইত। পরে যীশু তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? তাহাতে সে
উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী; যেহেতুক অনেক
৩১ ভূত তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। পরে ভূতগণ বিনয়
করিয়া কহিল, আমাদিগকে অগাধ স্থানে যাইতে আজ্ঞা
৩২ দিও না। ঐ সময়ে নিকটস্থ পর্ব্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ
শূকরপাল চরিতেছিল; তাহাতে ভূতগণ বিনতি করিয়া
কহিল, ঐ শূকরপালে আশ্রয় লইতে আমাদিগকে অনু-
৩৩ মতি দেও; তাহাতে তিনি অনুমতি করিলেন। পরে
ভূতগণ সেই মনুষ্য হইতে বহির্গত হইয়া শূকরদিগেতে
আশ্রয় লইল, তাহাতে সমস্ত পাল গড়ান স্থান দিয়া
মহাবেগে দৌড়িয়া হ্রদের মধ্যে (পড়িয়া) ডুবিয়া মরিল।
৩৪ এই রূপ ঘটনা দেখিয়া পালকেরা পলায়ন করিয়া নগ-

৩৫ রে ও পল্লীগ্রামে গিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিল। তাহাতে কি হইল, তাহা দেখিবার নিমিত্তে লোকেরা বহির্গত হইল, এবং যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐ যে মনুষ্য হইতে ভূতগণ বহির্গত হইয়াছিল, সে বস্ত্রান্বিত ও সুবুদ্ধি হইয়া যীশুর চরণে উপবিষ্ট আছে,
৩৬ এমত দেখিয়া ভয় পাইল। আর যাহারা সকলই দেখিয়াছিল, তাহারাও সেই ভূতগ্রস্ত মনুষ্যের সুস্থ হওনের
৩৭ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগকে কহিল। পরে চতুর্দ্দিকস্থ গিদেরীয় প্রদেশের তাবৎ লোক তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, আপনি আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করুন; কেননা তাহারা মহাভয়ে ত্রাসযুক্ত ছিল; তাহাতে তিনি
৩৮ নৌকারোহণ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া গেলেন। তখন যাহা হইতে ভূতগণ বহির্গত হইয়াছিল, সেই মনুষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতে প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু যীশু তাহাকে বিদায় করিয়া কহিলেন, তুমি গৃহে যাইয়া তোমার নিমিত্তে ঈশ্বর কেমন মহৎ কর্ম্ম করিয়া-
৩৯ ছেন, তাহা প্রচার কর। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া তাহার জন্যে যীশু কেমন মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা নগরের সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতে লাগিল।

৪০ পরে যীশু ফিরিয়া আইলে লোকেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল, যেহেতুক সকলে তাঁহার অপেক্ষাতে ছিল।

৪১ অনন্তর যায়ীর নামে ভজনালয়ের এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া আপন বাটীতে আসিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; কারণ তাহার দ্বাদশ বৎসরের যে একটি কন্যামাত্র ছিল, সে মৃতকল্পা হইয়াছিল।
৪২ তাহাতে তাঁহার গমন সময়ে লোকেরা পথে তাঁহার
৪৩ উপরে চাপাচাপি করিল। তখন দ্বাদশ বৎসরাবধি প্রদর রোগগ্রস্ত যে এক স্ত্রীলোক নানা বৈদ্যের নিকটে

চিকিৎসা করাইয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কাহারো দ্বারা
৪৪ সুস্থ হইতে পারে নাই, সে যীশুর পশ্চাদ্দিগে আসিয়া
তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ
৪৫ তাহার রক্তস্রব বন্ধ হইল। তখন যীশু কহিলেন, কে
আমাকে স্পর্শ করিল? তাহাতে সকলে অস্বীকার করি-
লে পিতর ও তাহার সঙ্গিরা বলিল, হে গুরো, এই
জনতা চাপাচাপি করিয়া আপনকার গাত্রের উপরে
পড়িতেছে, তথাপি কে আমাকে স্পর্শ করিল? ইহা
৪৬ আপনি বলিতেছেন। যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ
স্পর্শ করিয়াছে, কেননা আমা হইতে শক্তি নির্গত
৪৭ হইল, তাহা আমি নিশ্চয় জানিলাম। তখন আমি
গুপ্তা নহি, ইহা বুঝিয়া ঐ স্ত্রীলোক কাঁপিতে২ তাঁ-
হার সম্মুখে আসিয়া পড়িল; এবং কি নিমিত্তে তাঁ-
হাকে স্পর্শ করিয়াছিল, এবং স্পর্শ করিবামাত্র কি
প্রকারে সুস্থ হইয়াছিল তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে
৪৮ তাঁহাকে বলিল। তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, হে
কন্যে, সুস্থিরা হও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা
করিল; তুমি কুশলে যাও।

৪৯ যীশুর এই কথা কহন সময়ে ভজনালয়াধ্যক্ষের বাটী
হইতে কোন লোক আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার
৫০ কন্যা মরিল; গুরুকে ব্যামোহ দিও না। কিন্তু যীশু
তাহা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল
৫১ বিশ্বাস কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। পরে তিনি তা-
হার বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর্ ও যাকূব ও
যোহন এবং কন্যার পিতা মাতা বিনা আর কাহাকেও
৫২ প্রবেশ করিতে দিলেন না। আর সমূহ লোক রোদন
ও বিলাপ করিতেছিল, কিন্তু তিনি কহিলেন, রোদন
৫৩ করিও না; কন্যা মরে নাই, নিদ্রিতা আছে। কিন্তু

সে মরিয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাহারা তাঁহাকে
৫৪ উপহাস করিল। পরে তিনি সকলকে বাহির করিয়া
কন্যার হস্ত ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন, হে কন্যে, উঠ।
৫৫ তাহাতে তাহার প্রাণ পুনরাগত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ
উঠিল। তখন তিনি তাহাকে কিছু আহার দিতে আজ্ঞা
৫৬ করিলেন। তাহাতে তাহার পিতা মাতা বিস্ময়াপন্ন
হইল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই
কথা কাহাকেও কহিও না।

৯ অধ্যায়।

১ পরে তিনি আপনার দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া ভূত-
গণ ছাড়াইতে এবং রোগের প্রতিকার করিতে তাহাদি-
২ গকে শক্তি ও কর্তৃত্ব দিলেন। আর ঈশ্বরের রাজত্বের
কথা ঘোষণা করিতে এবং রোগিদিগকে সুস্থ করিতে
৩ তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। এবং কহিলেন, যাত্রার
নিমিত্তে যষ্টি কিম্বা ঝুলি কিম্বা খাদ্য কিম্বা টাকা কিম্বা
৪ দ্বিতীয় বস্ত্র, ইহার কিছুই সঙ্গে লইও না। আর তো-
মরা যে বাটীতে প্রবেশ কর, তাহার মধ্যে থাক্, এবং
৫ তাহাহইতে স্থানান্তরে যাও। আর যে লোকেরা তোমা-
দিগকে গ্রাহ্য না করে, তাহাদের নগরহইতে বহির্গমন
সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণার্থে তোমাদের পদধূলি
৬ ঝাড়িয়া দেও। পরে তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র সুস-
মাচার প্রচার করিতে এবং পীড়িতদিগকে সুস্থ করিতে
গ্রামে২ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৭ ইতোমধ্যে হেরোদ্ রাজা যীশুর সকল কর্ম্মের সং-
৮ বাদ পাইয়া বড় উদ্বিগ্ন হইল। কারণ কোন২ লোক
বলিত, যোহন্ মৃতদের মধ্যহইতে উঠিল; আর কেহ২
কহিত, এলিয় দর্শন দিল; এবং অন্য২ লোক বলিত,

পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক জন পুনরায় উঠিল।
৯ তাহাতে হেরোদ্ কহিল, আমি যোহনের মস্তক ছেদন করিয়াছি, কিন্তু এই যে ব্যক্তির এমন কর্ম্মের সংবাদ পাইতেছি, এ কে? অতএব সে তাঁহাকে দেখিতে সচেষ্ট হইল।

১০ অনন্তর প্রেরিতেরা প্রত্যাগমন করিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত যীশুকে কহিল। পরে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গোপনে বৈৎসৈদা নগরের
১১ (নিকটবর্ত্তি) এক নির্জন স্থানে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তাহা জানিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরের রাজত্বের প্রসঙ্গ কহিলেন, এবং যাহাদের চিকিৎসাতে প্রয়োজন ছিল,
১২ তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। অপর দিবাবসান হইলে দ্বাদশ শিষ্য তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, আপনি এই সকল লোককে বিদায় করুন, তাহারা প্রস্থান করিয়া চতুর্দ্দিক্স্থিত নগরে২ ও গ্রামে২ গিয়া বাসা ও খাদ্যদ্রব্য পাইতে চেষ্টা করুক, কেননা এখানে আমরা
১৩ নির্জন স্থানে আছি। কিন্তু তিনি কহিলেন, তোমরাই তাহাদিগকে আহার দেও, তাহাতে তাহারা বলিল, আমাদের নিকটে কেবল পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য আছে, অতএব আমরা কি স্থানান্তরে যাইয়া এই লোকসমূহের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিব? যেহেতুক তাহারা প্রায়
১৪ পঞ্চ সহস্র পুরুষ ছিল। তখন তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, পঞ্চাশ২ জন করিয়া তাহাদিগকে সারি২ বসাও।
১৫ তাহাতে তাহারা তাহা করিয়া সকলকে বসাইলে পর
১৬ তিনি সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাহা ভাঙ্গিয়া লো-
১৭ কদিগকে পরিবেষণ করিতে শিষ্যদিগকে দিলেন। তাহাতে

সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং অবশিষ্ট খাদ্য কুড়াইলে বারো ডালি হইল।

১৮ পরে এক দিন গোপনে তাঁহার প্রার্থনা করণ সময়ে শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে থাকাতে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি
১৯ বলে? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, যোহন্ বাপ্তাইজক; কিন্তু কেহ২ বলে, তুমি এলিয়, ও কেহ২ বলে, পূর্ব্বকালীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক জন পুনরায় উঠিল।
২০ তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে পিতর উত্তর করিল,
২১ তুমি ঈশ্বরের অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। তখন তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এ কথা কাহাকেও
২২ কহিও না। আরো কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীন লোক ও প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া হত হইতে হইবে; আর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিতে হইবে।

২৩ আর তিনি সকলকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং দিনে২ আপন ক্রুশ তুলিয়া
২৪ আমার পশ্চাৎ আইসুক। কেননা যে কেহ নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা
২৫ করিবে। এবং মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপনি নষ্ট কিম্বা হারাণ হয়, তবে তাহার কি ফল
২৬ দর্শিবে? আর যে কেহ আমাকে কিম্বা আমার বাক্যকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র যখন আপনার ও পিতার এবং পবিত্র দূতগণের প্রভাবে আসিবেন, তখন
২৭ তিনিও সেই ব্যক্তিকে লজ্জাস্পদ জ্ঞান করিবেন। কিন্তু

আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই স্থানে যা-হারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে এমন কএক লোক আছে যাহারা ঈশ্বরের রাজত্ব না দেখিলে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।

২৮ এই প্রসঙ্গ কহনের পর প্রায় আট দিন গত হইলে, তিনি পিতরকে ও যোহনকে ও যাকুবকে সঙ্গে লইয়া
২৯ প্রার্থনা করণার্থে পর্ব্বতারোহণ করিলেন। পরে তাঁহার প্রার্থনা করণ সময়ে তাঁহার মুখের আকৃতি অন্যরূপ
৩০ হইল এবং তাঁহার বস্ত্র উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ হইল। আর দুই পুরুষ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল;
৩১ ফলতঃ মূসা এবং এলিয়, এই দুই জন তেজে দর্শন দিয়া যিরূশালমে তিনি যে শেষগতি সাধন করিবেন,
৩২ তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ কহিল। কিন্তু পিতর্ ও তাহার সঙ্গিরা নিদ্রাকর্ষিত ছিল, পরে জাগ্রৎ হইয়া তাঁহার তেজ এবং
৩৩ তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখিল। পরে তাহাদের প্রস্থান করণ সময়ে পিতর্ যীশুকে কহিল, হে গুরো, আমাদের এ স্থানে থাকা ভাল; আইস, আমরা আপনকার জন্যে এক, ও মূসার জন্যে এক, ও এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ করি;
৩৪ কিন্তু সে কি বলিল তাহা বুঝিল না। তাহার এই কথা কহন সময়ে এক মেঘ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে ছায়া করিল; তাহাতে ঐ দুই জন সেই মেঘে প্রবেশ করিলে
৩৫ তাহারা ভীত হইল। আর সেই মেঘ হইতে এই আকা-শবাণী হইল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁর কথাতে
৩৬ মনোযোগ কর।' এই বাণী হইবা মাত্র কেবল যীশুকে দেখা গেল; কিন্তু তাহারা সেই সময়ে ঐ দর্শনের একটি কথাও কাহাকে না বলিয়া গুপ্ত রাখিল।

৩৭ পর দিনে সেই পর্ব্বত হইতে নামিলে পরে মহাজনতা

৩৮ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল। এবং জনতার মধ্য হইতে এক জন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে গুরো, আমি বিনয় করি, আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; সে
৩৯ আমার এক পুত্র মাত্র। আর দেখুন, ভূত তাহাকে আক্রমণ করিয়া অকস্মাৎ চীৎকার শব্দ করাইয়া থাকে ও তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিয়া মুখ দিয়া ফেণা বহির্গমন করায়, এই রূপে ক্লেশ দিতে২ প্রায় ছাড়িয়া যায় না।
৪০ আর আমি তাহাকে ছাড়াইতে আপনকার শিষ্যগণের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না।
৪১ তখন যীশু কহিলেন, ওরে অবিশ্বাসি ও বিপথগামি বংশ, আমি কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিয়া তোমাদের
৪২ ভার সহ্য করিব? তোমার পুত্রকে এ স্থানে আন। তাহাতে তাহার আগমন সময়ে ঐ ভূত তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া মুচড়াইয়া ধরিল; তখন যীশু সেই অপবিত্র ভূতকে ভর্ৎসনা করিয়া বালককে সুস্থ করিয়া তাহার
৪৩ পিতার নিকটে সমর্পণ করিলেন। ঈশ্বরের এই মহাশক্তি দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল; কিন্তু যীশুর এই রূপ সকল ক্রিয়াতে তাবৎ লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে
৪৪ তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, তোমরা এই সকল কথা কর্ণকুহরে স্থান দান কর; কেননা মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের
৪৫ হস্তে সমর্পিত হইবেন। কিন্তু তাহারা সেই কথা বুঝিল না, এবং তাহা যেন তাহাদের বোধগম্য না হয় এই জন্যে তাহাদের হইতে গুপ্ত থাকিল; আর তাহারা তাঁহার নিকটে সেই কথার ভাব জিজ্ঞাসা করিতে ভয় করিল।

৪৬ পরে তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে তাহাদের
৪৭ পরস্পর বাদানুবাদ হইলে যীশু তাহাদের মনের আশয় বুঝিয়া এক বালককে লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়া
৪৮ তাহাদিগকে কহিলেন, যে ব্যক্তি আমার নামে এই

বালককে গ্রাহ্য করে, সে আমাকে গ্রাহ্য করে; এবং যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে; কেননা তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই শ্রেষ্ঠ হইবে।

৪৯ অপর যোহন কহিল, হে প্রভো, তোমার নামেতে ভূতগণকে ছাড়াইতেছিল, এমন এক জনকে আমরা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের পশ্চাদ্গামী না হও-
৫০ যাতে তাহাকে নিষেধ করিয়াছি। তখন যীশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না, কেননা যে ব্যক্তি আমাদের বিপক্ষ নহে, সে আমাদের সপক্ষ।

৫১ অনন্তর তাঁহার স্বর্গারোহণের সময় প্রায় উপস্থিত হইলে তিনি একান্ত মনে যিরূশালমে যাত্রা করিতে উন্মুখ
৫২ হইয়া আপনার অগ্রে দূতগণকে পাঠাইলেন। তাহারা যাইয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করণার্থে শোমি-
৫৩ রোণীয়দের কোন গ্রামে প্রবেশ করিল। কিন্তু তিনি যিরূশালম নগরে যাইতে উন্মুখ ছিলেন, এই জন্যে
৫৪ লোকেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। অতএব যাকূব ও যোহন নামে তাঁহার দুই শিষ্য তাহা দেখিয়া বলিল, হে প্রভো, এলিয় যেমন করিয়াছিল, তদ্রূপ আমরাও কি আজ্ঞাদ্বারা আকাশহইতে অগ্নি নামাইয়া ইহাদিগকে ভস্ম
৫৫ করিব? তোমার ইচ্ছা কি? কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিয়া কহিলেন তোমরা কি প্রকার
৫৬ আত্মার লোক, তাহা জান না? মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদিগের প্রাণ নষ্ট করিতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিত্রাণ করিতেই আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে গমন করিলেন।

৫৭ অনন্তর পথে যাইবার সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন,
৫৮ আমিও সেই স্থানে আপনকার পশ্চাৎ যাইব। তা-

হাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্য-
৫৯ পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। পরে তিনি আর এক জনকে কহিলেন, তুমি আমার পশ্চাৎ আইস; কিন্তু সে কহিল, হে প্রভো, অগ্রে আমার পিতাকে কবর
৬০ দিয়া আসিতে অনুমতি দিউন। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, মৃতদের কবর মৃতেরা দিউক, কিন্তু তুমি যা-
৬১ ইয়া ঈশ্বরের রাজত্বের কথা প্রচার কর। পরে আর এক জন কহিল, হে প্রভো, আমিও আপনকার পশ্চাৎ যাইব, কিন্তু অগ্রে নিজ বাটীর লোকদের নিকটে বিদায়
৬২ লইয়া আসিতে দিউন। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন; যে কেহ লাঙ্গলে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিগে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযুক্ত লোক নহে।

১০ অধ্যায়।

১ তদনন্তর প্রভু আরও সত্তর শিষ্যকে নিযুক্ত করিয়া আপনি যে২ নগরে ও স্থানে গমন করিবেন, সেই২ নগরে ও স্থানে অগ্রে দুই২ জন করিয়া তাহাদিগকে
২ পাঠাইলেন। আর তাহাদিগকে কহিলেন, শস্যের বাহুল্য বটে, কিন্তু কার্য্যকারি লোক অল্প; অতএব শস্য-ক্ষেত্রে আরও কার্য্যকারি লোকদিগকে পাঠাইয়া দিতে
৩ ক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রার্থনা কর। আর তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়া ব্যাঘ্রসমূহের মধ্যে যেমন মেষ-
৪ বৎস, তদ্রূপ তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। তোমরা আপনাদের স্কন্ধে থলী কিম্বা ঝুলি কিম্বা পাদুকা লইয়া যাইও না, এবং পথের মধ্যে কাহাকেও নমস্কার করিও
৫ না। আর কোন বাটীতে প্রবেশ করণের সময়ে, এই
৬ বাটীর শান্তি হউক, এ কথা প্রথমে বলিও। তাহাতে সে

বাটীতে যদি শান্তির পাত্র থাকে, তবে সে শান্তি তাহারই উপরে বর্ত্তিবে, নতুবা তোমাদের প্রতি ফিরিয়া
৭ আসিবে। আর তোমরা সেই বাটীতে থাকিয়া তাহাদের নিকটে যে কিছু থাকে, তাহাই ভোজন পান করিও; কেননা কার্য্যকারি লোক আপন বেতনের যোগ্য; এক
৮ বাটীহইতে অন্যবাটীতে যাইও না। আর তোমরা কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে, তবে যে খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করিবে, তাহাই ভো-
৯ জন করিও। এবং তন্নগরস্থ পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং ঈশ্বরের রাজত্ব তোমাদের নিকটে আইল, এ কথা
১০ তাহাদিগকে কহিও। কিন্তু কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে, তবে সে নগ-
১১ রের রাজপথে যাইয়া এই কথা বলিও, তোমাদের নগরের যে ধূলা আমাদিগেতে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের প্রতিকূলে ঝাড়িয়া দি; তথাপি ঈশ্বরের রাজত্ব তোমা-
১২ দের নিকটে আইল, ইহা জ্ঞাত হও। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিনে সেই নগরের দশাহইতে বরং সিদোমের দশা সহ্য হইবে।

১৩ হায় ২ কোরাসীন, হায় ২ বৈৎসৈদা, তোমাদের মধ্যে যে ২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম যদি সোর ও সীদোন নগরে করা যাইত, তবে ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তন্নিবাসিরা চট পরিধান করিয়া ভস্মমধ্যে
১৪ বসিয়া মন ফিরাইত। অতএব বিচারদিবসে তোমাদের দশাহইতে বরং সোর ও সীদোনের দশা সহ্য হইবে।
১৫ অরে কফরনাহূম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত হইলা, কিন্তু
১৬ নরক পর্য্যন্ত অধোগামী হইবা। যে ব্যক্তি তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে আমাকেই অবজ্ঞা করে; ও

যে ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করে, সে আমার প্রেরণ-
কর্ত্তাকেই অবজ্ঞা করে

১৭ পরে সেই সত্তর শিষ্য আনন্দেতে প্রত্যাগমন করিয়া
কহিল, হে প্রভো, আপনকার নামদ্বারা ভূতগণও আমা-
১৮ দের বশীভূত হয়। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
আমি স্বর্গহইতে বিদ্যুতের ন্যায় শয়তানকে অধঃপতিত
১৯ হইতে দেখিলাম। দেখ, সর্প ও বৃশ্চিক এবং শত্রুর
তাবৎ পরাক্রম পদতলে দলন করিবার ক্ষমতা আমি
তোমাদিগকে দিলাম; কিছুই তোমাদের কোন হানি
২০ করিবে না। তথাপি ভূতগণ তোমাদের বশীভূত হয়,
ইহার নিমিত্তে আনন্দ করিও না; কিন্তু স্বর্গেতে তোমা-
দের নাম লিখিত আছে, বরং ইহার নিমিত্তে আনন্দ
২১ কর। সেই দণ্ডে যীশু আত্মাতে উল্লাসিত হইয়া কহি-
লেন, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর অধিপতি পিতঃ, তুমি
জ্ঞানবান ও বিদ্বান লোকদের হইতে এই সকল বিষয়
গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ, এই
কারণ তোমার ধন্যবাদ করিতেছি; হে পিতঃ, এই মত
২২ হউক, কারণ ইহা তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য। পিতাকর্ত্তৃক
আমার নিকটে সকলই সমর্পিত আছে; আর পিতা
বিনা আর কেহ পুত্রের তত্ত্ব জানে না, এবং পুত্র
বিনা আর কেহ পিতার তত্ত্ব জানে না, কেবল পুত্র
আপনার ইচ্ছাতে যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ
করেন, সেও তাহা জানে।

২৩ পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া গোপনে কহি-
লেন, তোমরা যাহা২ দেখিতেছ, তাহা দর্শনকারির চক্ষু
২৪ ধন্য। আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যাহা২
দেখিতেছ, তাহা অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও ভূপতি দেখিতে
ইচ্ছা করিয়াও দেখিতে পাইল না; এবং তোমরা যাহা২

শুনিতেছ, তাহা তাহারা শুনিতে চাহিয়াও শুনিতে পাইল না।

২৫ অনন্তর এক জন ব্যবস্থার অধ্যাপক উঠিয়া তাঁহার পরীক্ষা লইবার আশয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে উপদেশক, কি করিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব?
২৬ যীশু তাহাকে কহিলেন, এ বিষয়ে ব্যবস্থাতে কি লেখা আছে? তুমি কেমন পাঠ করিতেছ? তাহাতে সে উত্তর
২৭ করিল, "তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ "ও সমস্ত শক্তি ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন প্রভু পরমে- "শ্বরকে প্রেম কর; এবং প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম
২৮ "কর।" তখন তিনি কহিলেন, যথার্থ উত্তর করিলা;
২৯ তাহাই কর তাহাতে বাঁচিবা। কিন্তু সে ব্যক্তি আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইতে চাহিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে
৩০ আমার প্রতিবাসী কে? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এক ব্যক্তি যিরূশালমহইতে যিরীহো নগরে যাইতেছিল, এমন সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল; তাহারা তাহার গাত্রহইতে বস্ত্র খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে প্রহার
৩১ করিয়া মৃতপ্রায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ঘটনাক্রমে এক জন যাজক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল; সে তাহাকে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল।
৩২ পরে তাহার ন্যায় সেই স্থানে উপস্থিত এক জন লেবীয়ও নিকটে গিয়া অবলোকন করিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া
৩৩ চলিয়া গেল। কিন্তু এক জন শোমিরোণীয় পথিক সেই
৩৪ স্থানে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া কৃপা করিল। এবং নিকটে গিয়া তাহার ক্ষতে তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া তাহা বন্ধন করিল, পরে নিজ বাহনের উপরে তাহাকে বসাইয়া উত্তরণীয় গৃহে লইয়া তাহার শুশ্রূষা করিল।
৩৫ পরদিবসে প্রস্থান করণ সময়ে দুই সিকি বাহির করিয়া

সেই গৃহের কর্ত্তাকে দিয়া বলিল, এই ব্যক্তির শুশ্রূষা করিও, তাহাতে যদি অধিক ব্যয় হয়, তবে আমি পুন-
৩৬ রাগমন সময়ে তাহা পরিশোধ করিব। এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদলের হস্তে পতিত ব্যক্তির
৩৭ প্রতিবাসী হইয়া উঠিল? তোমার কেমন বোধ হয়? সে কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল, সেই। তখন যীশু কহিলেন, তুমিও যাইয়া তদ্রূপ কর্ম্ম কর।

৩৮ পরে তাঁহারা যাইতে২ কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলে মার্থা নামে এক স্ত্রী তাঁহাকে আপন গৃহেতে
৩৯ অতিথি করিল। তাহাতে মরিয়ম্ নাম্নী তাহার ভগিনী যীশুর চরণ নিকটে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লা-
৪০ গিল। কিন্তু মার্থা নানা প্রকার পরিচর্য্যাকর্ম্মে ব্যস্তা হওয়াতে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার ভগিনী কেবল আমার উপরে পরিচর্য্যার ভার দিল, ইহাতে আপনি কি কিছু মনোযোগ করেন না? আ-
৪১ মার সাহায্য করিতে উহাকে আজ্ঞা দিউন। তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, হে মার্থা, হে মার্থা, তুমি অনেক
৪২ বিষয়ে চিন্তিতা ও ব্যস্তা আছ; কিন্তু এক বিষয়মাত্র আবশ্যক; আর মরিয়ম সেই উত্তম অংশ মনোনীত করিয়াছে, এবং তাহাহইতে তাহা অপহৃত হইবে না।

১১ অধ্যায়।

১ তদনন্তর তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করিলেন; পরে সাঙ্গ হইলে তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, যোহন্ যেমন নিজ শিষ্যদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, আপনিও তদ্রূপ আমাদিগকে শিক্ষা
২ দিউন। তাহাতে তিনি কহিলেন, প্রার্থনাসময়ে তোমরা এই কথা কহিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার

নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন, তেমনি পৃথিবী-
৩ তেও সফল হউক। আমাদের প্রয়োজনীয় আহার
৪ প্রতিদিন আমাদিগকে দেও। আর আমরা যেমন আপন প্রত্যেক অপরাধিকে ক্ষমা করি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের পাপ ক্ষমা কর। এবং আমাদিগকে পরী-
৫ ক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর। পরে তিনি আরও কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার বন্ধু থাকে, এমন কে আছে? সে যদি অর্দ্ধরাত্রি সময়ে তাহার নিকটে যাইয়া বলে, 'হে মিত্র, আমাকে তিনখান
৬ রুটী ধার দেও; কেননা আমার বাটীতে এক পথিক বন্ধু আইল, কিন্তু পরিবেষণ করিতে আমার কাছে
৭ কিছুই নাই;' তবে সেই বন্ধু ভিতরে থাকিয়া কি এমন উত্তর দিবে, 'আমাকে দুঃখ দিও না; এখন দ্বার রুদ্ধ, এবং বালকেরা আমার সহিত শয়নে আছে;
৮ তোমাকে দিবার জন্যে উঠিতে পারি না?' আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সে যদ্যপি বন্ধুতা প্রযুক্ত তাহা দিতে না উঠে, তথাপি তাহার উত্তেজনা প্রযুক্ত উঠিয়া
৯ যাহাতে তাহার প্রয়োজন, তাহাই দিবে। এ জন্যে আমিও তোমাদিগকে কহিতেছি, যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দত্ত হইবে; অন্বেষণ কর, তাহাতে পাইবা; আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার
১০ মুক্ত হইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে কেহ অন্বেষণ করে, সে পায়; এবং যে কেহ আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার মুক্ত হয়।
১১ তোমাদের মধ্যে কে পিতা হইয়া আপনার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দিবে? কিম্বা মৎস্য চাহিলে
১২ মৎস্য না দিয়া সর্প দিবে? কিম্বা ডিম্ব চাহিলে বৃশ্চিক

১৩ দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ সন্তানদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কি আরও প্রবৃত্ত মনে আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন না?

১৪ অনন্তর যীশু কোন মনুষ্যহইতে এক গুঙ্গা ভূত ছাড়াইলে ভূত বহির্গত হইবামাত্র সেই গুঙ্গা কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে লোক সকল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

১৫ কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ২ বলিল, এ ব্যক্তি বাল্‌-

১৬ সিবূব্ নামক ভূতরাজদ্বারা ভূতগণকে ছাড়ায়। অন্য২ লোক তাঁহার পরীক্ষার্থে আকাশে কোন চিহ্ন দেখাই-

১৭ তে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি তাহাদের মনের কল্পনা জানাতে কহিলেন, কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সে রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়; এবং কোন পরিবার যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন

১৮ হয়, তবে তাহাও নষ্ট হয়। তেমনি শয়তান যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে থাকিবে? আমি বাল্‌সিবূব্‌দ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই,

১৯ তোমরা ইহা বলিতেছ। আমি যদি বাল্‌সিবূব্ দ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? অতএব তোমাদের ইহার বিচারকর্ত্তা

২০ তাহারাই হইবে। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূতগণকে ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজত্ব অবশ্য

২১ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইল। সেই বলবান ব্যক্তি যত কাল সুসজ্জীভূত হইয়া আপন অট্টালিকা রক্ষা

২২ করে, তত কাল তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাহইতে অধিক বলবান, সে আসিয়া যখন তাহাকে পরাজয় করে, তখন যে অস্ত্র শস্ত্রেতে তাহার বিশ্বাস ছিল, তাহা হরণ করিয়া তাহার দ্রব্য বণ্টন

২৩ করিয়া লয়। যে আমার সপক্ষ নহে, সে বিপক্ষ আছে; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফেলে।

২৪ আর অপবিত্র ভূত মনুষ্যহইতে বহির্গত হইলে পর সে শুষ্ক স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের অন্বেষণ করে; কিন্তু না পাইয়া বলে, আমি যে স্থান হইতে ২৫ বাহির হইয়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। পরে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা মার্জ্জিত ও শোভিত ২৬ দেখে; তখন সে যাইয়া আপনা হইতেও দুষ্টতর আর সাত ভূত সঙ্গে লইলে তাহারা সকলে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের পূর্ব্বদশাহইতে শেষদশা আরও মন্দ হয়।

২৭ এই কথা কহিবার সময়ে জনতার মধ্যে কোন স্ত্রী-লোক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিল, তুমি যে গর্ব্ভে ধৃত হইয়াছ, ও যে স্তন পান করিয়াছ, সে উভয়ই ধন্য। ২৮ কিন্তু তিনি কহিলেন, যাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া পালন করে, বরঞ্চ তাহারাই ধন্য।

২৯ পরে তাঁহার নিকটে অনেক২ লোকের সমাগম হইলে তিনি কহিতে লাগিলেন, এই কালের লোকেরা দুষ্ট; তাহারা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যূনস্ ভবিষ্যদ্বক্তার চিহ্ন বিনা আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে দে-৩০ খান যাইবে না। ফলতঃ যূনস্ যেমন নীনিবীয় লোকদের কাছে এক চিহ্নস্বরূপ হইয়াছিল, তেমনি এই বর্ত্তমান কালের লোকদের নিকটে মনুষ্যপুত্রও চিহ্নস্বরূপ ৩১ হইবেন। বিচারদিনে দক্ষিণ দেশের রাণী এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে, কেননা সে সুলেমানের জ্ঞানের কথা শুনিতে পৃথিবীর সীমাহইতে আসিয়াছিল; কিন্তু দেখ, সুলেমানহইতেও ৩২ গুরুতর এক জন এ স্থানে আছেন। আর নীনিবীয়

লোকেরাও বিচারদিনে এই বর্ত্তমান কালের লোকদের সহিত উঠিয়া তাহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা তাহারা যূনসের উপদেশে মন ফিরাইয়াছিল, কিন্তু দেখ, যূনস্‌হইতেও গুরুতর এক জন এ স্থানে আছেন।

৩৩ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ গুপ্ত স্থানে কিম্বা কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে
৩৪ প্রবেশকারিরা দীপ্তি পায়। চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি প্রসন্ন হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে; কিন্তু চক্ষু মন্দ হইলে তোমার
৩৫ শরীরও অন্ধকারময় থাকিবে। অতএব তোমার অন্তরস্থ দীপ্তি যেন অন্ধকারময় না হয়, এ বিষয়ে সাবধান।
৩৬ কেননা শরীরের কোন অংশ অন্ধকারময় না হইলে সমুদয় যদি দীপ্তিময় থাকে, তবে যে প্রদীপ নিজ তেজে তোমাকে দীপ্তি দান করে. তাহার ন্যায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ দীপ্তিময় হইবে।

৩৭ এই রূপ কথা কহিবার সময়ে এক জন ফিরূশী আসিয়া তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; তাহাতে তিনি
৩৮ যাইয়া ভোজনে বসিলেন। কিন্তু ভোজনের পূর্ব্বে তিনি স্নান করেন নাই, ইহা দেখিয়া ঐ ফিরূশী আশ্চর্য্য
৩৯ জ্ঞান করিল। তখন প্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমরা ফিরূশী লোক পানপাত্রের ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের অন্তর্ভাগ দৌ-
৪০ রাত্ম্য ও দুষ্কৃতিতে পূর্ণ থাকে। হে নির্ব্বোধেরা, যিনি বহির্ভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি অন্তর্ভাগেরও সৃষ্টি
৪১ করেন নাই? অতএব তোমাদের অন্তঃকরণ নিবেদন কর, তাহাতে দেখ, তোমাদের পক্ষে সকলই শুচি
৪২ হইবে। কিন্তু হায় ২ ফিরূশিগণ, তোমরা পোদিনা ও আরুদ প্রভৃতি সকল প্রকার শাকের দশমাংশ দান

করিতেছ, কিন্তু ন্যায় ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ত্যাগ
করিতেছ; ইহা পালন করা এবং উহাও পরিত্যাগ না
৪৩ করা তোমাদের উচিত ছিল। হায়২ ফিরূশিগণ, তো-
মরা ভজনালয়ে প্রধান স্থান, ও হাটে বাজারে লোক-
৪৪ দের নমস্কার ভাল বাস। হায়২ কপটি অধ্যাপক ও
ফিরূশিগণ, যে কবরের উপর দিয়া লোকেরা উপলব্ধি
না পাইয়া গমন করে, তোমরা এমন গুপ্ত কবরের সদৃশ।
৪৫ তখন ব্যবস্থার অধ্যাপকদিগের মধ্যে এক জন যীশুকে
কহিল, হে উপদেশক এ রূপ কহাতে আমাদেরও নিন্দা
৪৬ করিতেছ। তাহাতে তিনি কহিলেন, হায়২ ব্যবস্থার
অধ্যাপকগণ, তোমরা মনুষ্যদের উপরে দুর্ব্বাহ্য ভার
চাপাইয়া দেও, কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও
৪৭ সেই ভার স্পর্শ কর না। হায়২ তোমাদের পূর্ব্বপুরু-
ষেরা যে সকল ভবিষ্যদ্বক্তাকে বধ করিয়াছে, তোমরা
৪৮ তাহাদের কবর নির্ম্মাণ করিতেছ। ইহাতে তোমরা যে
আপন পূর্ব্বপুরুষদের কর্ম্মে সম্মত আছ, তাহার প্রমাণ
দিতেছ; কেননা তাহারা যাহাদিগকে বধ করিয়াছে,
৪৯ তোমরা তাহাদের কবর নির্ম্মাণ করিতেছ। অতএব
ঈশ্বরীয় বিদ্যা কহিতেছেন, আমি তাহাদের নিকটে
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও প্রেরিতবর্গকে পাঠাইব, কিন্তু তাহারা
তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে বধ ও কাহাকে তাড়না
৫০ করিবে। তাহাতে হাবিলের রক্তপাতাবধি মন্দিরের ও
হোমবেদির মধ্যস্থানে হত সিখরিয়ের রক্তপাত পর্য্যন্ত
জগতের সৃষ্টি অবধি যত ভবিষ্যদ্বক্তার রক্তপাত হইয়া
আসিতেছে, সেই সমস্তের শোধ এই বর্ত্তমান লোক-
৫১ দের কাছে নীত হইবে; আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত
কহিতেছি, এই বর্ত্তমান কালের লোকদের নিকটে তা-
৫২ হার শোধ নীত হইবে। হায়২ ব্যবস্থার অধ্যাপকগণ,

তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া আপনারা প্রবেশ করিলা না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাহা-
৫৩ দিগকেও প্রবেশ করিতে দিলা না। তাঁহার এই রূপ কথা কহনেতে অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ অতি ক্রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার অপবাদ করণার্থে ছলেতে তাঁহার কথার
৫৪ ছিদ্র ধরিতে চেষ্টা করিয়া নানা প্রসঙ্গ করিতে তাঁহাকে অনেক প্ররত্তি দিতে লাগিল।

১২ অধ্যায়।

১ তৎকালে সহস্র২ লোক সমাগত হইলে তাহারা এক জন অন্যের উপর চাপিয়া পড়িতে লাগিল; তখন তিনি শিষ্যদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা ফিরূশিবর্গের তাড়ী অর্থাৎ কাপট্য বিষয়ে বিশেষরূপে সাবধান থাক;
২ কেননা প্রকাশিত হইবে না, এমন প্রচ্ছন্ন কিছুই নাই;
৩ এবং জ্ঞাত হইবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নাই। অতএব তোমরা অন্ধকারে থাকিয়া যে২ কথা কহিয়াছ, সেই সকল কথা দীপ্তিস্থানে শুনা যাইবে; এবং অন্তরাগারে কর্ণে২ যাহা কহিয়াছ, তাহা গৃহের ছাত হইতে প্রচা-
৪ রিত হইবে। আর হে আমার বন্ধুরা, তোমাদিগকে আমি কহিতেছি, যাহারা শরীর বধ করিয়া পশ্চাৎ আর কিছু করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না।
৫ তবে কাহাকে ভয় করা উচিত তাহা বলি; যিনি মনুষ্যকে বধ করিয়া পশ্চাৎ নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাঁহাকেই ভয় কর; পুনশ্চ কহিতেছি, তাঁহাকেই
৬ ভয় কর। পাঁচ চটকপক্ষী কি দুই পয়সাতে বিক্রীত হয় না? তথাপি ঈশ্বর তাহাদের একটাকেও বিস্মৃত
৭ হন না। আর তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে; অতএব ভয় করিও না, তোমরা অনেক

৮ চটকপক্ষি হইতে বহুমূল্য। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্ত্রও ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে ৯ তাহাকে স্বীকার করিবেন; কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও ঈশ্বরের ১০ দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব। আর যে কেহ মনুষ্যপুত্ত্রের বিপরীতে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইতে পারে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা ১১ করে, সে ক্ষমা পাইবে না। আর যখন লোকেরা তোমাদিগকে ভজনালয়ে এবং বিচারকর্ত্তাদের ও রাজ্য কর্ত্তাদের সম্মুখে লইয়া যাইবে, তখন কি প্রকারে ও কি কথাতে উত্তর দিবা ও কি কহিবা, এ বিষয়ে চিন্তা ১২ করিও না; কেননা যাহা২ বক্তব্য, তাহা পবিত্র আত্মা সেই দণ্ডে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।

১৩ পরে জনতার মধ্যহইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে গুরো, আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে ১৪ আমার ভ্রাতাকে আজ্ঞা করুন। কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন, হে মনুষ্য, তোমাদের উপরে বিচারকর্ত্তা কিম্বা ১৫ বিভাগকর্ত্তা করিয়া আমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে? পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক; কেননা সম্পত্তিদ্বারা মহাধনি ব্য- ১৬ ক্তিরও জীবন হয় না। পরে তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত-কথা কহিলেন, কোন ধনি লোকের ভূমিতে শস্যাদি ১৭ বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাতে সে মনে২ ভাবিল, আমার এ সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান নাই; ১৮ কি করিব? পরে কহিল, ইহা করিব, আমার গোলাঘর সকল ভাঙ্গিয়া বড়২ গোলাঘর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ১৯ তাবৎ ফল ও সামগ্রী রাখিব। এবং আপন মনকে

কাহব, ও মন, বহুবৎসরের নিমিত্তে তোমার জন্যে
নানা সামগ্রী সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর, ও ভোজন
২০ পান করিয়া সুখভোগ কর। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহি-
লেন, অরে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতে তোমার প্রাণ তো-
মাহইতে নীত হইবে; তাহাতে এই যে সকল সামগ্রী
২১ সঞ্চয় করিলা, সে কাহার হইবে? অতএব যে কোন
ব্যক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন সঞ্চয় না করিয়া কেবল
আপনার জন্যে সঞ্চয় করে, সে তদ্রূপ।

২২　পরে তিনি আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, এই কারণ
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কি ভোজন করিব? ইহা
বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, এবং কি পরিধান করিব? ইহা
২৩ বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না। ভক্ষ্যহইতে
প্রাণ ও বস্ত্রহইতে শরীর শ্রেষ্ঠ। কাকদের বিষয়ে বিবেচনা
২৪ কর; তাহারা বুনে না ও কাটে না; তাহাদের ভাণ্ডার
নাই, এবং গোলাঘরও নাই; তথাপি ঈশ্বর তাহা-
দিগকে আহার দিতেছেন; তোমরা কি পক্ষিগণহইতে
২৫ শ্রেষ্ঠ নহ? আর তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভাবিত
হইয়া আপন আয়ুর দীর্ঘতা এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে
২৬ পারে? অতএব অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম যদি তোমাদের অসাধ্য
২৭ হয়, তবে অন্য২ বিষয়ে কেন ভাবিত হও? আর কা-
নুড় পুষ্প কেমন বাড়ে, তাহাও বিবেচনা কর; সে
সকল কোন শ্রম করে না এবং সূতাও কাটে না,
তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সুলেমান অতি
ঐশ্বর্য্যবান হইলেও ইহার এক পুষ্পের ন্যায় বিভূষিত
২৮ ছিল না। অতএব অদ্য ক্ষেত্রেতে বর্ত্তমান, ও কল্য
চুলাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এমন যে তৃণ, তাহাকে যদি
ঈশ্বর এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বা-
২৯ সিরা, তোমাদিগকে কি বস্ত্র দিবেন না? অতএব আ-

মরা কি ভোজন করিব? ও কি পান করিব? এ বিষয়ে
৩০ ভাবিত হইও না এবং সন্দিগ্ধও হইও না। জগতীস্থ
দেবপূজকেরাই এ সকল বিষয়ে সচেষ্ট আছে; কিন্তু
এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে, তাহা তো-
৩১ মাদের পিতা জানেন। তোমরা বরঞ্চ ঈশ্বরের রাজ্যের
বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও
৩২ তোমাদিগকে দত্ত হইবে। হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও
না, কেননা তোমাদিগকে রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার
৩৩ অভিমত আছে। অতএব তোমাদের যে২ দ্রব্য থাকে,
তাহা বিক্রয় করিয়া বিতরণ কর; এবং যে স্থানে চোর
আইসে না ও কীট ক্ষয় করে না, এমন স্বর্গেতে
আপনাদের নিমিত্তে অজর থলীতে অক্ষয় ধন সঞ্চয়
৩৪ কর; কেননা যে স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে
তোমাদের মন।

৩৫ তোমরা বদ্ধকটি হইয়া আপনাদের প্রদীপ প্রজ্বলিত
৩৬ করিয়া রাখ; এবং এমত লোকদের ন্যায় হও, যাহারা
আপন প্রভুর অপেক্ষাতে থাকে, অর্থাৎ তিনি আসিয়া
দ্বারে আঘাত করিবামাত্র তাঁহার নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া
দিবার জন্যে বিবাহহইতে উঠিবার সময় পর্য্যন্ত (তাঁ-
৩৭ হার অপেক্ষা করে।) প্রভু আসিয়া যে দাসদিগকে
জাগ্রৎ দেখিবেন, তাহারাই ধন্য; আমি সত্য করিয়া
তোমাদিগকে কহিতেছি, তিনি আপনি কটি বান্ধিয়া
তাহাদিগকে ভোজনে বসাইয়া নিকটে আসিয়া তাহা-
৩৮ দের পরিচর্য্যা করিবেন। আর দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয়
প্রহরে আসিয়া যদি ঐ রূপ দেখেন, তবে সেই দাসে-
৩৯ রাই ধন্য। আর কোন দণ্ডে চোর আসিবে, তাহা
যদি গৃহস্থ জানিতে পারে, তবে অবশ্য জাগ্রৎ থাকিয়া
নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দেয় না, ইহা তোমরা জান।

৪০ অতএব তোমরাও প্রস্তুত হইয়া থাক; কেননা যে দণ্ডে তাঁহার অপেক্ষাতে না থাকিবা, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।

৪১ তখন পিতর জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, আপনি (কেবল) আমাদিগের প্রতি, কি সকলের প্রতি এই দৃষ্টান্তকথা ৪২ কহিতেছেন? তাহাতে প্রভু কহিলেন, এমন বিশ্বাস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ কে, যাহাকে প্রভু নিজ পরিজন-দিগকে উপযুক্ত সময়ে নিরূপিত খাদ্য দ্রব্য দিতে তা-৪৩ হাদের অধ্যক্ষ করিয়া রাখেন? প্রভু আসিয়া যাহাকে ৪৪ এমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিবেন, সেই দাস ধন্য। আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন ৪৫ সর্ব্বস্বেরই অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু প্রভুর আগমনের বিলম্ব আছে, ইহা মনে২ ভাবিয়া সেই দাস যদি অন্য দাস দাসীদিগকে মারিতে ও ভোজন পা-৪৬ নেতে মত্ত হইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে দিবসে সে প্রভুর অপেক্ষা না করিবে, এবং যে দণ্ড সে না জা-নিবে, এমন সময়ে সেই দাসের প্রভু উপস্থিত হইবেন, আর তাহাকে দারুণ শাস্তি দিয়া অবিশ্বাসিদিগের মধ্যে ৪৭ তাহার অংশ নিরূপণ করিবেন। আর যে দাস আপন প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়াও প্রস্তুত হয় না ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করে না, সে অনেক প্রহার পাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি না জানিয়া প্রহারের যোগ্য কর্ম্ম করে, ৪৮ সে অল্প প্রহার পাইবে। কেননা যাহাকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে অধিকের অনুসন্ধান করা যা-ইবে; এবং যাহার কাছে অধিক গচ্ছিত হইয়াছে, তা-হার নিকটহইতে অধিকের পরিশোধ নীত হইবে।

৪৯ আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি, আর তাহা যেন এই ক্ষণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ইহা

৫০ বিনা আর কি চাহি? কিন্তু আমাকে এক বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজিত হইতে হইবে, তাহা যাবৎ সিদ্ধ না হয়,
৫১ তাবৎ আমি কত কষ্ট পাইতেছি! আমি পৃথিবীতে সন্ধি করিতে আসিয়াছি তোমরা কি এমন বোধ করিতেছ? তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা নয়, বরং অনৈক্য
৫২ করিতে আসিয়াছি। যেহেতুক এখন অবধি এক বাটীর মধ্যে পাঁচ জন ভিন্ন২ হইয়া তিন জন দুই জনের প্রতিকূল, ও দুই জন তিন জনের প্রতিকূল হইবে; পিতা
৫৩ পুত্রের বিপক্ষ, ও পুত্র পিতার বিপক্ষ হইবে; এবং মাতা কন্যার বিপক্ষ, ও কন্যা মাতার বিপক্ষ হইবে; এবং শ্বশ্রূ বধূর বিপক্ষ, ও বধূ শ্বশ্রূর বিপক্ষ হইবে।
৫৪ তিনি লোকদের প্রতি আরও কহিলেন, পশ্চিম দিগে মেঘোদয় দেখিলে তোমরা হঠাৎ বল, বৃষ্টি আসি-
৫৫ তেছে; এবং তাহাও হয়। আর দক্ষিণ বাতাস বহিলে
৫৬ বল, গ্রীষ্ম হইবে; এবং তদ্রূপও ঘটে। অরে কপটি সকল, তোমরা ভূমির ও আকাশের লক্ষণ বুঝিতে পার, কিন্তু এই কালের লক্ষণ কেন বুঝিতে পার না?
৫৭ আর তোমরা আপনারা কেন যথার্থ বিচার কর না।
৫৮ বিবাদি লোকের সহিত শাসনকর্ত্তার নিকটে যাইতে২ পথের মধ্যে তাহাহইতে উদ্ধার পাইতে যত্ন করিও; নতুবা সে তোমাকে ধরিয়া বিচারকর্ত্তার সম্মুখে লইয়া গেলে বিচারকর্ত্তা তোমাকে প্রহরির নিকটে সমর্পণ করি-
৫৯ বে, এবং প্রহরী তোমাকে কারাগারে বদ্ধ করিবে। আমি তোমাকে কহিতেছি, শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিলে তুমি তথাহইতে বাহিরে আসিতে পাইবা না।

১৩ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে কএক জন উপস্থিত হইয়া, যীশুকে যে

গালীলীয়দের রক্ত তাহাদের বলির সহিত মিশ্রিত করি-
২ য়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত যীশুকে কহিল। তাহাতে তিনি
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সেই লোকদের
এমন দুর্গতি ঘটিয়াছে, এই নিমিত্তে তাহারা অন্য
সকল গালীলীয় লোকহইতে অধিক পাপী, তোমরা কি
৩ এমন বোধ করিতেছ? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
তাহা নয়; কিন্তু মন না ফিরাইলে তোমরা সকলে
৪ তদ্রূপ বিনষ্ট হইবা। আর শিলোহে স্থিত উচ্চগৃহের
পতনে যে আঠার জন হত হইল, তাহারা যিরূশালম
নিবাসি তাবৎ লোকহইতে অধিক অপরাধী, তোমরা
৫ কি এমন বোধ করিতেছ? আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, তাহা নয়; কিন্তু মন না ফিরাইলে তোমরা
সকলে তদ্রূপ বিনষ্ট হইবা।

৬ পরে তিনি এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, এক ব্যক্তি আ-
পন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে একটি ডুম্বুরবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল;
৭ পরে সে আসিয়া ঐ বৃক্ষে ফল অন্বেষণ করিল, কিন্তু
কিছুই পাইল না। তাহাতে সে মালিকে কহিল, দেখ,
তিন বৎসরাবধি আসিয়া এই ডুম্বুরবৃক্ষেতে ফল অন্বেষণ
করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাই না; এটা কেন মিথ্যা
৮ স্থান যোড়া করিয়া থাকে? কাটিয়া ফেল। তাহাতে সে
উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, হে প্রভো, আর এক
৯ বৎসর থাকিতে দিউন; আমি উহার মূলের চারি দিগে
খনন করিয়া সার দিব, তাহাতে ফল ধরিলে ধরিতে
পারে; যদি না ধরে, তবে পশ্চাৎ কাটিয়া ফেলিবেন।

১০ পরে কোন বিশ্রামবারে তিনি এক ভজনালয়ে শিক্ষা
১১ দিলেন। সেই স্থানে আঠার বৎসরাবধি দুর্ব্বলতা-
জনক ভূতের অধীন এক স্ত্রী উপস্থিত ছিল, সে কুব্জা,
১২ কোন ক্রমে সোজা হইতে পারে না। তাহাকে দেখিয়া

যীশু ডাকিয়া কহিলেন, হে নারি, তোমার দৌর্ব্বল্য-
১৩ হইতে তুমি মুক্তা হও। পরে তাহার গাত্রে হস্তার্পণ
করিবা মাত্র সে সোজা হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে
১৪ লাগিল। কিন্তু বিশ্রামবারে যীশুর সুস্থ করাতে ভজনা-
লয়ের অধ্যক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়া লোকদিগকে বলিল, কর্ম্ম
করিবার জন্য ছয় দিন আছে; অতএব সুস্থ হইবার
নিমিত্তে ঐ সকল দিনেতে আসিও, বিশ্রামবারে আসিও
১৫ না। তখন প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, অরে
কপটি, তোমাদের প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে আপন ২
বলদ কিম্বা গর্দ্দভ যাবপাত্রহইতে মুক্ত করিয়া জল পান
১৬ করাইতে কি লইয়া যায় না? তবে ইব্রাহীমের সন্ততি
এই যে স্ত্রী আঠার বৎসরাবধি শয়তানকর্তৃক বদ্ধা
আছে, ইহাকে বিশ্রামবারে এমত শৃঙ্খলহইতে মুক্ত করা
১৭ কি কর্ত্তব্য ছিল না? তাঁহার এই কথাতে তাঁহার বি-
পক্ষ সকল লজ্জিত হইল; কিন্তু তাঁহার কৃত তাবৎ মহৎ
কর্ম্মে সামান্য লোক সকল আনন্দিত হইল।

১৮ পরে তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের সদৃশ?
১৯ এবং কিসের সহিত তাহার তুলনা দিব? কোন মনুষ্য
যে সর্ষপবীজ লইয়া আপন উদ্যানে রোপণ করিল, সে
তাহার তুল্য; কেননা ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এমন
মহাবৃক্ষ হইয়া উঠিল, যে তাহার শাখাতে আকাশের
২০ পক্ষিগণ আসিয়া বাস করিল। পুনর্ব্বার তিনি কহিলেন,
২১ আর কাহার সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা দিব? এক
স্ত্রী যে তাড়ী লইয়া তিন মান ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া
রাখিল, পরে তাহা ক্রমে২ সমুদয় ময়দাতেই ব্যাপিয়া
গেল, সেই তাড়ীর তুল্য ঐ রাজ্য।

২২ এই রূপে তিনি যিরূশালমে গমন সময়ে নগরে২ ও
২৩ গ্রামে২ উপদেশ দিতে২ দেশ ভ্রমণ করিলেন। তখন

এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, পরি-
ত্রাণের পাত্রেরা কি অল্প? তাহাতে তিনি তাহাদিগকে
২৪ কহিলেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর;
কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকে প্রবেশ
২৫ করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না। গৃহের কর্ত্তা
উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে পরে যদি তোমরা বাহিরে
দাঁড়াইয়া দ্বারে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বল, হে
প্রভো, হে প্রভো, আমাদের জন্যে দ্বার খুলিয়া দিউন,
তবে তিনি এই উত্তর দিবেন, তোমরা কোথাকার লোক,
২৬ তাহা আমি জানি না। তখন 'আমরা তোমার সাক্ষাতে
ভোজন পান করিয়াছি, এবং আমাদের নগরের পথে
তুমি উপদেশ দিয়াছ,' তোমরা ইহা কহিতে প্রবৃত্ত
২৭ হইবা। কিন্তু তিনি বলিবেন আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি
২৮ না; হে দুষ্কর্ম্মকারি সকল, আমাহইতে দূর হও। সেই
স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে; কেননা তৎ-
কালে তোমরা ইব্রাহীমকে ও ইসহাক্‌কে ও যাকুবকে
ও ভবিষ্যদ্বক্তা সকলকে ঈশ্বরের রাজ্যে স্থানপ্রাপ্ত, কিন্তু
২৯ আপনাদিগকে বহিষ্কৃত দেখিবা। আর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর
দক্ষিণ চারি দিগহইতে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে
৩০ উপবিষ্ট হইবে। আর দেখ, পশ্চাতের কোন২ লোক অগ্রে
পড়িবে, এবং অগ্রের কোন২ লোক পশ্চাতে পড়িবে।
৩১ অপর সেই দিবসে কএক জন ফিরূশী আসিয়া তাঁ-
হাকে বলিল, বহির্গত হও, এবং এ স্থানহইতে প্রস্থান
৩২ কর; কেননা হেরোদ্ তোমাকে বধ করিতে চাহে। তা-
হাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গিয়া সেই
শৃগালকে বল, দেখ, অদ্য এবং কল্য ভূতগণকে ছাড়া-
ইয়া রোগিদিগকে সুস্থ করিয়া তৃতীয় দিবসে আমি সিদ্ধ

৩৩ হইব। তত্রাপি অদ্য ও কল্য ও পরশ্ব আমাকে গতায়াত করিতে হইবে; যেহেতুক যিরূশালমের বাহিরে কোন
৩৪ ভবিষ্যদ্বক্তার বিনাশ সম্ভবে না। হে যিরূশালম, হে যিরূশালম, হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের বধকারিণি, এবং আপনার নিকটে প্রেরিত লোকদের প্রস্তরাঘাতকারিণি; যেমন কুক্কুটী আপন শাবক সকলকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও তোমার সন্তান সকলকে একত্র করিতে কত বার ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা
৩৫ না। দেখ, তোমাদের আবাস উচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইবে; আর আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, 'যিনি পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য,' এমন কথা যে পর্য্যন্ত না বলিবা সে পর্য্যন্ত আমাকে আর দেখিতে পাইবা না।

১৪ অধ্যায়।

১ পরে তিনি বিশ্রামবারে প্রধান ফিরূশিদের এক জনের গৃহে ভোজন করিতে গমন করিলে তাহারা খলভাবে
২ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন এক জন জলোদরী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে যীশু ব্যবস্থার
৩ অধ্যাপকগণকে ও ফিরূশিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বি-
৪ শ্রামবারে কি মানুষের আরোগ্য করা কর্ত্তব্য? তাহাতে তাহারা নীরব থাকিলে তিনি তাহাকে ধরিয়া সুস্থ করিয়া
৫ বিদায় করিলেন; এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাহারও গর্দ্দভ কিম্বা বলদ যদি গর্ত্তের মধ্যে পড়ে, তবে সে বিশ্রামবারেও কি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া
৬ তুলিবে না? তখন তাহারা তাঁহার এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

৭ অপর নিমন্ত্রিত লোকেরা প্রধান স্থান মনোনীত করি-

ত্তেছে, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে এই উপদেশকথা
৮ কহিলেন, কেহ বিবাহাদি ভোজেতে তোমাকে নিমন্ত্রণ
করিলে প্রধান স্থানে বসিও না। কি জানি সে তোমা-
হইতে অধিক মর্য্যাদাপন্ন আর কোন লোককে নিমন্ত্রণ
৯ করিয়া থাকে; তাহাতে যে ব্যক্তি তোমাকে ও তাহাকে
নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে যদি তোমাকে বলে, এই মনুষ্য-
কে স্থান দেও, তবে তুমি লজ্জিত হইয়া অপ্রধান স্থানে
১০ বসিতে উদ্যত হইবা। অতএব নিমন্ত্রণে গেলে অপ্রধান
স্থানে বসিও; তাহাতে নিমন্ত্রণকর্ত্তা আসিয়া তোমাকে
বলিবে, হে বন্ধো, উচ্চতর স্থানে গিয়া বৈস; এমন
হইলে ভোজনোপবিষ্ট সঙ্গি সকলের সাক্ষাতে সম্ভ্রম
১১ পাইবা। কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তা-
হাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে জন আপনাকে নত
করে তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

১২　অপর যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহা-
কেও তিনি কহিলেন, তুমি যখন মধ্যাহ্ন কিম্বা রাত্রিকা-
লের ভোজ প্রস্তুত কর, তখন নিজ বন্ধুগণ কিম্বা ভ্রাতৃ-
বর্গ কিম্বা জ্ঞাতিবর্গ কিম্বা ধনি প্রতিবাসিগণকে নিমন্ত্রণ
করিও না; কি জানি তাহারা পুনর্ব্বার তোমাকে নিম-
১৩ ন্ত্রণ করিলে তাহাই তোমার শোধ হইবে। কিন্তু যখন
ভোজ প্রস্তুত কর, তখন দরিদ্র ও নুলা ও খঞ্জ ও
১৪ অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও; তাহাতে ধন্য হইবা, কেননা
তাহারা পরিশোধ করিতে না পারাতে ধার্ম্মিকদের পুন
রুত্থান সময়ে শোধ পাইবা।

১৫　এই সকল কথা শুনিয়া ভোজনোপবিষ্ট লোকদের
মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, যে জন ঈশ্বরের রাজ্যে ভো-
১৬ জন করিতে পাইবে, সেই ধন্য। তাহাতে তিনি তা-
হাকে কহিলেন, এক ব্যক্তি রাত্রিকালের মহাভোজ

১৭ প্রস্তুত করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করিল। পরে ভোজ-
নের সময় হইলে আপন দাসদ্বারা নিমন্ত্রিত লোকদিগকে
কহিয়া পাঠাইল, এখন সকলই প্রস্তুত আছে, তোমরা
১৮ আইস। কিন্তু তাহারা সকলে একই ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা
করিতে লাগিল। প্রথম জন তাহাকে কহিল, আমি এক-
খান ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তাহা দেখিতে আমাকে
যাইতে হইবে; বিনতি করি, আমাকে ক্ষমা করিতে
১৯ নিবেদন করিও। অন্য জন কহিল, আমি পাঁচ যোড়া
বলদ কিনিলাম, তাহাদের পরীক্ষা করিতে যাইতেছি;
বিনতি করি, আমাকে ক্ষমা করিতে নিবেদন করিও।
২০ আর এক জন কহিল, আমি বিবাহ করিলাম, এ কারণ
২১ যাইতে পারিলাম না। পরে সে দাস ফিরিয়া গিয়া
আপন প্রভুর সাক্ষাতে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল;
তাহাতে ঐ গৃহের কর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া আপন দাসকে
কহিল, ত্বরায় নগরের চকে ও পথে গিয়া দরিদ্র ও
২২ নুলা ও খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এ স্থানে আন। পরে সে
দাস কহিল, হে প্রভো, আপনকার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম
২৩ করা গেল, তথাপি আরও স্থান আছে। তখন সে প্রভু
ঐ দাসকে কহিল, রাজপথে ও বৃক্ষতলে যাইয়া আমার
বাটী যেন পরিপূর্ণ হয়, এই জন্যে ব্যগ্রতাপূর্ব্বক লোক-
২৪ দিগকে আসিতে বল। কেননা আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, ঐ নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক জনও আমার রাত্রি-
ভোজ্যের আস্বাদ পাইবে না।

২৫ অনন্তর বহুসংখ্যক লোকারণ্য যীশুর সঙ্গে২ গমন
করিলে তিনি ফিরিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কেহ আ-
২৬ মার নিকটে আসিয়া যদি আপন মাতা ও পিতা ও স্ত্রী
ও সন্তান ও ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীবর্গ এবং নিজ প্রাণও
অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে

২৭ পারে না। এবং যে কেহ আপন ক্রুশ বহন করিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার শিষ্য হইতে
২৮ পারে না। তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে চাহে, তবে সে কি অগ্রে বসিয়া ব্যয় গণনা করিয়া সমাপ্তি করিতে তাহার সঙ্গতি আছে কি
২৯ না, ইহা দেখিবে না? কারণ সে জানে, ভিত্তিমূল বসাইলে পরে যদি সমাপ্তি করিতে না পারে, তবে যত লোক তাহা দেখে, সকলে তাহাকে পরিহাস করিতে
৩০ প্রবৃত্ত হইয়া বলিবে, এই মনুষ্য দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ
৩১ করিয়া সমাপ্ত করিতে পারিল না। আর কোন রাজা যদি অন্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, তবে সে কি অগ্রে বসিয়া এমন বিবেচনা করিবে না, বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া যে জন আমার বিরুদ্ধে আসিতেছে, আমি দশ সহস্র দ্বারা কি তাহাকে নিবারণ করিতে পা-
৩২ রিব? যদি না পারে, তবে শত্রু দূরে থাকিতে সে দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধি নির্দ্ধারণের কথা জিজ্ঞাসা করিবে।
৩৩ তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে
৩৪ না পারে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। লবণ উত্তম বটে, কিন্তু যদি লবণের স্বাদ যায়, তবে তাহা
৩৫ কেমন করিয়া আস্বাদযুক্ত হইবে? তাহা ভূমির কিম্বা সার ঢিবির নিমিত্তেও ভাল নয়; লোকেরা তাহা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।

১৫ অধ্যায়।

১ তখন করগ্রাহি ও পাপি সকল যীশুর কথা শুনিতে
২ তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। তাহাতে ফিরূশিরা ও অধ্যাপকেরা বচসা করিয়া কহিল, এ মনুষ্য পাপিগণকে
৩ গ্রাহ্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভোজন করে। তখন তিনি

৪ তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত কথা কহিলেন; তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যাহার শত মেষ থাকে? তাহার মধ্যে যদি একটা হারায়, তবে সে কি নিরানব্বইটা মেষ প্রান্তরের মধ্যে ছাড়িয়া, যাবৎ ঐ হারাণ মেষকে
৫ না পায়, তাবৎ তাহার অন্বেষণ করে না? পরে তাহা পাইলে সে হৃষ্ট মনে স্কন্ধে করিয়া গৃহে আসিয়া বন্ধু
৬ বান্ধব ও প্রতিবাসি লোকদিগকে ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার হারাণ মেষকে পাই-
৭ লাম। তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এক জন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, নিরানব্বই জন ধার্ম্মিক, অর্থাৎ যাহাদের মনঃপরিবর্ত্তন করা অনা-
৮ বশ্যক এমত লোকের বিষয়ে তত আনন্দ হয় না। আর যে স্ত্রীর দশটি সিকি আছে, তাহার এক সিকি হারাইলে সে কি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া যাবৎ তাহা না পায়, তাবৎ যত্ন পূর্ব্বক অন্বেষণ করে না?
৯ আর পাইলে পর বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া কহে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার
১০ হারাণ সিকিটি পাইলাম। তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের মধ্যে আনন্দ হয়।

১১ অপর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল;
১২ তাহার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমি পাইব, তাহা দেও; তাহাতে
১৩ পিতা তাহাদের জন্য নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিল। অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে প্রস্থান করিল; সেই স্থানে দুষ্টাচরণ
১৪ করণে সমস্ত সম্পত্তি অপচয় করিল। তাহার সকলই ব্যয় হইলে পর সে দেশে মহাদুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে

১৫ তাহার দৈন্যদশা ঘটিতে লাগিল। তখন সে যাইয়া তদ্দেশীয় কোন গৃহস্থের আশ্রয় লইল; সে তাহাকে
১৬ শূকরপাল চরাইতে মাঠে পাঠাইয়া দিল; তাহাতে সে শূকরের খাদ্য খোসাদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা
১৭ করিল, কিন্তু কেহ তাহাকে কিছুই দিল না। অবশেষে সে মনে২ চেতনা পাইয়া কহিল আমার পিতার কত বেতনগ্রাহি দাস খাদ্যের বাহুল্য পাইতেছে, কিন্তু আমি
১৮ ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আপন পিতার নিকটে গিয়া বলিব, হে পিতঃ স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার
১৯ কাছে আমি পাপ করিয়াছি; তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য আর নহি; তোমার এক বেতন-
২০ গ্রাহি দাসের মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে গমন করিল; তাহাতে দূরে থাকিতে তাহার পিতা তাহাকে দেখিয়া কৃপা করিল, এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন
২১ করিল। তখন পুত্র তাহাকে কহিল, হে পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার কাছে আমি পাপ করিয়াছি, এবং তোমার পুত্ররূপে বিখ্যাত হইবার যোগ্য আর নহি।
২২ কিন্তু তাহার পিতা দাসদিগকে আজ্ঞা দিল, সর্ব্বোত্তম বস্ত্র আনিয়া ইহাকে পরাও, এবং ইহার হস্তে অঙ্গু-
২৩ রীয় দেও, ও পায়েতে পাদুকা দেও। আর হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর আনিয়া মার; তাহা ভোজন করিয়া আমরা আ-
২৪ নন্দ করিব। যেহেতুক আমার এই পুত্র মৃত হইয়া পুনর্জ্জীবিত হইল, এবং হারাণ হইয়া প্রাপ্ত হইল; তা-
২৫ হাতে তাহারা আনন্দ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল, পরে আসিতে২ বাটীর
২৬ নিকটে উপস্থিত হইয়া নৃত্য ও বাদ্যের শব্দ শুনিয়া দাসদের এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহার

২৭ ভাব কি? সে তাহাকে বলিল, তোমার ভ্রাতা আসি-
য়াছে, এবং তোমার পিতা তাহাকে সুস্থ শরীরে প্রাপ্ত
২৮ হওয়াতে হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর মারিয়াছে। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ
হইয়া ভিতরে যাইতে অসম্মত হইল; অতএব তাহার
পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিল।
২৯ কিন্তু সে পিতাকে উত্তর করিল, দেখ, এত বৎসরাবধি
আমি তোমার দাস আছি, কখনো তোমার আজ্ঞা
লঙ্ঘন করি নাই; তথাপি মিত্রগণের সঙ্গে যেন আনন্দ
করিতে পারি, এই জন্যে একবারও একটি ছাগবৎস
৩০ আমাকে দেও নাই; কিন্তু তোমার এই পুত্র যে বেশ্যা-
দের সঙ্গে তোমার সম্পত্তি খাইয়া ফেলিয়াছে, সে
আসিবামাত্র তাহারই নিমিত্তে তুমি হৃষ্ট পুষ্ট বাছুর
৩১ মারিলা। তখন পিতা কহিল, হে পুত্র, তুমি সর্ব্বদা আ-
৩২ মার সঙ্গে আছ আর আমার সর্ব্বস্বই তোমার। কিন্তু
আমাদের আনন্দ ও উল্লাস করা উচিত বটে, কারণ
তোমার এই ভ্রাতা মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইল, এবং
হারাণ হইয়া প্রাপ্ত হইল।

১৬ অধ্যায়।

১ অপর তিনি আপন শিষ্যদিগকে আর এক কথা কহি-
লেন; এক ধনবান লোক ছিল, তাহার গৃহাধ্যক্ষ স্বামির
ধন অপচয়কারিরূপে তাহার নিকটে অপবাদিত হইলে
২ সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি
কথা শুনিতে পাই? অধ্যক্ষপদের নিকাশ দেও, গৃহা-
৩ ধ্যক্ষের পদে তুমি আর থাকিতে পাইবা না। তখন
সে গৃহাধ্যক্ষ মনে২ কহিল, কি করিব? আমার প্রভু
আমাকে অধ্যক্ষপদচ্যুত করিলেন; মৃত্তিকা কাটিতে আ-
মার শক্তি নাই, এবং ভিক্ষা করিতেও লজ্জা হয়।

৪ আমি পদচ্যুত হইলে লোকেরা যেন আপন২ গৃহে আ-
মাকে গ্রহণ করে, ইহার নিমিত্তে যাহা করিব, তাহা
৫ বুঝিলাম। পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণিকে ডা-
কিয়া প্রথম জনকে জিজ্ঞাসিল, তুমি আমার প্রভুর কত
৬ ধার? সে বলিল, এক শত মোন তৈল; তখন গৃহাধ্যক্ষ
কহিল, তোমার পত্র আনিয়া শীঘ্র বসিয়া তাহাতে
৭ পঞ্চাশ মোন লেখ। পরে আর এক জনকে জিজ্ঞা-
সিল; তুমি কত ধার? সে বলিল, এক শত বিশি
গোম; তখন সে কহিল, তবে তোমার পত্র আনিয়া
৮ আশী লেখ। তাহাতে প্রভু সে অযাথার্থিক অধ্যক্ষের
বুদ্ধির কৌশল প্রযুক্ত তাহার প্রশংসা করিল; কেননা
জ্যোতির সন্তানগণ অপেক্ষা এই বর্ত্তমান সংসারের
৯ সন্তানেরা স্ব২ কালে অধিক বুদ্ধিমান হয়। আর আ-
মিও তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা অযথার্থ ধনদ্বারা
মিত্রলাভ কর, তাহাতে তোমরা শক্তিহীন হইলে তা-
হারা তোমাদিগকে নিত্যস্থায়ি আবাসে গ্রহণ করিবে।
১০ যে কেহ ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বাস্ত হয়, সে মহদ্বিষয়ে
ও বিশ্বাস্ত হয়; কিন্তু যে কেহ ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অযথার্থ
১১ হয়, সে মহদ্বিষয়েও অযথার্থ হয়। অতএব তোমরা যদি
অযথার্থ ধনে অবিশ্বাস্ত হইলা, তবে কে তোমাদের
১২ হস্তে যথার্থ ধন সমর্পণ করিবে? আর পরকীয় অধি-
কারে যদি তোমরা অবিশ্বাস্ত হও, তবে কে তোমা-
১৩ দিগকে তোমাদের অধিকার দিবে? কোন দাস দুই
কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না, কেননা সে এক জনকে
মন্দ বাসিয়া অন্য জনকে ভাল বাসিবে; কিম্বা একের
প্রতি মনোযোগী হইয়া অন্যকে অবহেলা করিবে। তো-
মরা ঈশ্বর ও ধন উভয়ের সেবা করিতে পার না।
১৪ তখন এ সকল কথা শুনিয়া লোভি ফিরূশিরা তাঁ-

১৫ হাকে ব্যঙ্গ করিল। তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা মনুষ্যদের নিকটে আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিয়া দেখাইতেছ বটে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন; মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা উন্নত, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে
১৬ ঘৃণিত। ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থ যোহন পর্য্যন্ত; তদবধি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে, এবং প্রত্যেক জন তন্মধ্যে যত্নে প্রবেশ করিতেছে।
১৭ বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সম্ভব, তথাচ
১৮ ব্যবস্থার এক বিন্দুরও লোপ সম্ভবে না। যে কেহ আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে কেহ সেই স্বামিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও ব্যভিচার করে।

১৯ এক ধনবান মানুষ কৃষ্ণলোহিতবর্ণ পরিচ্ছদ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিত, এবং প্রত্যহ আড়ম্বর পূর্ব্বক ভো-
২০ জন পান করিত। আর সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত ইলিয়াসর নামে এক জন দরিদ্র ঐ ধনবানের মেজহইতে পতিত গুড়াগাঁড়া খাইতে বাঞ্ছা করিয়া তাহার দ্বারে পড়িয়া
২১ থাকিত, এবং কুক্কুরগণ আসিয়া তাহার ক্ষত সকল চা-
২২ টিত। অবশেষে ঐ দরিদ্র মরিলে স্বর্গীয় দূতগণ তাহাকে লইয়া ইব্রাহীমের ক্রোড়ে বসাইল; পরে সেই ধনবানও
২৩ মরিল, এবং তাহাকে কবর দেওয়া গেল; কিন্তু পরলোকে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া সে ঊর্দ্ধ্বদিগে দৃষ্টি করিলে দূরে ইব্রাহীমকে এবং তাহার ক্রোড়ে ইলিয়াসরকে দেখিতে
২৪ পাইল। তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিল, হে পিতঃ ইব্রাহীম, আমার প্রতি কৃপা করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করিতে ইলিয়াসরকে পাঠাইয়া দেও, কেননা এই অগ্নির শিখাতে আমি ব্য-
২৫ থিত হইতেছি। কিন্তু ইব্রাহীম কহিল, হে পুত্র, তোমার

সৌভাগ্য তুমি জীবদ্দশাতে ভোগ করিয়াছ, আর ইলি- য়াসর তদ্রূপ আপন দুর্ভাগ্য ভোগ করিয়াছে, ইহা স্মরণ কর; সম্প্রতি তাহার সান্ত্বনা ও তোমার যন্ত্রণা ২৬ হইতেছে। আরও বলি, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মহাবিচ্ছেদ স্থাপিত আছে, তন্নিমিত্তে এ স্থানের লোক তোমাদের কাছে যাইতে, কিম্বা ওস্থানের লোক আ- ২৭ মাদের কাছে আসিতে পারে না। তখন সে কহিল, হে পিতঃ, তবে বিনয় করিয়া বলি, আমার পিতৃগৃহে ২৮ তাহাকে পাঠাইয়া দেও, কেননা আমার পাঁচ ভ্রাতা আছে, তাহারা যেন এই যন্ত্রণাস্থানে না আইসে, এই ২৯ নিমিত্তে সে তাহাদিগকে সৎপরামর্শ দিউক। তাহাতে ইব্রাহীম কহিল, তাহাদের নিকটে মূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ- ৩০ গণ আছে; তাহাদেরই সাক্ষ্য তাহারা মানুক। তখন সে নিবেদন করিল, হে পিতঃ ইব্রাহীম, তাহা নহে, কিন্তু মৃত লোকদের মধ্যহইতে যদি কোন জন তাহা- ৩১ দের নিকটে যায়, তবে তাহারা মন ফিরাইবে। তা- হাতে ইব্রাহীম কহিল, তাহারা যদি মূসার ও ভবিষ্যদ্বক্তৃ- গণের সাক্ষ্য না মানে, তবে মৃত লোকদের মধ্যহইতে কোন এক জন উঠিলেও তাহারা তাহার পরামর্শ মা- নিবে না।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন; বিঘ্ন না ঘটিবে এমন হইতে পারে না; কিন্তু যাহাদ্বারা ঘটিবে, তা- ২ হার সন্তাপ হইবে। বরং তাহার গলদেশে যাঁতা বদ্ধ হওয়া এবং সমুদ্রে তাহার নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল, তথাপি এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্নজনক হওয়া ৩ তাহার পক্ষে ভাল নয়। তোমরা আপনাদের বিষয়ে

সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তবে তাহাকে অনুযোগ কর; তাহাতে
৪ সে যদি মন ফিরায়, তবে তাহাকে ক্ষমা কর। সে যদি এক দিনের মধ্যে সাত বার তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, কিন্তু সেই দিনে সাত বার আসিয়া বলে, আমি
৫ পরামনন করিলাম, তবে তাহাকে ক্ষমা কর। অপর প্রেরিতেরা প্রভুকে কহিল, আমাদিগের বিশ্বাসের বৃদ্ধি
৬ কর। তাহাতে প্রভু কহিলেন, এক সর্ষপের মত বিশ্বাস যদি তোমাদের হয়, তবে তুমি সমূলে উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রে রোপিত হও, এ কথা ঐ ডুম্বুরবৃক্ষকে কহিলে সে তোমাদের আজ্ঞাবহ হইবে।

৭ আর তোমাদের মধ্যে কাহারো দাস হাল বহিয়া কিম্বা পশু চরাইয়া ক্ষেত্রহইতে আইলে, সে কি তাহাকে বলিবে, 'তুমি একেবারে বসিয়া আহার কর?'
৮ বরঞ্চ 'আমার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত কর, এবং আমি যাবৎ ভোজন পান করি, তাবৎ কটিবন্ধন করিয়া আমার পরিচর্য্যা কর, পরে তুমিও ভোজন পান করিতে
৯ পাইবা,' এমন কথা কি বলিবে না? ঐ দাস তাহার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল, এই জন্যে সে কি তাহার
১০ কাছে বাধিত হইল? আমার এমন বোধ হয় না। এই প্রকারে আজ্ঞাপিত তাবৎ কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও এই কথা বল, আমরা নির্গুণ দাস, আমাদের যাহা২ করা উচিত, তাহাই মাত্র করিলাম।

১১ অপর যিরূশালমে যাত্রা করণ সময়ে তিনি শোমিরোণ ও গালীল দেশের মধ্যস্থান দিয়া গমন করিলেন।
১২ তাহাতে কোন গ্রামে প্রবেশ করণ সময়ে দশ জন
১৩ কুষ্ঠী তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে প্রভো যীশু, আমাদিগকে দয়া করুন।

১৪ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, তোমরা যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও; তাহাতে তাহারা যাইতে২ (রোগ হইতে) পরিষ্কৃত হইল।
১৫ তখন তাহাদের মধ্যে এক জন আপনাকে আরোগ্য প্রাপ্ত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ ফি-
১৬ রিয়া আইল, এবং যীশুর চরণে অধোমুখে পতিত হইয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিতে লাগিল; সে এক জন শো-
১৭ মিরোণীয় লোক। তখন যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, দশ জন কি পরিষ্কৃত হয় নাই? তবে আর নয় জন
১৮ কোথায়? ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণার্থে প্রত্যাগত এই বিদেশি ব্যক্তি বিনা আর কাহাকে কি পাওয়া গেল না?
১৯ পরে তিনি তাহাকে কহিলেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।

২০ অনন্তর কোন্ সময়ে ঈশ্বরের রাজত্ব আসিবে, ফিরূশিরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, ঈশ্বরের রাজত্ব আড়ম্বরের সহিত আসিবে
২১ না। আর দেখ, এ স্থানে, কিম্বা দেখ, ও স্থানে, এমন কথা লোকেরা কহিবে না; কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজত্ব তোমাদের অন্তরেই আছে।

২২ পরে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, যে সময়ে তোমরা মনুষ্যপুত্রের এক দিন দেখিতে ইচ্ছা করিবা, কিন্তু
২৩ দেখিতে পাইবা না, এমন সময় আসিতেছে। তখন লোকেরা তোমাদিগকে বলিবে দেখ, এই স্থানে; কিম্বা দেখ, ঐ স্থানে; কিন্তু যাইও না, ও তাহার অনুধাবন
২৪ করিও না। কেননা যে বিদ্যুৎ আকাশের এক সীমা হইতে নির্গত হইবামাত্র অন্য সীমাপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া দীপ্তি প্রকাশ করে, মনুষ্যপুত্র আপনার সেই দিনে তাহার
২৫ সদৃশ হইবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেক

দুঃখ ভোগ করিতে এবং এই বর্ত্তমান লোককর্তৃক অব-
২৬ জ্ঞাত হইতে হইবে। আর নোহের সময়ে যেৰূপ হই-
২৭ য়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও তদ্রূপ হইবে। ফলতঃ
নোহের জাহাজারোহণ করিবার দিন পর্য্যন্ত লোকেরা
ভোজন পান, এবং বিবাহ করণ ও বিবাহ দেওন,
এই২ কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল; কিন্তু সেই দিনে জলপ্লাবন
২৮ উপস্থিত হইয়া সকলকে নষ্ট করিল। এবং লোটের
সময়েও তদ্রূপ হইয়াছিল; লোকেরা ভোজন পান, ও
ক্রয় বিক্রয়, এবং বৃক্ষ রোপণ ও গৃহ নির্ম্মাণ করণে
২৯ ব্যস্ত ছিল; কিন্তু যে দিনে লোট্ সিদোম্‌হইতে বহি-
র্গত হইল, তদ্দিবসে আকাশহইতে সগন্ধক অগ্নি বর্ষিয়া
৩০ সকলকে বিনষ্ট করিল। মনুষ্য পুত্রের প্রকাশ হও-
৩১ নের দিনে সেই ৰূপ হইবে। তদ্দিনে যে কেহ গৃহের
ছাতের উপরে থাকিবে, সে গৃহের মধ্যস্থিত আপনার
দ্রব্যাদি লইবার নিমিত্তে নীচে না নামুক; এবং যে
৩২ কেহ ক্ষেত্রে থাকিবে, সেও ফিরিয়া না যাউক। লো-
৩৩ টের স্ত্রীকে স্মরণে রাখিও। যে জন প্রাণ রক্ষা করিতে
চেষ্টা করে, সেই তাহা হারাইবে; আর যে জন
৩৪ প্রাণ হারায়, সেই তাহা রক্ষা করিবে। আমি তোমা-
দিগকে কহিতেছি, সেই রাত্রিতে দুই জন এক শয্যাগত
হইলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্য
৩৫ জনকে ত্যাগ করা যাইবে। আর দুই স্ত্রী একত্র যাঁতা
পিষিলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্যকে
৩৬ ত্যাগ করা যাইবে। আর দুই পুরুষ ক্ষেত্রে থাকিলে
তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্যকে ত্যাগ
৩৭ করা যাইবে। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, এমন
কোথায় হইবে? তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
যে স্থানে শব থাকে, সেই স্থানেই গৃধ্র একত্র হইবে।

১৮ অধ্যায়।

১ অপর ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করা লোক-
দের কর্ত্তব্য, এই ভাবে তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত-
২ কথা কহিলেন। কোন নগরে এক জন বিচারকর্ত্তা ছিল,
সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না এবং মানুষকেও মানিত
৩ না। সেই নগরে এক বিধবা বাস করিত, সে তাহার
নিকটে আসিয়া, প্রতিবাদির সহিত আমার বিচার পরি-
৪ ষ্কার করিয়া দেও, এই নিবেদন করিত। তাহাতে সে
অনেক দিন পর্য্যন্ত সম্মত হইল না; পরে মনে২ ভা-
বিল, যদ্যপি ঈশ্বরকে ভয় না করি এবং মনুষ্যকেও
৫ না মানি, তথাপি এই বিধবা আমাকে ব্যামোহ দিতেছে,
এ জন্যে ইহার বিবাদ পরিষ্কার করিয়া দিব, নতুবা
৬ সে সর্ব্বদা আসিয়া আমাকে কলঙ্কিত করিবে। পরে
প্রভু কহিলেন, শুন, ঐ অযথার্থ বিচারকর্ত্তা কি কহে?
৭ তবে ঈশ্বরের যে মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি তাঁ-
হার কাছে কাকুতি করে, তিনি তাহাদের বিষয়ে বিলম্ব
করিলেও কি তাহাদের বিবাদ পরিষ্কার করিবেন না?
৮ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তিনি ত্বরায় তাহাদের
বিবাদ পরিষ্কার করিবেন; কিন্তু যে সময়ে মনুষ্যপুত্র
আসিবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবেন?

৯ অপর আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া অন্য সক-
লকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন আত্মাভিমানি কএক জনকে
১০ তিনি এই দৃষ্টান্ত কহিলেন। দুই জন প্রার্থনা করিতে
মন্দিরে গেল; তাহাদের মধ্যে এক জন ফিরূশী, আর
১১ এক জন করগ্রাহী। সেই ফিরূশী এক ভিতে দাঁড়াইয়া
এইরূপ প্রার্থনা করিল, 'হে ঈশ্বর, অন্য লোকদের মত
উপদ্রবী কি অন্যায়ী কি পারদারিক আমি নহি, এবং

ঐ করগ্রাহির তুল্যও নহি, এই জন্যে তোমার ধন্য-
১২ বাদ করিতেছি; আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন উপ-
বাস করিয়া থাকি, এবং সমস্ত সম্পদের দশমাংশ দান
১৩ করিয়া থাকি। কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের
প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতেও সাহস না পাইয়া বক্ষঃস্থলে
করাঘাত করিতে২ কহিল, 'হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে
১৪ আমি, আমাকে দয়া কর।' আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, প্রথম ব্যক্তি বিনা কেবল এই ব্যক্তি পুণ্যবান্
গণিত হইয়া নিজ গৃহে গমন করিল; কেননা যে কেহ
আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে;
কিন্তু যে জন আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত
করা যাইবে।

১৫ পরে লোকেরা শিশুদের গাত্র স্পর্শ করাইবার নি-
মিত্তে তাহাদিগকেও তাঁহার নিকটে আনিল; তাহা
১৬ দেখিয়া শিষ্যেরা তাহাদিগকে ভৎসনা করিল। কিন্তু
যীশু তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, শিশুগণকে আমার
নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা এই
১৭ মত ব্যক্তিরা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী। আমি সত্য
করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হই-
য়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রাহ্য না করে, সে কোন প্রকারে
তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৮ অপর এক জন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে
সদ্গুরো, কি করিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব?
১৯ তাহাতে যীশু কহিলেন, আমাকে সৎ করিয়া কেন বল?
২০ ঈশ্বর বিনা সৎ আর কেহ নাই। "পরদার করিও
"না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যাসাক্ষ্য
"দিও না, পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর," এই২ আজ্ঞা
২১ তুমি জ্ঞাত আছ। তখন সে কহিল, বাল্যকালাবধি এই

২২ সকল পালন করিয়া আসিতেছি। এ কথা শুনিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, তুমি আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবা; পরে আসিয়া আ-
২৩ মার পশ্চাদ্গামী হও। কিন্তু এ কথা শুনিয়া সে অতি
২৪ শোকান্বিত হইল, কারণ সে অতি ধনবান ছিল। তখন যীশু তাহাকে শোকান্বিত দেখিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের
২৫ রাজ্যে প্রবেশ করা ধনি লোকদের কেমন দুষ্কর! ঈশ্ব-রের রাজ্যে ধনি লোকের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং
২৬ সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। তখন শ্রোতারা
২৭ বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? তিনি কহি-
২৮ লেন, যাহা মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা ঈশ্বরের সাধ্য। তখন পিতর কহিল, দেখ, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া
২৯ তোমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্তে বাটী কি পিতামাতা কি ভ্রাতৃগণ কি
৩০ স্ত্রী কি সন্তানগণকে ত্যাগ করিলে ইহকালে তাহার বহুগুণ শোধ এবং পরকালে অনন্ত জীবন না পাইবে, এমন কেহই নাই।

৩১ পরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালমে যাইতেছি; তাহাতে মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্তৃক যাহা২ লিখিত হইয়াছে,
৩২ সে সকল সিদ্ধ হইবে। ফলতঃ তিনি অন্যজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, ও তাঁহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিবে, ও তাঁহার
৩৩ গাত্রেতে থুথু দিবে; এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁ-হাকে বধও করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায়
৩৪ উঠিবেন। এই সকলের ভাব তাহারা কিছুই বুঝিতে

পারিল না, এই কথা তাহাদের হইতে গুপ্ত রহিল, এবং তাহারা তাহার অর্থ জ্ঞাত হইল না।

৩৫ পরে তিনি যিরীহো নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে এক জন অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতে-
৩৬ ছিল। সে লোক সমূহের গমনের শব্দ শুনিয়া তাহার
৩৭ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকেরা তাহাকে বলিল, না-
৩৮ সরতীয় যীশু পথ দিয়া যাইতেছেন, তাহাতে সে উচ্চৈঃ-স্বরে কহিতে লাগিল, হে যীশু দায়ূদের সন্তান, আমার
৩৯ প্রতি দয়া করুন। তাহাতে অগ্রগামি লোকেরা চুপ২ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল, কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি
৪০ দয়া করুন। তখন যীশু স্থগিত হইয়া আপনার নি-কটে তাহাকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন; তাহাতে
৪১ সে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে জি-জ্ঞাসা করিলেন, কি চাহ? তোমার নিমিত্তে আমি কি করিব? সে কহিল, হে প্রভো, যেন দেখিতে পাই।
৪২ তখন যীশু কহিলেন, দেখিতে পাও; তোমার বিশ্বাস
৪৩ তোমাকে সুস্থ করিল। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল; তাহা দেখিয়া সকল লোক ঈশ্বরের প্র-শংসা করিতে লাগিল।

১৯ অধ্যায়।

১ পরে তিনি যিরীহো নগরে প্রবেশ করিয়া তাহার
২ মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে সক্কেয় না-মে এক ব্যক্তি তথায় ছিল; সে প্রধান করগ্রাহী এবং
৩ ধনবান। আর যীশুকে দেখিতে, অর্থাৎ তিনি কি প্রকার লোক, তাহা দেখিতে ইচ্ছুক ছিল; কিন্তু নিজ

খর্ব্বতা প্রযুক্ত লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার দর্শন না
৪ পাওয়াতে, যে পথে তিনি যাইবেন, সেই পথে অগ্রে
দৌড়িয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্যে এক ডুম্বুর বৃক্ষে
৫ উঠিল। পরে যীশু সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঊর্দ্ধ-
দৃষ্টি করিয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে সক্কেয়, তুমি
শীঘ্র করিয়া নাম, কেননা অদ্য আমাকে তোমার গৃহে
৬ বাস করিতে হইবে। তাহাতে সে শীঘ্র নামিয়া আহ্লাদ
৭ পূর্ব্বক তাঁহাকে আতিথ্য করিল। তাহা দেখিয়া সকলেই
বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, উনি অতিথিভাবে পাপিষ্ঠ
৮ লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সক্কেয় দণ্ডায়-
মান হইয়া প্রভুকে বলিতে লাগিল, হে প্রভো, দেখ,
আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি দরিদ্রদিগকে দান করি;
আর যদি অন্যায় পূর্ব্বক কাহাহইতে কিছু লইয়া থাকি,
৯ তবে চতুর্গুণে তাহা ফিরাইয়া দি। তখন যীশু তাহার
প্রতি কহিলেন, এ ব্যক্তিও ইব্রাহীমের এক সন্তান, এই
১০ জন্যে অদ্য ইহার গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল; কারণ
যাহা হারাণ ছিল, তাহার অন্বেষণ ও রক্ষা করিতে
মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।

১১ তৎকালে তিনি এক দৃষ্টান্তকথা উত্থাপন করিয়া শ্রো-
তাদিগকে কহিলেন, কারণ তিনি যিরূশালমের নিকটে
উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে ঈশ্বরের রাজত্বের প্রাদু-
র্ভাব তখনি হইবে, তাহারা এমন অনুমান করিতেছিল।
১২ তিনি কহিলেন, কোন রাজবংশীয় লোক আপনার জন্যে
রাজত্বপদ লইয়া ফিরিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে দূর দেশে
১৩ যাত্রা করিলেন। যাত্রার সময়ে আপনার দশ জন দা-
সকে ডাকিয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, আমার আগমন পর্য্যন্ত
১৪ ব্যবসায় কর; এই আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদে-
শীয় লোকেরা তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ দূত

পাঠাইয়া কহিল, সেই ব্যক্তি যে আমাদের রাজা হয়,
১৫ ইহাতে আমরা সম্মত নহি। অনন্তর তিনি রাজত্বপদ
প্রাপ্ত হইয়া যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন ব্যবসায়-
দ্বারা কে কি লাভ করিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে
তিনি ঐ যে দাসদিগকে মুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে
১৬ ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন প্রথম ব্যক্তি
আসিয়া কহিল, হে প্রভো, তোমার ঐ এক মুদ্রাদ্বারা
১৭ আর দশ মুদ্রা লাভ হইল। তাহাতে তিনি কহিলেন,
ভাল, তুমি উত্তম দাস, অতি অল্প বিষয়েতে বিশ্বস্ত
১৮ হইলা; এ জন্যে তুমি দশ নগরের কর্ত্তা হও। পরে
দ্বিতীয় জন আসিয়া কহিল, হে প্রভো, তোমার ঐ এক
১৯ মুদ্রাদ্বারা পাঁচ মুদ্রা লাভ হইল। তাহাতে তিনি তাহা-
২০ কেও কহিলেন, তুমিও পাঁচ নগরের কর্ত্তা হও। পরে
আর এক জন আসিয়া কহিল, হে প্রভো, এই দেখ,
তোমার মুদ্রা; আমি তাহা গামছাতে বান্ধিয়া রাখি-
২১ য়াছি। কেননা তুমি কঠিন লোক, যাহা রাখ নাই তা-
হাই তুলিয়া লইয়া থাক, এবং যাহা বুন নাই তাহাই
কাটিয়া থাক; এই জন্যে আমি তোমাহইতে ভীত হই-
২২ লাম। তখন তিনি কহিলেন, অরে দুষ্ট দাস, তোমার
নিজ মুখের (কথাতেই) তোমাকে দোষী করিব; যাহা
রাখি নাই তাহাই তুলিয়া লই, এবং যাহা বুনি নাই
তাহাই কাটি, আমি এমন কঠিন লোক, ইহা যদি তুমি
জানিয়াছ, তবে আমার টাকা বণিকের হস্তে কেন সম-
২৩ র্পণ কর নাই? তাহা করিলে আমি আসিয়া সুদের সহিত
২৪ তাহা পাইতাম। পরে তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে এই
আজ্ঞা দিলেন, ইহার নিকট হইতে ঐ মুদ্রা লইয়া যা-
২৫ হার দশটি মুদ্রা আছে, তাহাকে দেও। তাহাতে তা-
২৬ হারা কহিল, হে প্রভো, উহার দশ মুদ্রা আছে। আমি

তোমাদিগকে কহিতেছি, যাহার কাছে থাকে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার কাছে থাকে না, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত
২৭ হইবে। কিন্তু আমার ঐ যে শত্রুগণ আপনাদের রাজারূপে আমাকে মানিতে অসম্মত ছিল, তাহাদিগকে এই স্থানে আনিয়া আমার সাক্ষাতে ছেদন কর।
২৮ এই কথা কহিয়া তিনি যিরূশালমে যাইতে অগ্রসর
২৯ হইলেন। পরে জৈতুন নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে পর
৩০ তিনি আপনার দুই শিষ্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যাহাতে কোন মনুষ্য কখনো আরোহণ করে নাই, এমন এক গর্দ্দভশাবককে বান্ধা দেখিতে
৩১ পাইবা, তাহাকে খুলিয়া আন। তাহাতে কেন খুলিতেছ? এমন কথা কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে
৩২ বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। তখন যাহারা প্রেরিত হইল, তাহারা গমন করিয়া তাঁহার কথানুসারে
৩৩ সকলি পাইল। গর্দ্দভশাবককে খুলিবার সময়ে তাহার স্বামিরা তাহাদিগকে বলিল, গর্দ্দভশাবককে কেন খুলি-
৩৪ তেছ? তাহাতে তাহারা কহিল, ইহাতে প্রভুর প্রয়ো-
৩৫ জন আছে। পরে তাহারা সেই গর্দ্দভশাবককে যীশুর নিকটে আনিল, এবং তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র
৩৬ পাতিয়া তদুপরি যীশুকে আরোহণ করাইল। পরে তাঁহার যাত্রা করণ সময়ে লোকেরা পথিমধ্যে আপনাদের
৩৭ বস্ত্র পাতিয়া দিতে লাগিল। আর জৈতুন পর্ব্বতের অধোগামি স্থানের নিকটে উপস্থিত হইলে শিষ্যসমূহ পূর্ব্বদৃষ্ট তাবৎ মহৎ কর্ম্ম প্রযুক্ত আনন্দ পূর্ব্বক ঈশ্বরের
৩৮ ধন্যবাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, 'যে রাজা

প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য, স্বর্গে শান্তিভোগ
৩৯ এবং সর্ব্বোপরিস্থ স্থানে জয়ধ্বনি হউক।' তখন লোকা-
রণ্যের মধ্যহইতে কএক জন ফিরূশী তাঁহাকে কহিল, হে
৪০ উপদেশক, আপনকার শিষ্যদিগকে ধমক্ দিউন। তা-
হাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, উহারা নীরব হইলে প্রস্তর সকল ডাকিয়া উঠিবে।
৪১ পরে নিকটে আইলে তিনি নগর দেখিয়া তাহার নি-
৪২ মিত্তে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, হায় ২ তোমার শান্তি-
জনক কি, তাহা তুমিও কেন জ্ঞাত হও নাই? তোমার
এই দিনেও কেন হও না? কিন্তু সম্প্রতি তাহা তোমার
৪৩ দৃষ্টিহইতে প্রচ্ছন্ন থাকে। যে কালে তোমার শত্রুবর্গ
চতুষ্পার্শ্বে জাঙ্গাল বাঁধিয়া তোমাকে বেষ্টন করিয়া
৪৪ সর্ব্বদিগে অবরুদ্ধ করিবে, এবং তোমার মধ্যবর্ত্তি বালক-
গণের সহিত তোমাকে এমত ভূমিসাৎ করিবে যে তো-
মার মধ্যে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর থাকিবে না, এমন
কাল তোমার প্রতি উপস্থিত হইবে; কারণ তোমার
৪৫ প্রতি কৃপাবলোকনের সময় তুমি বুঝ নাই। পরে তিনি
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ ক্রয় বিক্রয়কারিদিগকে
৪৬ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহ
"প্রার্থনাগৃহ," এই রূপ লিপি আছে, কিন্তু তোমরা তাহা
৪৭ দস্যুর গহ্বর করিয়াছ। পরে তিনি প্রত্যহ মন্দিরে উপ-
দেশ দিতে লাগিলেন; অনন্তর যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ
এবং প্রধান লোকেরা তাঁহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল;
৪৮ কিন্তু কিছুই করিবার উপায় পাইতে পারিল না, কেননা
তাবৎ লোক একাগ্র মনে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিত।

২০ অধ্যায়।

১ সেই সময়ের এক দিন তিনি মন্দিরে সুসমাচার প্র-

চার করিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ ও প্রাচীন লোকেরা
২ তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? আর কে বা তোমাকে এমন ক্ষমতা দিয়াছে? তাহা আমাদিগকে
৩ বল। তখন তিনি উত্তর করিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি আমাকে তাহার উত্তর দেও।
৪ যোহনের বাপ্তিস্ম কোথাহইতে হইয়াছিল? স্বর্গহইতে?
৫ না মনুষ্যহইতে? তাহাতে তাহারা পরস্পর ইহা বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি বলি, স্বর্গহইতে, তবে তোমরা তাহাতে বিশ্বাস কর নাই কেন? এই কথা জি-
৬ জ্ঞাসা করিবে। আর যদি বলি, মনুষ্যহইতে, তবে তাবৎ লোক আমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে, কারণ যোহন যে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, সকলেরই এমন
৭ দৃঢ় বোধ আছে। অতএব তাহারা উত্তর করিল, সে
৮ কোথাহইতে হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

৯ পরে তিনি লোকদিগের নিকটে এই দৃষ্টান্তকথা কহিতে লাগিলেন; কোন ব্যক্তি ক্ষেত্রে দ্রাক্ষালতা রোপণ করিলেন, পরে কৃষকদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া অনেক বৎসরের নিমিত্তে দেশান্তরে গমন করিলেন।
১০ পরে তাহারা যেন দ্রক্ষাক্ষেত্রের ফল তাঁহাকে দেয় এই নিমিত্তে উপযুক্ত সময়ে কৃষকদের নিকটে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে প্রহার করি-
১১ য়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। পুনশ্চ তিনি আর এক দাসকে পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা তাহাকেও প্রহার
১২ করিয়া অপমান পূর্ব্বক রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। পরে

তিনি তৃতীয় বার এক জন দাসকে পাঠাইলেন, তাহাতে তাহারা তাহাকেও ক্ষতবিক্ষত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া
১৩ দিল। তখন ঐ ক্ষেত্রের স্বামী কহিলেন, আর কি করিব? আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাইব; বোধ করি
১৪ তাঁহাকে দেখিলে তাহারা চেতনা পাইবে। কিন্তু কৃষকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর এই মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এই উত্তরাধিকারী; আইস, ইহাকে বধ করি,
১৫ তাহাতে অধিকার আমাদের হইবে। পরে তাহারা তাঁহাকে ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। অতএব সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা তাহাদের প্রতি কি করিবেন?
১৬ তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদিগকে নষ্ট করিয়া অন্যদের হস্তে ক্ষেত্র সমর্পণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া কেহ২ কহিল,
১৭ এমন ঘটনা যেন না হয়। কিন্তু যীশু তাহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, তবে এই শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য কি, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে,
১৮ "তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল?" আর যে জন সেই প্রস্তরের উপরে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে, কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে তাহাকে চূর্ণ করিবে।

১৯ তিনি আমাদের বিষয়ে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, ইহা বুঝিয়া প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকদিগকে
২০ ভয় করিল। অতএব তাঁহার বাক্যের ছিদ্র ধরিয়া যেন তাঁহাকে দেশাধিপতির হস্তে ও শাসনেতে সমর্পণ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহারা পরীক্ষাভাবে কএক জন ধার্ম্মিক বেশধারি চরকে তাঁহার নিকটে
২১ প্রেরণ করিল। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, আপনি যথার্থ কথা কহিয়া উপদেশ দিতেছেন, কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের

২২ পথ দেখাইতেছেন, ইহা আমরা জানি। কৈসরকে রা-
২৩ জস্ব দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কি না? তিনি তাহাদের
খলতা বুঝিয়া কহিলেন, আমার পরীক্ষা কেন করি-
২৪ তেছ? আমাকে একটা সিকি দেখাও। ইহাতে কাহার
মূর্ত্তি ও নাম দেখা যায়? তাহারা কহিল, কৈসরের।
২৫ তখন তিনি কহিলেন, তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈস-
রকে দেও, এবং ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও।
২৬ তাহাতে তাহারা লোকদিগের সাক্ষাতে তাঁহার কথায়
কোন ছিদ্র ধরিতে পারিল না, বরং তাঁহার উত্তরে
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া অবাক হইয়া থাকিল।

২৭ অপর যাহারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে এমত কএক
জন সিদূকি লোক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
২৮ হে গুরো, 'কাহারো স্ত্রীবিশিষ্ট ভ্রাতা যদি নিঃসন্তান
হইয়া মরে তবে সে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আ-
পন ভ্রাতার জন্যে বংশ উৎপন্ন করিবে,' মূসা আমা-
২৯ দের প্রতি এমন আজ্ঞা লিখিয়াছে। কিন্তু কোন লো-
কেরা সাত ভাই ছিল; তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
৩০ বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল। অপর দ্বিতীয়
ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান
৩১ হইয়া মরিল। পরে তৃতীয় জন ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিল;
এই রূপে ক্রমে২ সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়া
৩২ নিঃসন্তান হইয়া মরিল। সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিল।
৩৩ অতএব পুনরুত্থান সময়ে সে তাহাদের মধ্যে কাহার
স্ত্রী হইবে? যেহেতুক তাহারা সাত জনই তাহাকে বি-
৩৪ বাহ করিয়াছিল। তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, এই জগতের লোকেরা বিবাহ করে, এবং
৩৫ বাগ্‌দত্তা হয়। কিন্তু যাহারা সেই জগতের এবং পুন-
রুত্থানের অধিকারী হইতে যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছে,

৩৬ তাহারা বিবাহ করে না এবং বাগ্দত্তাও হয় না। আর তাহারা পুনর্ব্বার মরিতেও পারে না, কিন্তু উত্থিতির সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান এবং স্বর্গ দূতগণের
৩৭ তুল্য হয়। অধিকন্তু মৃতগণের পুনরুত্থান হইবে, ইহা মূসাও ঝোপের বৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়াছে, কেননা সে পরমেশ্বরকে 'ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর, ও
৩৮ যাকূবের ঈশ্বর' করিয়া বলে; আর ঈশ্বর যিনি তিনি মৃত লোকদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবৎ লোকদেরই ঈশ্বর, কেননা তাঁহার নিকটে সকলেই জীবৎ আছে।
৩৯ ইহা শুনিয়া কএক জন অধ্যাপক কহিল, হে উপদেশক,
৪০ আপনি বিলক্ষণ উত্তর দিলেন। তদবধি তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদের সাহস হইল না।
৪১ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, খ্রীষ্ট যিনি তিনি দায়ূদের সন্তান, এ কথা লোকেরা কেমন করিয়া বলে?
৪২ যেহেতুক দায়ূদ আপনি গীত পুস্তকে এই কথা কহি-
৪৩ য়াছে, যথা, "পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি "যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি,
৪৪ "তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস।" অতএব দায়ূদ যদি তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলে, তবে তিনি কি প্রকারে
৪৫ তাহার সন্তান হইতে পারেন? পরে তিনি তাবৎ লোক-
৪৬ দের কর্ণগোচরে আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, এবং হাটে বাজারে লোকদের নমস্কার ও ভজনালয়ে প্রধান স্থান এবং ভোজের সময়ে প্রধান আসন ভাল বাসে, এমন যে অধ্যাপকেরা, তাহাদের বিষয়ে সাবধান হও;
৪৭ তাহারা বিধবাদিগের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া ছলেতে দীর্ঘ প্রার্থনা করে, এই জন্যে ঘোরতর দণ্ড পাইবে।

---

২১ অধ্যায়।

১ পরে তিনি নিরীক্ষণ করিয়া ধনি লোকদিগকে আ-
২ পন২ দান ভাণ্ডারে রাখিতে দেখিলেন; এবং এক
দীনহীন বিধবাকেও সেই স্থানে দুই পাই রাখিতে
৩ দেখিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই দরিদ্র বিধবা সর্ব্বাপেক্ষা
৪ অধিক রাখিল; কেননা উহারা সকলে আপন২ প্রচুর
ধনের কিঞ্চিৎ২ ঈশ্বরোদ্দেশ্য দানের সহিত রাখিল,
কিন্তু এই দীনহীনা দিনপাতের জন্যে আপনার যে যৎ-
কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা সমুদয় রাখিল।

৫ অপর উত্তম প্রস্তরে ও উৎসৃষ্ট দ্রব্যেতে মন্দির
কেমন সুশোভিত হইয়াছে, এ কথা কেহ২ বলিলে তিনি
৬ কহিলেন, তোমরা এই যে সকল দেখিতেছ, ইহার এক
প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলি ভূমি-
৭ সাৎ হইবে, এমন সময় আসিতেছে। তখন তাহারা
জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো এ প্রকার ঘটনা কবে হই-
বে? আর যখন হইবে, তখন তাহার চিহ্ন বা কি?
৮ তাহাতে তিনি কহিলেন, সাবধান, কেহ তোমাদিগকে
না ভুলাউক; কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া
আসিবে, এবং 'আমি খ্রীষ্ট, ও সময় উপস্থিত,' এই কথা
৯ কহিবে; অতএব তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইও না। আর
যুদ্ধ এবং উপপ্লবের সংবাদ শুনিলে শঙ্কাকুল হইও না,
কেননা প্রথমে এই সকল ঘটনা আবশ্যক হয়, কিন্তু
আপাততো যুগান্ত হইবে না।

১০ তিনি আরও কহিলেন, তৎকালে জাতির বিপক্ষে জাতি
১১ ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং স্থানে২ মহাভূমি
কম্প ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে আর আকাশমণ্ডলে

১২ ভয়ঙ্কর ও মহাশ্চর্য্য লক্ষণ প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তোমাদিগকে তাড়না করিবে, এবং ভজনালয়ে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে; এবং আমার নামের নিমিত্তে তোমরা রাজা ও দেশাধ্যক্ষদের সম্মুখে আনীত
১৩ হইবা। আর সাক্ষ্যের জন্যে এই সকল তোমাদের
১৪ প্রতি ঘটিবে। অতএব কি উত্তর দিতে হইবে, তাহার
১৫ নিমিত্তে চিন্তা করিবা না, ইহা মনে স্থির করিও, কেননা আমি তোমাদিগকে এমত বাক্‌পটুতা ও জ্ঞান দিব, যে তোমাদের বিপক্ষেরা কোন উত্তর কি আপত্তি
১৬ করিতে পারিবে না। আর তোমরা পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ কর্তৃক শত্রু হস্তে সমর্পিত হইবা; তাহাতে তোমাদের কাহাকে২ তাহারা বধ করা-
১৭ ইবে। এবং তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের
১৮ ঘৃণাস্পদ হইবা। কিন্তু তোমাদের মস্তকের একটি কে-
১৯ শও নষ্ট হইবে না; অতএব আপনাদের সহিষ্ণুতাদ্বারা
২০ আপন২ প্রাণ রক্ষা কর। যখন তোমরা যিরূশালমকে সৈন্যসামন্ত দ্বারা বেষ্টিত দেখিবা, তখন তাহার উচ্ছিন্ন
২১ হইবার সময় যে সন্নিকট, ইহা জানিবা। তখন যিহূদা দেশস্থ লোকেরা পর্ব্বতে পলায়ন করুক, এবং যাহারা (নগরের) মধ্যে থাকে তাহারা তন্মধ্যহইতে পলায়ন করুক, এবং যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা নগরের
২২ মধ্যে প্রবেশ না করুক; কেননা (শাস্ত্রে) লিখিত তাবৎ কথার সাধনার্থে সমুচিত দণ্ড দেওনের ঐ সময়
২৩ হইবে। কিন্তু তৎকালে গর্ব্ভবতী ও স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের দুর্গতি হইবে, যেহেতুক এই দেশের প্রতি বিষম দুর্দ্দশা
২৪ এবং এই লোকদের প্রতি কোপ বর্ত্তিবে। তাহারা খড়্গধারে পতিত হইবে, এবং বন্দী হইয়া তাবজ্জাতীয়

লোকদের মধ্যে নীত হইবে; আর অন্যজাতীয়দের সময় সম্পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত যিরূশালম নগর অন্য-
২৫ জাতীয় লোকদের পদতলে দলিত হইবে। এবং সূর্য্যে ও চন্দ্রে ও নক্ষত্রগণেতে চিত্রাদি হইবে, এবং পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশীয়দের নৈরাশ্যযুক্ত ক্লেশ এবং সমুদ্রের ও তর-
২৬ ঙ্গের তর্জ্জন গর্জ্জন হইবে। এবং পৃথিবীতে যাহা২ ঘটিবে, তাহার আশঙ্কাতে ও অপেক্ষাতে মনুষ্যদের প্রাণ যাইবে; কেননা আকাশমণ্ডলের বাহিনী সকল
২৭ বিচলিত হইবে। আর তৎকালে তাহারা মেঘারূঢ় মনু-ষ্যপুত্রকে পরাক্রমে ও মহাতেজেতে আসিতে দেখিবে।
২৮ কিন্তু এ সকল ঘটনার উপক্রম হইলে তোমরা মুখ তুলিয়া ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি করিও; যেহেতুক তোমাদের মুক্তি সন্নিকট হইবে।

২৯ অপর তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন,
৩০ ডুম্বুরাদি বৃক্ষ সকল আলোচনা কর; তাহার নবীন পল্লব দেখিবামাত্র গ্রীষ্মকাল সন্নিকট হইতেছে, ইহা আপ-
৩১ নারা বুঝিতে পার; তদ্রূপ এই সকল ঘটনার উপক্রম
৩২ দেখিলে ঈশ্বরের রাজত্ব সন্নিকট, ইহাও জানিও। আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই বর্ত্তমান কা-লের লোকদের গত হওনের পূর্ব্বেই সে সকল ঘটিবে।
৩৩ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাপি আমার
৩৪ কথার লোপ কোন ক্রমে হইবে না। কিন্তু অপরিমিত ভোজন পানে এবং সাংসারিক চিন্তাতে তোমাদের মন মত্ত হইলে সেই দিন যেন অনপেক্ষিত সময়ে তোমা-দের প্রতি উপস্থিত না হয়, এই জন্যে আপনাদের
৩৫ বিষয়ে সাবধান থাক। কেননা সমুদয় পৃথিবীতে বাস-কারি তাবৎ লোকের প্রতি সে দিন ফাঁদের ন্যায় উপ-
৩৬ স্থিত হইবে। অতএব তোমরা যেন এই সকল ভাবি

ঘটনা উত্তীর্ণ হইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়া-
ইতে যোগ্য হও, এই নিমিত্তে নিরন্তর প্রার্থনা করিতে
জাগ্রৎ হইয়া থাক।

৩৭ তৎকালে তিনি দিবাতে মন্দিরে উপদেশ দিতেন,
পরে বহির্গমন করিয়া জৈতুন নামক পর্ব্বতে রাত্রি যা-
৩৮ পন করিতেন। আর লোক সকল প্রত্যূষে তাঁহার কথা
শ্রবণার্থে মন্দিরে তাঁহার নিকটে আসিত।

২২ অধ্যায়।

১ তৎকালে তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্বের সময় নিকটবর্ত্তী
২ ছিল, এবং প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা কি প্রকারে
তাঁহাকে বধ করিতে পারে, ইহার উপায় চেষ্টা করি-
৩ তেছিল, কিন্তু তাহারা লোকদিগকে ভয় করিত। তখন
দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে গণিত ঈষ্করিয়োতীয় নাম বিশিষ্ট
৪ যে যিহূদা, তাহাকে শয়তান আশ্রয় করিল। তাহাতে
সে গিয়া কি প্রকারে যীশুকে তাহাদের হস্তগত করি-
তে পারে, এই বিষয়ে প্রধান যাজকদের ও সেনা-
৫ পতিদের সহিত কথোপকথন করিল। তাহাতে তাহারা
৬ আনন্দিত হইয়া তাহাকে টাকা দিতে পণ করিলে, সে
তাহা স্বীকার করিয়া যাহাতে জনতার অগোচরে তাঁ-
হাকে তাহাদের হস্তগত করিতে পারে, এমন সুযোগ
অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

৭ অনন্তর তাড়ীশূন্য রুটীর দিন, অর্থাৎ যে দিনে নিস্তার-
পর্ব্বের মেষশাবককে বধ করিতে হইত, সেই দিন উপ-
৮ স্থিত হইলে যীশু পিতরকে ও যোহনকে প্রেরণ করিয়া
কহিলেন, তোমরা গিয়া আমাদের ভোজনের নিমিত্তে
৯ নিস্তারপর্ব্বের দ্রব্য আয়োজন কর। তাহাতে তাহারা
জিজ্ঞাসিল, কোথায় আয়োজন করিব? আপনকার ইচ্ছা

১০ কি? তখন তিনি কহিলেন, দেখ; নগরে প্রবেশ করিবা-
মাত্র জলের কলস বহন করে, এমত এক জনের সহিত
সাক্ষাৎ হইবে; সে যে বাটীতে প্রবেশ করিবে, তোম-
১১ রাও তাহার পশ্চাৎ যাইয়া তথায় প্রবেশ করিয়া বাটীর
কর্ত্তাকে বল, গুরু তোমাকে কহিতেছেন, আমি যে
স্থানে আপন শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ
১২ করিতে পারি, সে অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে সে
তোমাদিগকে সুসজ্জিত দ্বিতীয় তালার এক প্রশস্ত কুঠরী
দেখাইয়া দিবে; সেই স্থানে ভোজের আয়োজন কর।
১৩ তাহাতে তাহারা যাইয়া তাঁহার বাক্যানুসারে সমস্ত দে-
খিয়া তথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।

১৪ পরে সময় উপস্থিত হইলে যীশু দ্বাদশ প্রেরিতের
১৫ সহিত ভোজনে বসিয়া কহিলেন, আমার দুঃখভোগের
পূর্ব্বে তোমাদের সহিত এই নিস্তারপর্ব্বের ভোজে ভো-
১৬ জন করিতে আমি অত্যন্ত বাঞ্ছা করিলাম। কেননা
আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে যাবৎ
ইহা সিদ্ধ না হয়, তাবৎ ইহা আর ভোজন করিব না।
১৭ অপর তিনি পানপাত্র লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক
কহিলেন, ইহা গ্রহণ করিয়া আপনাদের মধ্যে বিভাগ
১৮ কর; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাবৎ ঈশ্ব-
রের রাজত্বের আগমন না হয়, তাবৎ আমি দ্রাক্ষা-
১৯ ফলের রস আর পান করিব না। পরে রুটী লইয়া
ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিয়া কহি-
লেন, ইহা তোমাদের নিমিত্তে সমর্পিত আমার শরীর
২০ স্বরূপ, আমার স্মরণার্থে ইহা ভোজন কর। অপর ভো-
জন সাঙ্গ হইলে তিনি তদ্রূপে পানপাত্র লইয়া কহি-
লেন, এই পানপাত্র তোমাদের নিমিত্তে পাতিত আমার
রক্ত দ্বারা স্থিরীকৃত নূতন নিয়ম স্বরূপ।

২১ কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে শত্রুহস্তগত করিবে তাহার হস্ত আমার সহিত এই মেজের উপরে আছে।
২২ আর যে প্রকার নিরূপিত আছে, তদনুসারে মনুষ্য-পুত্রের গতি হইবে, তাহা সত্য; কিন্তু যে ব্যক্তিদ্বারা
২৩ তিনি শত্রুহস্তগত হইবেন, তাহাকে ধিক্। তখন তাহাদের মধ্যে কোন্ জন এমন কর্ম্ম করিবে তাহা তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

২৪ আর তাহাদের মধ্যে কোন্ জন শ্রেষ্ঠ হইবার যোগ্য,
২৫ এই বিষয়েও তাহাদের বাদানুবাদ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অন্যজাতীয়দের রাজবর্গ প্রজাদের উপরে প্রভুত্ব করিয়া থাকে, এবং তাহাদের
২৬ শাসনকর্ত্তৃগণ ভূপালরূপে বিখ্যাত হয়। কিন্তু তোমরা তদ্রূপ করিও না; তোমাদের মধ্যে যে জন বড়, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক; এবং যে জন প্রধান, সে পরি-
২৭ চারকের সদৃশ হউক, ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তি আর পরিচারক, ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? যে ভোজনে বসিয়াছে, সে কি শ্রেষ্ঠ নহে? কিন্তু আমি পরিচারকের
২৮ ন্যায় তোমাদের মধ্যে আছি। আর তোমরা আমার পরীক্ষা সময়ে প্রথমাবধি আমার সঙ্গে রহিয়াছ, এই
২৯ জন্যে পিতা যেমন আমার নিমিত্তে এক রাজ্যের অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদের
৩০ জন্যে এই অধিকার নিরূপণ করি, যেন আমার রাজ্যে তোমরা আমার মেজে ভোজন পান কর, এবং সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার কর।

৩১ অপর প্রভু কহিলেন, হে শিমোন্২ দেখ, চালুনীতে যেমন ধান্যকে নাচায়, তদ্রূপ নাচাইবার জন্যে শয়-
৩২ তান তোমাদিগকে পাইতে চাহিয়াছে; কিন্তু তোমার বিশ্বাসের লোপ যেন না হয়, এই জন্যে আমি তোমার

নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছি; অতএব তোমার মনঃপরি-
বর্ত্তন হইলে তুমিও আপন ভ্রাতৃগণের মন স্থির কর।
৩৩ তখন সে কহিল, হে প্রভো, তোমার সঙ্গে আমি কারা-
গারে যাইতে এবং মৃত্যু ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি।
৩৪ তাহাতে তিনি কহিলেন, হে পিতর, তোমাকে কহি-
তেছি, অদ্য কুকুড়াডাকের পূর্ব্বে তুমি যে আমাকে চিন,
ইহা তিন বার অস্বীকার করিবা।

৩৫ অপর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি যখন থলী
ও ঝুলী ও পাদুকা ব্যতিরেকে তোমাদিগকে পাঠাইয়া-
ছিলাম, তখন তোমাদের কি কিছুর অভাব হইয়াছিল?
৩৬ তাহারা কহিল, কিছুরই নয়। তখন তিনি কহিলেন,
কিন্তু এখন যাহার থলী ও ঝুলী আছে, সে তাহা গ্রহণ
করুক; এবং যাহার খড়্গ নাই, সে আপন বস্ত্র বিক্রয়
৩৭ করিয়া খড়্গ ক্রয় করুক। কেননা আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, "তিনি অধর্ম্মাচারিদের সহিত গণিত হই-
"লেন," এই যে বচন লিখিত আছে, আমাতে তাহারও
সিদ্ধি হওয়া আবশ্যক; যেহেতুক আমার সম্বন্ধীয় তাবৎ
৩৮ বিষয় পরিণাম পাইবে। তখন তাহারা কহিল, হে প্রভো,
এই দেখ দুই খান খড়্গ আছে; তাহাতে তিনি কহি-
লেন, এই যথেষ্ট।

৩৯ পরে তিনি তথাহইতে বহির্গত হইয়া আপনার ব্যব-
হারানুসারে জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন; এবং তাঁহার
৪০ শিষ্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। সেই স্থানে
উপস্থিত হইলে পর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, পরী-
৪১ ক্ষাতে যেন না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা কর। পরে
তিনি এক ঢেলার পথ অন্তর করিয়া তাহাদের হইতে
পৃথক্ হইলেন, এবং হাঁটু পাতিয়া এই প্রার্থনা করি-
৪২ লেন, হে পিতঃ, আমার নিকটহইতে এই পান-

পাত্র দূর করিতে যেন তোমার অনুমতি হয়; কিন্তু আ-
৪৩ মার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। ঐ
সময়ে তাঁহাকে শক্তি দান করিতে স্বর্গহইতে এক দূত
৪৪ দর্শন দিল। পরে তিনি মর্ম্মভেদি দুঃখে মগ্ন হইয়া
আরও একাগ্ররূপে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে রক্তের
বড় ২ ফোঁটার ন্যায় তাঁহার ঘর্ম্ম ভূমিতে পড়িতে লা-
৪৫ গিল। অনন্তর তিনি প্রার্থনাহইতে উঠিয়া শিষ্যদের
নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে শোকের ভারে নিদ্রিত
৪৬ দেখিয়া কহিলেন, কেন নিদ্রা যাইতেছ? উঠ পরীক্ষাতে
যেন না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা কর।

৪৭ এই কথা কহিবার সময়ে জনতাকে দেখা গেল, এবং
দ্বাদশের মধ্যে গণিত যিহূদা নামক ব্যক্তি তাহাদের
অগ্রে চলিয়া যীশুকে চুম্বন করণার্থে তাঁহার নিকটে
৪৮ আইল। তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, হে যিহূদা,
৪৯ চুম্বনদ্বারা কি মনুষ্যপুত্রকে শত্রুহস্তগত করিতেছ? তখন
কি ২ ঘটিবে, তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিরা কহিল, হে
৫০ প্রভো, আমরা কি খড়্গাঘাত করিব? এবং তাহাদের
মধ্যে এক জন খড়্গাঘাতে মহাযাজকের এক দাসের
৫১ দক্ষিণ কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিল। কিন্তু যীশু উত্তর
করিলেন, এখন ক্ষান্ত হও; পরে সেই ব্যক্তির কর্ণ
৫২ স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিলেন। অনন্তর যীশু আপনার
নিকটবর্ত্তি প্রধান যাজকগণ ও মন্দিরের সেনাপতিবর্গ
ও প্রাচীন লোকদিগকে কহিলেন, খড়্গ ও যষ্টি লইয়া
৫৩ আমাকে কি চোর ধরিতে আইলা? আমি প্রতিদিন
মন্দিরে তোমাদের সঙ্গে থাকিলেও আমাকে ধরিতে
হস্ত বিস্তার করিলা না; কিন্তু এই তোমাদের সময় এবং
অন্ধকারের পরাক্রম।

৫৪ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মহাযাজকের বাটীতে

লইয়া গেল; এবং পিতর দূরে২ পশ্চাৎ গমন করিল।
৫৫ পরে লোকেরা প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অগ্নি জ্বালিয়া একত্র
৫৬ বসিলে পিতর তাহাদের মধ্যে বসিল। অগ্নির নিকটে বসিবার সময়ে এক দাসী তাহাকে দেখিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, এই ব্য-
৫৭ ক্তিও তাহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু সে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কহিল, হে নারি, আমি তাহাকে চিনি না।
৫৮ ক্ষণেক কাল বিলম্বে আর এক জন তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও তাহাদের এক জন। পিতর উত্তর করিল,
৫৯ হে মনুষ্য, আমি নহি। তাহার আড়াই দণ্ড পরে আর এক জন দৃঢ়রূপে বলিল, সত্য, এ ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে
৬০ ছিল, কেননা এ গালীলীয় লোক। তখন পিতর কহিল, হে মনুষ্য, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝি না। এই কথা কহিবার সময়ে অকস্মাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।
৬১ তখন প্রভু ফিরিয়া পিতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে কুকুড়াডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা, প্রভুর এই পূর্ব্ব কথা পিতরের স্মরণ হও-
৬২ য়াতে সে বাহিরে গিয়া মহা খেদে ক্রন্দন করিল।
৬৩ তখন যীশুর প্রহরি লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া
৬৪ প্রহার করিতে লাগিল। এবং তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া গালে চপেটাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমাকে চড়
৬৫ মারিল? ঈশ্বরীয় বাক্যদ্বারা তাহা বল। তদ্ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে আরও অনেক ২ নিন্দার কথা কহিতে লাগিল।
৬৬ অপর প্রভাত হইলে প্রধান যাজক ও অধ্যাপকবর্গ প্রভৃতি লোকদের প্রাচীনেরা একত্র হইয়া আপনাদের
৬৭ সভার মধ্যে তাঁহাকে আনিয়া কহিল, তুমি যদি অভিষিক্ত ত্রাতা হও, তবে তাহা আমাদিগকে বল। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তাহা বলিলেও তোমরা বিশ্বাস করিবা

৬৮ না। আর তোমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে
৬৯ আমাকে উত্তর দিবা না, এবং ছাড়িয়াও দিবা না। কিন্তু
ইহার পরে মনুষ্যপুত্র সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে
৭০ উপবিষ্ট হইবেন। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি
তুমি ঈশ্বরের পুত্র? তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা
৭১ তাহা বলিলা, কেননা আমি সেই বটি। তখন তাহারা
কহিল, তবে আর সাক্ষ্যেতে আমাদের কি প্রয়োজন?
ইহার নিজ মুখেতেই আমরা সাক্ষ্য পাইলাম।

২৩ অধ্যায়।

১ পরে তাহাদের সমস্ত জনতা উঠিয়া তাঁহাকে পীলা-
২ তের সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহার বিপক্ষে এই রূপ
অভিযোগ করিতে লাগিল, এই ব্যক্তি আপনাকে খ্রীষ্ট
(অর্থাৎ অভিষিক্ত) রাজা বলিয়া প্রজাগণের কুপ্রবৃত্তি
জন্মায়, এবং কৈসরকে রাজস্ব দিতে নিষেধ করে ইহার
৩ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তখন পীলাত তাঁহাকে জি-
জ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদীয়দের রাজা? তাহাতে
৪ তিনি উত্তর করিলেন, তুমি তাহা বলিলা। তখন পী-
লাত প্রধান যাজক প্রভৃতি লোকসমূহকে কহিল, আমি
৫ এই ব্যক্তির কোনই দোষ পাইলাম না। তাহারা আরও
শক্ত রূপে কহিল, এ ব্যক্তি গালীল্ অবধি এই স্থান
পর্য্যন্ত সমুদয় যিহূদাদেশে শিক্ষা দিতে২ লোকদের
৬ উপপ্লব জন্মায়। তখন পীলাত গালীল্ দেশের নাম
শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি কি গালীলীয় লোক?
৭ তাহাতে তিনি যে হেরোদ রাজার অধিকারস্থ লোক,
পীলাত ইহা অবগত হইয়া হেরোদের নিকটে তাঁহাকে
পাঠাইয়া দিল, কেননা সেই সময়ে হেরোদও যিরূ-
৮ শালমে উপস্থিত ছিল। যীশুকে দেখিয়া হেরোদ্ বড়
সন্তুষ্ট হইল, কেননা সে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা

শ্রবণ করাতে বহুকালাবধি তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছিল, এবং তাঁহার কোন চিত্রকর্ম্ম দেখিব, এমন
৯ আশা করিতে লাগিল। আর সে তাঁহাকে অনেক২ কথা জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তিনি তাহার কোন কথারই
১০ উত্তর দিলেন না। তখন প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকবর্গ একাগ্র মনে তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ করিতে২ তথায়
১১ দণ্ডায়মান ছিল। এবং হেরোদ ও তাহার সেনাগণ তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করিয়া বিদ্রূপভাবে রাজবস্ত্র পরিধান করাইয়া পুনর্ব্বার পীলাতের নিকটে পাঠাইয়া দিল।
১২ সেই দিনে হেরোদ ও পীলাতের পরস্পর বন্ধুতা জন্মিল; কেননা পূর্ব্বে তাহাদের পরস্পর বৈরিভাব ছিল।
১৩ পরে পীলাত প্রধান যাজকগণ ও শাসনকর্তৃগণ ও
১৪ লোকদিগকে একত্র ডাকিয়া কহিল, প্রজাগণের কুপ্রবৃত্তিজনক বলিয়া এই মানুষকে আমার নিকটে আনিয়াছ; কিন্তু দেখ, তোমাদের সাক্ষাতে ইহার বিচার করিলেও আমি তোমাদের উক্ত অভিযোগানুসারে ইহার কোন
১৫ দোষ পাই নাই; এবং হেরোদও পায় নাই, কেননা আমি তাহার নিকটে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম, আর দেখ, সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কর্ম্ম করে
১৬ নাই। অতএব আমি তাহাকে শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব।
১৭ ঐ পর্ব্বসময়ে তাহাদের ইষ্ট কোন এক জনকে ছাড়িয়া
১৮ দেওয়া তাহার আবশ্যক ছিল। এই হেতু তাহারা সকলে একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে বধ করিয়া আমা-
১৯ দের জন্যে বারব্বাকে মুক্ত কর। পূর্ব্বে নগরের মধ্যে উপপ্লব ও নরহত্যা হওয়া প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি কারাবদ্ধ
২০ হইয়াছিল। তখন পীলাত যীশুকে মুক্ত করিবার ইচ্ছাতে
২১ পুনর্ব্বার কিছু কথা কহিল। কিন্তু তাহারা 'উহাকে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও,' ইহা বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

২২ পরে সে তৃতীয় বার কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? আমি তাহার প্রাণদণ্ডের কিছুই দোষ পাই
২৩ না, অতএব শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তথাপি তাহারা আরও উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া তাঁহার ক্রুশীয় মৃত্যু প্রার্থনা করিলে তাহাদের ও প্রধান যাজকদের কলরব
২৪ জিতিল। তাহাতে পালাত তাহাদের প্রার্থনানুরূপ করিতে
২৫ অনুমতি দিল, অর্থাৎ উপপ্লব ও নরহত্যা প্রযুক্ত কারাবদ্ধ যে ব্যক্তিকে তাহারা চাহিল, তাহাকে মুক্ত করিল, কিন্তু যীশুকে তাহাদের ইচ্ছাতে সমর্পণ করিল।

২৬ পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে পল্লীগ্রামহইতে আগত শিমোন নামে .এক কুরীণীয় ব্যক্তিকে ধরিয়া যীশুর পশ্চাৎ বহনার্থে তাহার স্কন্ধে
২৭ ক্রুশ রাখিল। আর লোকদের ও স্ত্রীগণের মহাজনতা তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, এবং সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁহার
২৮ জন্যে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ওগো যিরূশালমের কন্যাগণ আমার নিমিত্তে রোদন করিও না, বরং আপনাদের এবং আপন ২ সন্তানদের নিমিত্তে রোদন
২৯ কর, কেননা দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রীলোকেরা যাহারা বন্ধ্যা, ও যাহাদের উদর কখনো প্রসব করে নাই, ও যাহা-
৩০ দের স্তন কখনো শিশুকে দুগ্ধ দেয় নাই। সেই সময়ে লোকেরা পর্ব্বতগণকে ডাকিয়া কহিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্ব্বতগণকে ডাকিয়া কহিবে, আমাদিগকে
৩১ ঢাকিয়া রাখ। যেহেতুক সতেজ বৃক্ষে যদি এমন ঘটে, তবে
৩২ শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটিবে? ঐ সময়ে তাহারা তাঁহার সঙ্গে বধ করণার্থে দুষ্কর্ম্মকারি আর দুই জনকে লইয়া গেল।

৩৩ অপর মাথাখুলী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারা

তাঁহাকে এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ দুষ্কর্ম্মকারিদের এক জনকে ও বাম পার্শ্বে অন্য জনকে ক্রুশে বদ্ধ
৩৪ করিল। তখন যীশু কহিলেন, হে পিতঃ, উহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি করিতেছে, তাহা জানে না। পরে তাহারা গুলিবাঁটদ্বারা তাঁহার বস্ত্র অংশ করিয়া লইল।
৩৫ সেই স্থানে যে লোকসমূহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহাদের সঙ্গে শাসনকর্ত্তারাও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অন্য২ লোককে রক্ষা করিত; এ যদি ঈশ্বরের মনোনীত অভিষিক্ত ত্রাতা হয়, তবে আপনা-
৩৬ কেও রক্ষা করুক। তদ্ভিন্ন সেনাগণ তাঁহাকে পরিহাস
৩৭ করিল, অর্থাৎ নিকটে গিয়া তাঁহাকে অম্লরস দিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যদি যিহূদীয়দের রাজা হও, তবে আপনাকে
৩৮ রক্ষা কর। এবং তাঁহার ঊর্দ্ধে গ্রীক ও রোমীয় ও ইব্রীয় অক্ষরে লিখিত ছিল, 'এ যিহূদীয়দের রাজা।'
৩৯ অপর ক্রুশে বদ্ধ সেই দুষ্কর্ম্মকারিদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি যদি অভিষিক্ত ত্রাতা
৪০ হও, তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর। কিন্তু অন্য জন তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি তোমার কি কিছু ভয় নাই? তুমিও সমান দণ্ডে
৪১ আছ। আর আমরা দণ্ডের যোগ্যপাত্র, নিজ কর্ম্মের সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি অনুপযুক্ত কিছুই
৪২ করেন নাই। পরে সে যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আ-
৪৩ পনি স্বরাজ্যে আইলে আমাকে স্মরণ করিবেন। তখন যীশু কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গারামে উপস্থিত হইবা।
৪৪ অপর দুই প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত সমুদয়
৪৫ দেশ তিমিরাবৃত হইল; এবং সূর্য্য অন্ধকারময় হইল, এবং
৪৬ মন্দিরের বিচ্ছেদবস্ত্র দুই খান হইয়া চিরিয়া গেল। পরে

যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, তোমারই হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করি, ইহা বলিয়া তিনি
৪৭ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তখন এই সকল ঘটনা দেখিয়া শতসেনাপতি ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিল, ইনি নি-
৪৮ তান্ত ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। এবং যত লোক এই সকলের দর্শনার্থে আসিয়াছিল, তাহারা ঐ সমস্ত ঘটনা
৪৯ দেখিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে২ ফিরিয়া গেল। এবং যীশুর জ্ঞাতি সকল এবং গালীল্ হইতে তাঁহার সঙ্গে আগত স্ত্রীলোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিল।
৫০ তখন যিহূদাদেশস্থ অরিমথিয়া নগরের যূষফ নামে
৫১ এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। সে মন্ত্রী ছিল, কিন্তু ভদ্র ও ধার্ম্মিক লোক হওয়াতে তাহাদের মন্ত্রণাতে ও ক্রিয়াতে সাহায্য করে নাই; আর সেও ঈশ্বরের রাজত্বের
৫২ অপেক্ষা করিত। সেই ব্যক্তি পীলাতের নিকটে গিয়া
৫৩ যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল; পরে তাহা নামাইয়া চাদরে বেষ্টন করিয়া, যাহাতে কখনো কোন দেহ রাখা যায় নাই, শৈলে খোদিত এমন এক কবর মধ্যে তাহা রা-
৫৪ খিল। সেই দিন আয়োজন দিন, এবং বিশ্রামবারের
৫৫ আরম্ভ সন্নিকট। আর যীশুর সহিত গালীল হইতে আগত স্ত্রীগণ পশ্চাৎ গিয়া সেই কবর স্থান, এবং কি
৫৬ প্রকারে তাঁহার দেহ রাখা যায়, তাহা দেখিল; পরে ফিরিয়া গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিল। কিন্তু বিশ্রামবারে বিধিমত বিশ্রাম করিল।

২৪ অধ্যায়।

১ পরে সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষে তাহারা প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া অন্য কতক স্ত্রীলোকের সহিত
২ কবর স্থানে গমন করিল। কিন্তু কবর দ্বার হইতে
৩ প্রস্তর খান সরাণ দেখিয়া তাহারা প্রবেশ করিয়া প্রভু

৪ যীশুর দেহ পাইল না। এই কারণ তাহারা ব্যাকুল হইতেছে, এমন সময়ে দেদীপ্যমান বস্ত্র পরিহিত দুই ৫ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া ভূমিতে অধোমুখে থাকিলে সেই দুই জন তাহাদিগকে কহিল, মৃতদের মধ্যে জীবনবিশিষ্টের অন্বেষণ কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই, উঠিয়াছেন। ৬ গালীলে থাকন সময়ে তিনি তোমাদিগকে যাহা কহিয়া- ৭ ছিলেন, তাহা অর্থাৎ প্যাপি লোকদের হস্তে সমর্পিত ও ক্রুশে হত হওয়া এবং তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করা ৮ মনুষ্যপুত্রের আবশ্যক, এই কথা স্মরণ কর; তখন তাঁহার সেই কথা তাহাদের মনে পড়িল।

৯ পরে তাহারা কবরহইতে প্রত্যাগমন করিয়া একাদশ ১০ শিষ্য প্রভৃতি তাবৎকে ঐ সকল জ্ঞাত করিল। মগদলীনী মরিয়ম ও যোহানা ও যাকূবের মাতা মরিয়ম্ ও আর২ সঙ্গি স্ত্রীলোক, ইহারা প্রেরিতদিগকে এই সং- ১১ বাদ দিল; কিন্তু তাহারা তাহাদের বাক্য গল্পমাত্র ১২ বোধ করিয়া প্রত্যয় করিল না। তথাপি পিতর উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়িয়া গেল; এবং হেঁট হইয়া ভূমিতে স্থিত বস্ত্রমাত্র দেখিল; তাহাতে কি ঘটিয়াছে, তাহা মনে আন্দোলন করিতে২ প্রস্থান করিল।

১৩ সেই দিবসে তাহাদের দুই জন যিরূশালমহইতে চারি ১৪ ক্রোশ দূরস্থ ইম্মায়ূনামক গ্রামে গমন করিতে২ ঐ সকল ঘটনার বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল। ১৫ তাহাদের কথোপকথন ও বিচার করণ কালে যীশু আপনি নিকটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিতে ১৬ লাগিলেন, কিন্তু তাহারা যেন তাঁহাকে চিনিতে না ১৭ পারে, এই নিমিত্তে তাহাদের দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা গমন করিতে২

বিষণ্ণ হইয়া যে সকল কথার বিচার করিতেছ, সে কি?
১৮ তাহাতে তাহাদের মধ্যে ক্লিয়পা নামে এক জন উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিল, কেবল তুমি কি যিরূশালমে
প্রবাস করিলেও, এই কএক দিনাবধি তাহার মধ্যে যাহা
১৯ ঘটিতেছে, তাহা জান না? তিনি জিজ্ঞাসিলেন, কি
ঘটনা? তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল, নাসরতীয় যীশু
নামক যে ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরের ও সমস্ত লোকদের সা-
ক্ষাতে বাক্যেতে ও ক্রিয়াতে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তাঁহার
২০ বিষয়ক ঘটনা, বিশেষতঃ আমাদের প্রধান যাজক ও
শাসনকর্তৃগণ কি রূপে প্রাণদণ্ডার্থে তাঁহাকে সমর্পণ
২১ করিয়া ক্রুশে হত করিয়াছে। কিন্তু যিনি ইস্রায়েলকে
উদ্ধার করিবেন, তিনিই ঐ ব্যক্তি, আমরা এমন আশা
করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, অদ্য তিন দিন ঐ
২২ ঘটনা হইল। অধিকন্তু আমাদের সঙ্গি কএক স্ত্রীলোক
আমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মাইল; কেননা তাহারা
২৩ প্রত্যূষে তাঁহার কবরে গিয়া তাঁহার দেহ না পাইয়া ফি-
রিয়া আসিয়া কহিল, স্বর্গদূতগণের দর্শন পাইয়াছি,
২৪ তাহারা বলে, তিনি জীবৎ আছেন। তাহাতে আমা-
দের সঙ্গিদের মধ্যে কেহ২ কবরস্থানে গমন করিয়া
সেই স্ত্রীলোকদের কথানুসারে সকলই দেখিল, কিন্তু
২৫ তাঁহার দর্শন পাইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, হে অবোধেরা এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণোক্ত তাবৎ
২৬ বাক্যে প্রত্যয় করণে শিথিলান্তঃকরণেরা, অভিষিক্ত ত্রা-
তার এই সমস্ত দুঃখভোগ করিয়া আপন বৈভব প্রাপ্ত
২৭ হওয়া কি আবশ্যক ছিল না? পরে তিনি মূসা প্রভৃতি
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ অবধি করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে আপনার বিষ-
২৮ য়ক কথার ভাব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। এই
রূপে গন্তব্য গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অগ্রে

২৯ যাইবার লক্ষণ দেখাইলেন। কিন্তু তাহারা সাধ্য সাধনা করিয়া কহিল, আমাদের সঙ্গে থাক, বেলা অবসান, প্রায় রাত্রি হইল; তাহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে থা-
৩০ কিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরে তাহাদের সহিত ভোজনে বসিবার সময়ে তিনি রুটী লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, ও তাহা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিলেন।
৩১ তখন তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে চিনিল; কিন্তু তিনি তাহাদের সাক্ষাৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাহারা পরস্পর কহিতে লা-
৩২ গিল, গমন সময়ে যখন তিনি আমাদের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন এবং শাস্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তঃকরণ কি জ্বলিল না?
৩৩ অনন্তর তাহারা সেই দণ্ডে উঠিয়া যিরূশালমে প্রত্যাগমন করিল; সে স্থানে একত্রীভূত একাদশ শিষ্যের ও
৩৪ সঙ্গিদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারাও বলিল, সত্য বটে, প্রভু উঠিয়াছেন, এবং শিমোনকে দর্শন দিয়া-
৩৫ ছেন। পরে সেই দুই জন পথের সমস্ত ঘটনার বিষয় এবং রুটী ভাঙ্গনের সময়ে কি প্রকারে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল।
৩৬ এই রূপে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, ইতোমধ্যে যীশু আপনি তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া,
৩৭ তোমাদের কল্যাণ হউক, এই কথা কহিলেন। কিন্তু তাহারা উদ্বিগ্ন ও ত্রাসযুক্ত হইয়া, ভূত দেখিতেছি, এমন
৩৮ অনুমান করিল। তখন তিনি কহিলেন, তোমরা কেন উদ্বিগ্ন হও? এবং তোমাদের মনে সন্দেহের উদয় হই-
৩৯ তেছে কেন? আমার হাত পা দেখ, এই আমি বটি; বরঞ্চ আমাকে স্পর্শ করিয়া নিরীক্ষণ কর; আমার
৪০ যেরূপ দেখিতেছ, ভূতের তদ্রূপ অস্থি মাংস নাই। ইহা

৪১ বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত পা দেখাইলেন। ইহাতে তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আনন্দ প্রযুক্ত তখনও প্রত্যয় না করিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
৪২ এ স্থানে তোমাদের কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহাতে
৪৩ তাঁহারা কিছ দগ্ধ মৎস্য ও মধুচাক দিলে তিনি তাহা
৪৪ লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন; আর কহিলেন, মূসার ব্যবস্থাতে ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে এবং গীতপুস্তকে আমার বিষয়ে যাহা২ লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এই যে কথা আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া কহিয়াছিলাম, তাহা এখন প্রত্যক্ষ
৪৫ হইল। পরে তাহারা যেন ধর্ম্মগ্রন্থ বুঝিতে পারে, এই
৪৬ নিমিত্তে তিনি তাহাদের বুদ্ধিদ্বার মুক্ত করিলেন, এবং কহিলেন, এই রূপ লিখিত আছে, এবং অভিষিক্ত ত্রাতার এই রূপ দুঃখভোগ ও তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য-
৪৭ হইতে পুনরুত্থান, এবং যিরূশালম অবধি করিয়া সর্ব্বজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার নামে মনঃপরিবর্ত্তনের ও পাপ-
৪৮ মোচনের ঘোষণা, এই সকল আবশ্যক। এবং তোমরা
৪৯ এ সকলের সাক্ষী আছ। আর দেখ, পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব; অতএব যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ্বহইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হও, তাবৎ যিরূশালম নগরে বসিয়া থাক।

৫০ পরে তিনি তাহাদিগকে বৈথনিয়া পর্য্যন্ত বাহিরে লইয়া
৫১ গিয়া আপন হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং আশীর্ব্বাদ করিতে২ তাহাদের হইতে পৃথক্ হইয়া স্বর্গে
৫২ নীত হইলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে ভজনা করিয়া
৫৩ মহানন্দে যিরূশালমে প্রত্যাগমন করিল; এবং নিরন্তর মন্দিরে থাকিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে লাগিল। (আমেন।)

যোহনলিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত
২ ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর। তিনি আদিতে ঈশ্ব-
৩ রের সহিত ছিলেন। তৎকর্তৃক সকল বস্তু সৃষ্ট হইল,
এবং তাবৎ সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে একটী বস্তুও তাহা ব্যতি-
৪ রেকে সৃষ্ট হয় নাই। তিনি জীবনের আকর, ও সেই
৫ জীবন মনুষ্যগণের দীপস্বরূপ। ঐ দীপ অন্ধকার মধ্যে
জ্বলে, কিন্তু অন্ধকার তাহাকে গ্রাহ্য করে নাই।

৬ ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত এক মনুষ্য ছিল, তাহার নাম
৭ যোহন। সে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে, অর্থাৎ তাহার দ্বারা
যেন সকলে বিশ্বাস করে, এই জন্যে ঐ দীপের বিষয়ে
৮ সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল। সে আপনি ঐ
দীপ ছিল না, কিন্তু ঐ দীপের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আ-
৯ সিয়াছিল। প্রকৃত দীপ অর্থাৎ যিনি তাবৎ মনুষ্যকে
১০ দীপ্তি প্রদান করেন, তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। তিনি
জগতের মধ্যে ছিলেন, এবং জগৎ তাহাকর্তৃক সৃষ্ট হই-
য়াছিল, তথাপি জগতের লোক তাহাকে জানিল না।
১১ তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু তাহার পরিজন
১২ তাহাকে গ্রাহ্য করিল না। তথাপি যত লোক তাহাকে
গ্রাহ্য করিল, তাহাদিগকে অর্থাৎ তাহার নামে বিশ্বাস-
কারিদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওনের ক্ষমতা দিলেন

১৩ আর তাহাদের জন্ম রক্তহইতে কিম্বা শারীরিক অভিলাষ-
হইতে কিম্বা মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে হইল এমন নয়, কিন্তু
ঈশ্বরহইতে হইল।

১৪ ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস
করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই
মহিমা পিতার নিকটহইতে আগত অদ্বিতীয় পুত্রের উপ-
যুক্ত, এবং (তিনি) অনুগ্রহে ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ।
১৫ যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া এই কথা ঘোষণা করিত,
আমার পরে যিনি আসিতেছেন তিনি আমার অগ্রগণ্য
হইলেন, যেহেতুক আমার পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন,
যাঁহার বিষয়ে আমি এই কথা কহিয়াছি ইনি সেই
১৬ ব্যক্তি। আর তাঁহার পূর্ণতাহইতে আমরা সকলে অনু-
১৭ গ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি। কেননা মূসাদ্বারা ব্য-
বস্থা দত্ত হইয়াছে, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যতা যীশু খ্রীষ্ট-
১৮ দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে
নাই, কিন্তু পিতার ক্রোড়ে স্থিত যে অদ্বিতীয় পুত্র, তিনি
তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯ আর যোহনের দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই। তুমি কে?
এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যে সময়ে যিহূদি লোকেরা
যাজকদিগকে ও লেবিদিগকে যিরূশালমহইতে তাহার
২০ কাছে পাঠাইল, তৎকালে সে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার
করিল, অর্থাৎ আমি অভিষিক্ত ত্রাতা নহি, ইহা স্বীকার
২১ করিল। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি কে? কি
এলিয়? সে কহিল, না। তবে তুমি কি সেই ভবিষ্যদ্বক্তা?
২২ সে উত্তর করিল, না। তখন তাহারা কহিল, তবে তুমি
কে? যাহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে কি
২৩ উত্তর দিব? তুমি আপনার বিষয়ে কি বল? সে কহিল,
যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা যেমন কহিয়াছিল, তদ্রূপ আমি

"প্রান্তরে এই বাক্যবাদি এক জনের রব, তোমরা পর-
২৪ "মেশ্বরের পথ সমান কর।" যাহারা প্রেরিত তাহারা
২৫ ফিরূশি লোক। তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,
তুমি যদি অভিষিক্ত ত্রাতা নহ, এবং এলিয় নহ, এবং
ঐ ভবিষ্যদ্বক্তাও নহ, তবে বাপ্তাইজ করাইতেছ কেন?
২৬ তাহাতে যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, আমি
জলে বাপ্তাইজ করাইতেছি, কিন্তু যাহাকে তোমরা
জান না, এমন এক জন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত
২৭ আছেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আমার পরে আ-
ইলেও আমার অগ্রগণ্য হইলেন; আমি তাঁহার পাদু-
২৮ কার বন্ধন খুলিতেও যোগ্য নহি। যর্দ্দন নদীর পারস্থ
বৈথবারাতে যে স্থানে যোহন বাপ্তাইজ করাইত, সেই
স্থানে এই সকল ঘটিল।

২৯ পরদিনে যোহন আপনার নিকটে যীশুকে আসিতে
দেখিয়া কহিল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক যে জগ-
৩০ তের পাপভার লইয়া যায়। আমার পরে যিনি আসি-
তেছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, যেহেতুক আ-
মার পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আমি
৩১ এ কথা কহিয়াছি, উনি সেই ব্যক্তি। আর আমি তাঁ-
হাকে চিনিলাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েল লোক-
দের নিকটে প্রকাশিত হন, এই নিমিত্তে আমি জলে
৩২ বাপ্তাইজ করাইতে আসিয়াছি। যোহন আরও সাক্ষ্য
দিয়া কহিল, আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গহইতে
৩৩ নামিয়া উহাঁর উপরে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। আর
আমি উহাঁকে চিনিলাম না; কিন্তু যিনি জলে বাপ্তা-
ইজ করাইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি এই
কথা কহিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি
করিতে দেখিবা, তিনিই পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করা-

৩৪ হইবেন। আর আমি তাহা দেখিয়াছি, এবং উনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহার সাক্ষী হইয়াছি।

৩৫ পরদিবসে যোহন পুনরায় দুই শিষ্যের সহিত একত্র
৩৬ দাঁড়াইয়া যীশুকে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, ঐ দেখ,
৩৭ ঈশ্বরের মেষশাবক। তাহার এই কথা শুনিয়া সেই দুই
৩৮ শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গমন করিল। তাহাতে যীশু ফিরিয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিসের তত্ত্ব করিতেছ? তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে রব্বি, অর্থাৎ হে গুরো, আপনি কোথায়
৩৯ থাকেন? তিনি কহিলেন, আসিয়া দেখ। তখন তাহারা সঙ্গে২ চলিয়া তাঁহার বাসস্থান দেখিল; আর তৎকালে তৃতীয় প্রহর বেলা গত হওয়াতে সে দিন তাঁহার সঙ্গে
৪০ থাকিল। এই যে দুই জন যোহনের বাক্য শুনিয়া যীশুর পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শিমোন্
৪১ পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় এক জন ছিল। সে গিয়া প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, আমরা মসীহকে, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে (অভিষিক্ত ত্রাতাকে)
৪২ পাইয়াছি। পরে সে তাহাকে যীশুর নিকটে আনিল, তখন যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তুমি যুনসের পুত্র শিমোন, কিন্তু তোমার নাম কৈফা, অর্থাৎ পিতর (প্রস্তর), হইবে।

৪৩ পরদিবসে যীশু গালীলেতে যাইবার মনস্থ করিলে ফিলিপের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিলেন, আমার
৪৪ পশ্চাদ্গামী হও। ঐ ফিলিপের বাসস্থান বৈৎসৈদা,
৪৫ এবং আন্দ্রিয় ও পিতরও সেই নগরের লোক। পরে ফিলিপ নিথনেলের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, মূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ শাস্ত্রে যাঁহার কথা লিখিয়াছে, তাঁহাকে আমরা পাইয়াছি; তিনি যবফের পুত্র নাস-

৪৬ রতীয় যীশু। নিথনেল্ তাহাকে কহিল, নাসরৎহইতে কি কোন উত্তমের উৎপত্তি হইতে পারে? তাহাতে
৪৭ ফিলিপ কহিল, আসিয়া দেখ। অপর যীশু আপনার নিকটে নিথনেলকে আসিতে দেখিয়া তাহার উদ্দেশে কহিলেন, ঐ দেখ, এক জন নিষ্কপট প্রকৃত ইস্রায়েল
৪৮ লোক। তাহাতে নিথনেল কহিল, আপনি আমাকে কি রূপে চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, ফিলিপের ডাকিবার পূর্ব্বে যে সময়ে তুমি ডুম্বুরবৃক্ষের
৪৯ তলে ছিলা, তখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম। নিথনেল কহিল, হে গুরো, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রা-
৫০ য়েলের রাজা। তাহাতে যীশু কহিলেন, ডুম্বুরবৃক্ষের তলে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, আমার এই কথা প্রযুক্ত কি বিশ্বাস করিলা? ইহাহইতেও মহৎ কর্ম্ম দেখিবা।
৫১ আরও কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইহার পরে তোমরা স্বর্গকে মুক্ত এবং ঈশ্বরের দূতগণকে মনুষ্যপুত্র দিয়া উঠিতে ও নামিতে দেখিবা।

২ অধ্যায়।

১ পরে তৃতীয় দিবসে গালীল্ প্রদেশীয় কান্না নামক স্থানে এক বিবাহ হইল, আর যীশুর মাতা সেই স্থানে
২ ছিল। এবং সেই বিবাহেতে যীশুর ও তাঁহার শিষ্য-
৩ গণেরও নিমন্ত্রণ হইল। পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যীশুর মাতা তাঁহাকে কহিল, ইহাদের দ্রাক্ষারস
৪ নাই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার সহিত তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনও
৫ উপস্থিত হয় নাই। তাহাতে তাঁহার মাতা পরিচারকদিগকে কহিল, ইনি তোমাদিগকে যাহা বলেন, তাহাই
৬ কর। সেই স্থানে যিহূদীয়দের শুচি করণ ব্যবহারানু-

সারে দুই তিন মোন জল ধরে, এমন ছয়টা প্রস্তরের
৭ জালা ছিল। অপর যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ
তাবৎ জালায় জল পূর্ণ কর; তাহাতে তাহারা প্রত্যেক
৮ জালা কানা পর্য্যন্ত জলেতে পরিপূর্ণ করিল। পরে তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, উহাহইতে কিছু তুলিয়া ভোজা-
ধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও; তাহাতে তাহারা লইয়া
৯ গেল। ইতিমধ্যে জল দ্রাক্ষারস হইয়া গেল, আর তাহা
কোথাহইতে আইল তাহা ভোজাধ্যক্ষ জানিতে পারিল
না; কিন্তু পরিচারকেরা জল তুলিয়াছিল, এই জন্যে
১০ তাহারা জ্ঞাত ছিল। অতএব সে যখন তাহার আস্বা-
দন করিল, তখন বরকে ডাকাইয়া কহিল, সকল লোক
প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস দেয়, এবং যথেষ্ট পান করিলে
পর তাহাহইতে কিছু মন্দ দেয়; কিন্তু তুমি উত্তম
১১ দ্রাক্ষারস এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ। এই রূপে যীশু গা-
লীল্ দেশস্থ কান্নাতে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার আরম্ভ করিয়া
নিজ মহিমা প্রকাশ করিলেন; তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা
তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

১২ পরে তিনি ও তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গ
কফরনাহূমে গমন করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বিস্তর দিন
থাকিলেন না।

১৩ তদনন্তর যিহূদীয়দের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট হওয়াতে
১৪ যীশু যিরূশালম্ নগরে গমন করিলেন। তাহাতে মন্দিরের
মধ্যে গো মেষ কপোত ব্যাপারিদিগকে এবং বণিক-
১৫ দিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া রজ্জুদ্বারা এক গাছা কশা নি-
র্ম্মাণ করিয়া তাবৎ গো মেষের সহিত তাহাদিগকে
১৬ মন্দিরহইতে বাহির করিয়া দিলেন। এবং বণিকদিগের
মুদ্রাদি ছড়াইয়া আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন,
এবং কপোতব্যাপারিদিগকে কহিলেন, এ স্থানহইতে এ

সকল লইয়া যাও; আমার পিতার গৃহকে বাণিজ্যের
১৭ গৃহ করিও না। তাহাতে "তোমার মন্দির নিমিত্তক
"উদ্‌যোগ আমাকে গ্রাস করে," এই কথা শাস্ত্রে লি-
খিত আছে, ইহা শিষ্যগণের স্মরণে হইল।

১৮ পরে যিহূদীয় লোকেরা যীশুকে কহিল, তুমি যে এই
মত কর্ম্মের ভার পাইয়াছ, ইহার কি চিহ্ন আমা-
১৯ দিগকে দেখাইতে পার? তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভগ্ন কর,
২০ আমি তিন দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিব। তখন
যিহূদীয়েরা বলিল, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ
বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে তাহা
২১ উঠাইবা? কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয়ে
২২ ঐ কথা কহিয়াছিলেন। আর তিনি যে ঐ কথা কহিয়া-
ছিলেন, তাহা মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহার উত্থান হইলে
পর তাঁহার শিষ্যদিগের স্মরণে হইল তাহাতে তাহারা
ধর্ম্মগ্রন্থে এবং যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস কহিল।

২৩ নিস্তারপর্ব্বের সময়ে তিনি যিরূশালমে উপস্থিত হইয়া
যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন, তাহা দেখিয়া অনেকে
২৪ তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল। কিন্তু যীশু আপনি তাহা-
দের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেন না, যেহেতুক
২৫ তিনি সকলকে জানিতেন। এবং মনুষ্যের বিষয়ে কা-
হারো প্রমাণ অপেক্ষা করিতেন না; কেননা মনুষ্যের
অন্তরে কি২ আছে, তাহা তিনি জানিতেন।

৩ অধ্যায়।

১ তৎকালে ফিরূশি লোকদের মধ্যে নীকদীমঃ নামে
২ এক ব্যক্তি ছিল, সে যিহূদীয়দের এক জন অধ্যক্ষ। সে
রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, হে গুরো,

আপনি যে ঈশ্বরহইতে আগত এক উপদেশক, ইহা আমরা জানি; কেননা আপনি যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন, তাহা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ করিতে
৩ পারে না। তখন যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, পুনরায় না জন্মিলে কোন
৪ মনুষ্যই ঈশ্বরের রাজ্য দর্শন করিতে পারে না। তাহাতে নীকদীমঃ তাঁহাকে কহিল, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি আর বার
৫ মাতার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে পারে? যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, জল এবং আত্মাহইতে যাহার জন্ম না হয়, সে ঈশ্বরের
৬ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যে জন্মে সে মাংসই; এবং আত্মা হইতে যে জন্মে, সে
৭ আত্মাই। তোমাদের পুনর্ব্বার জন্ম হওয়া আবশ্যক,
৮ আমার এই কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। বায়ু যে দিগে ইচ্ছা করে, সেই দিগে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু সে কোথাহইতে আইসে আর কোথাই বা যায়, তাহা কিছুই জান না; আত্মা হইতে
৯ জাত প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম তদ্রূপ। তখন নীকদীমঃ
১০ জিজ্ঞাসিল, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? যীশু উত্তর করিলেন, তুমি ইস্রায়েলের গুরু হইয়াও কি এ কথা
১১ জান না? সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, আমরা যাহা জানি তাহা বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহারই সাক্ষ্য দি; কিন্তু তোমরা আমাদের সাক্ষ্য
১২ গ্রাহ্য কর না। আমি এই জগতের কথা কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গের কথা কহিলে
১৩ কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবা? আর যিনি স্বর্গহইতে নামিয়াছেন, সেই স্বর্গবাসি মনুষ্যপুত্র বিনা আর কেহ

১৪ স্বর্গারোহণ করে নাই। এবং মূসা যেরূপ প্রান্তরে সর্প-
কে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছিল, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও উত্থাপিত
১৫ হইতে হইবে; যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন
১৬ বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর
জগতের প্রতি এমত প্রেম করিলেন, যে আপনার অদ্বি-
তীয় পুত্রকে দান করিলেন; যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি
১৭ প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়। ঈশ্বর
আপন পুত্রকে জগতের দণ্ড করিতে জগতে পাঠাইলেন,
তাহা নয়; কিন্তু তাঁহাদ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়,
১৮ এই নিমিত্তে। আর যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে
দণ্ডের পাত্র হয় না; কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে, সে
এখনি দণ্ডের পাত্র আছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়
১৯ পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। আর দণ্ডের কারণ এই,
যে জগতের মধ্যে দীপ্তি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যেরা
দীপ্তিহইতে অন্ধকারকে ভাল বাসে, কেননা তাহাদের
২০ কর্ম্ম মন্দ। যে জন কুক্রিয়া করে, সে দীপ্তি ঘৃণা করে,
এবং পাছে তাহার আচার ব্যবহার দূষিত হয়, এই ভয়ে
২১ দীপ্তির নিকটে আইসে না। কিন্তু যে জন সত্যতাচরণ
করে, তাহার কর্ম্ম সকল যেন ঈশ্বরকৃত কর্ম্মরূপে প্র-
কাশ পায়, এই জন্যে সে দীপ্তির নিকটে আইসে।

২২ তদনন্তর যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যিহূদাদেশে আই-
লেন, এবং তিনি তাহাদের সহিত সে স্থানে থাকিয়া
২৩ বাপ্তাইজ করাইতে লাগিলেন। এবং যোহনও শালীমের
নিকটবর্ত্তি ঐনন নামক স্থানে বাপ্তাইজ করাইত, কারণ
সেই স্থানে অনেক জল ছিল; তাহাতে লোকেরা আ-
২৪ সিয়া বাপ্তাইজিত হইত। তৎকালে যোহন কারাগারে
২৫ বদ্ধ হয় নাই। অপর যোহনের কএক জন শিষ্যেতে
এবং যিহূদীয় লোকেতে শৌচ ক্রিয়ার বিষয়ে পরস্পর

২৬ বাদানুবাদ হইল। পরে তাহারা যোহনের নিকটে যা-
ইয়া কহিল, 'হে গুরো, যিনি যর্দ্দন্ নদীর পারে আ-
পনকার সহিত ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য
দিয়াছেন, দেখুন, তিনি বাপ্তাইজ করাইতেছেন, এবং
২৭ সকলে তাঁহারই নিকটে যাইতেছে। তখন যোহন উত্তর
করিয়া কহিল, স্বর্গহইতে যাহাকে যাহা দত্ত হয়, তাহা
২৮ বিনা সে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। আমি
অভিষিক্ত ত্রাতা নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত হই-
য়াছি, এই কথা যে কহিয়াছি, ইহাতে তোমরা আপ-
২৯ নারা আমার সাক্ষী আছ। যে ব্যক্তি কন্যাকে পায়
সেই বর, কিন্তু বরের যে মিত্র তাহার নিকটে দাঁ-
ড়াইয়া তাহার রব শুনে, সে বরের রবে অতিশয়
৩০ আহ্লাদিত হয় আমারও সেই আনন্দ সিদ্ধ হইল। তাঁ-
হাকে বৃদ্ধি পাইতে হয়, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাই-
৩১ তে হয়। যিনি ঊর্দ্ধ্বহইতে আসিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব-
প্রধান; যে জন পৃথিবীহইতে উৎপন্ন, সে পার্থিব এবং
পার্থিবের মত কথা কহে; যিনি স্বর্গহইতে আসিয়া-
৩২ ছেন, তিনিই সর্ব্বপ্রধান। আর তিনি যাহা দেখিয়া-
ছেন এবং শুনিয়াছেন, তাহারই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন,
৩৩ তথাপি কেহ তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে না। যে জন
তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে, ঈশ্বর যে সত্যবাদী, ইহাতে
৩৪ সে মুদ্রাঙ্ক দেয়। ঈশ্বর যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি
ঈশ্বরের বাক্য কহেন, যেহেতুক ঈশ্বর তাঁহাকে অপ-
৩৫ রিমিত রূপে আত্মা দিয়াছেন। পিতা পুত্রকে প্রেম
করেন, এবং তাঁহার হস্তে তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া-
৩৬ ছেন। যে কেহ পুত্রেতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন
পায়; যে কেহ পুত্রকে না মানে, সে জীবনের দর্শন
পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে থাকে।

৪ অধ্যায়।

১ যীশু আপনি বাপ্তাইজ করাইতেন না, কেবল তাঁ-
২ হার শিষ্যগণ করাইত; কিন্তু যোহন্‌হইতে যীশু অধিক
শিষ্য করেন এবং বাপ্তাইজ করান, এমন সংবাদ ফি-
৩ রূশিরা পাইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া প্রভু যিহূদা দেশ
৪ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গালীলেতে গমন করিলেন। তা-
হাতে শোমিরোণ দেশের মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে
হইলে তিনি শোমিরোণ দেশের শুখর নগরে আই-
৫ লেন। যাকূব্ আপন পুত্র যূষফকে যে ভূমি দান করি-
য়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী সেই নগর; আর সেই
৬ স্থানে যাকুবের কূপ ছিল। যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে হঠাৎ
ঐ কূপের পার্শ্বে বসিলেন। তৎকালে প্রায় দুই প্রহর
৭ বেলা হইয়াছিল। অনন্তর এক শোমিরোণীয়া স্ত্রী জল
তুলিতে আইল; যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে
৮ কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। কেননা তাঁহার শি-
ষ্যেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে নগরে গিয়াছিল।
৯ তাহাতে সেই শোমিরোণীয়া স্ত্রী কহিল, আমি শোমি-
রোণীয়া স্ত্রী, তুমি যিহূদী; কেমন করিয়া আমার স্থানে
জল পান করিতে চাহিতেছ? কেননা শোমিরোণীয়দের
১০ সহিত যিহূদি লোকদের ব্যবহার নাই। যীশু উত্তর
করিয়া তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের দান কি, আর আ-
মাকে জল পান করিতে দেও, এই কথা বা কে তো-
মাকে কহিতেছেন, তাহা যদি জানিতা, তবে তুমি তাঁ-
হার নিকটে যাচ্ঞা করিতা, এবং তিনি তোমাকে অমৃত
১১ জল দিতেন। তখন সেই স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়, এই
কূপ গভীর, আর আপনার কাছে জল তুলিবার জন্যে
কিছু নাই; অতএব ঐ অমৃত জল কোথাহইতে পাই-

১২ বেন? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যাকূবহইতে কি আপনি বড়? তিনি আমাদিগকে এই কূপ দিয়াছেন, এবং তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ ও গোমেষাদি সকলে এই কূপের জল
১৩ পান করিত। যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে কেহ এই জল পান করে, সে পুনর্ব্বার তৃষ্ণার্ত্ত হইবে;
১৪ কিন্তু যে কেহ আমার দত্ত জল পান করে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না; আমি তাহাকে যে জল দিব, সে তাহার অন্তরে অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উৎপ্লবমান
১৫ জলের উনুইস্বরূপ হইবে। তখন সে স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়, তবে আমার পিপাসা যেন আর না হয়, এবং জল তুলিবার জন্যে যেন এখানে আর আসিতে না হয়,
১৬ এই নিমিত্তে আমাকে সেই জল দিউন। যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তোমার স্বামিকে ডাকিয়া এখানে আ-
১৭ ইস। সে স্ত্রী উত্তর করিল, আমার স্বামী নাই। যীশু
১৮ তাহাকে কহিলেন, আমার স্বামী নাই, এ কথা ভাল বলিলা; কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছে, আর এখন যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়, এ কথা সত্য
১৯ কহিলা। তখন ঐ স্ত্রী কহিল, হে মহাশয়, আমি দেখি-
২০ তেছি, আপনি এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই পর্ব্বতে ভজনা করিত, কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যে স্থানে ভজনা করা উচিত সেই স্থান যিরূশা-
২১ লমে আছে। যীশু কহিলেন, হে নারি, আমার কথায় বিশ্বাস কর; যে সময়ে তোমরা পিতার ভজনা এই পর্ব্বতেও করিবা না, যিরূশালমেও করিবা না, এমন
২২ সময় আসিতেছে। তোমরা কাহার ভজনা কর, তাহা জান না; কিন্তু আমরা কাহার ভজনা করি, তাহা জানি, যেহেতুক যিহূদীয় লোকদের মধ্যহইতেই পরিত্রাণ উৎ-
২৩ পন্ন হয়। কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরঞ্চ এখন

উপস্থিত হইল, যে সময়ে প্রকৃত ভক্তেরা আত্মাতে ও সত্যতাতে পিতার ভজনা করিবে, কেননা পিতা এতদ্রূপ
২৪ ভক্তদিগকেই চেষ্টা করেন। ঈশ্বর আত্মাই; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদের উচিত যেন আত্মাতে ও
২৫ সত্যতাতে তাঁহার ভজনা করে। তখন সে স্ত্রী কহিল, মশীহ্ অর্থাৎ খ্রীষ্ট নামে বিখ্যাত ব্যক্তি আসিবেন, তাহা আমি জানি। তিনি যখন আসিবেন, তখন আমাদিগকে সকল
২৬ কথা জ্ঞাত করিবেন। যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার সহিত কথা কহিতেছি যে আমি, আমিই সেই ব্যক্তি।

২৭ ইতোমধ্যে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার কথোপকথনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, তত্রাপি আপনি কি চাহেন? কিম্বা কি জন্যে উহার সহিত কথা-
২৮ বার্ত্তা কহেন? ইহা কেহই জিজ্ঞাসা করিল না। পরে সে স্ত্রী কলসী রাখিয়া নগরের মধ্যে গিয়া লোকদিগকে
২৯ কহিল, আমি যে কিছু করিয়াছি, তাহা সকলি আমাকে কহিলেন, এমন এক মনুষ্যকে আসিয়া দেখ; বোধ
৩০ হয় তিনি খ্রীষ্ট। তাহাতে তাহারা নগরহইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আইল।

৩১ ইত্যবসরে শিষ্যেরা বিনতি পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল,
৩২ হে গুরো, আহার করুন। তাহাতে তিনি কহিলেন, যাহা তোমাদের জ্ঞাতসার নহে, ভোজনার্থে আমার
৩৩ এমন ভক্ষ্য আছে। তখন শিষ্যেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, ইহাঁকে কি কেহ কিছু ভক্ষ্য আনিয়া দিয়াছে?
৩৪ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রেরণকর্ত্তার অভিমত সিদ্ধ করা এবং তাঁহারই কর্ম্ম সম্পন্ন করা, এই
৩৫ আমার আহার। আর চারি মাস হইলে শস্য কাটনের সময় উপস্থিত হইবে, এই কথা কি তোমরা বল না? কিন্তু দেখ, আমি বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের

প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সে এখনি কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ
৩৬ হইয়াছে। আর যে কাটে সে বেতন পায়, এবং অনন্ত
জীবনার্থে শস্য সংগ্রহ করে; তাহাতে বীজবাপক ও
৩৭ শস্যচ্ছেদক একত্র আনন্দ করিবে। এবং এক জন বপন
করে, আর এক জন ছেদন করে, এই সত্য বচন ইহার
৩৮ প্রতি খাটে। তোমরা যাহাতে পরিশ্রম কর নাই, এমন
শস্য কাটিতে আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি;
অন্যেরা পরিশ্রম করিয়াছে, এবং তোমরা তাহাদের
ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছ।

৩৯ অপর সেই নগর নিবাসি অনেক শোমিরোণীয় লোক
ঐ স্ত্রীর সাক্ষ্য প্রযুক্ত, অর্থাৎ আমি যে কিছু করিয়াছি,
তাহা সকলি তিনি আমাকে কহিলেন, তাহার এই বাক্য
৪০ প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল। সেই শোমিরোণীয় লোকেরা
তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাদের কাছে কিছু
দিন থাকিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; অতএব তিনি দুই
৪১ দিবস সে স্থানে থাকিলেন। তাহাতে তাঁহার উপদেশ
৪২ প্রযুক্ত আর২ অনেক লোক বিশ্বাস করিল। আর তা-
হারা সে স্ত্রীলোককে কহিল, আমরা এখনও তোমার
কথা প্রযুক্ত বিশ্বাস করিতেছি তাহা নহে, কিন্তু তিনি
যে নিতান্ত জগতের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট, ইহা তাঁহার নিজ
কথা শুনিয়া আপনারা বুঝিলাম।

৪৩ ঐ দুই দিবসের পর তিনি তথাহইতে প্রস্থান করিয়া
৪৪ গালীলেতে গমন করিলেন। আর কোন ভবিষ্যদ্বক্তা আ-
পনার দেশে সম্ভ্রম পায় না, যীশু আপনি এমন প্রমাণ
৪৫ দিয়াছিলেন; তথাপি যখন তিনি গালীলেতে আইলেন,
তখন গালীলীয় লোকেরা পর্ব্বসময়ে যিরূশালমে কৃত
তাঁহার যে সকল ক্রিয়া দেখিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাঁহাকে
গ্রাহ্য করিল; কেননা তাহারাও সেই পর্ব্বে গিয়াছিল।

৪৬ পরে যীশু গালীলের যে কান্না নগরে জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। ঐ সময়ে কফরনাহূম নগরে কোন রাজপুরুষের
৪৭ পুত্র রোগগ্রস্ত ছিল। সে যিহূদা দেশহইতে গালীলেতে যীশুর আগমনের সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকটে যাত্রা করিয়া আপনি আসিয়া, আমার পুত্রকে সুস্থ করুন,
৪৮ এমন প্রার্থনা করিল. কেননা সে মৃতকল্প ছিল। তখন যীশু কহিলেন, আশ্চর্য্য কর্ম্ম এবং অদ্ভুত চিহ্ন না দে-
৪৯ খিলে তোমরা বিশ্বাস করিবা না। তাহাতে ঐ রাজপুরুষ কহিল, হে মহাশয়, আমার পুত্র না মরিতে২
৫০ আইসুন। যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচিল। তখন সে যীশুর উক্ত ঐ কথাতে বিশ্বাস
৫১ করিয়া প্রস্থান করিল। পথের মধ্যে তাহার দাসেরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাহাকে এই
৫২ সংবাদ দিল, তোমার পুত্র বাঁচিল। তখন সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ সময়ে তাহার উপশম হইল? তাহারা বলিল, কল্য দুই প্রহর আড়াই দণ্ডের
৫৩ সময়ে তাহার জ্বর ত্যাগ হইল। তখন যীশু যে দণ্ডে কহিয়াছিলেন, তোমার পুত্র বাঁচিল, সে সেই দণ্ড, ইহা
৫৪ পিতা বুঝিল, এবং সপরিবারে বিশ্বাস করিল। যিহূদা দেশহইতে গালীলেতে আসিয়া যীশু এই দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন।

৫ অধ্যায়।

১ ঐ ঘটনার পরে যিহূদীয়দের পর্ব্ব উপস্থিত হইলে
২ যীশু যিরূশালমে গেলেন। যিরূশালম নগরের মেষদ্বারের নিকটে ইব্রীয় ভাষাতে বৈথেস্‌দা নামে এক
৩ পুষ্করিণী আছে, তাহার পাঁচ ঘাট। সেই সকলেতে অন্ধ

ও খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গ প্রভৃতি অনেক রোগ লোক জল-
৪ কম্পনের অপেক্ষাতে পড়িয়া থাকিত। কেননা বিশেষ সময়ে ঐ সরোবরে এক স্বর্গদূত নামিয়া জলকম্পন করিত; সেই জলকম্পনের পরে যে কেহ প্রথমে জলে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, তাহাহইতে সে
৫ মুক্তি পাইত। তৎকালে আটত্রিশ বৎসরাবধি রোগগ্রস্ত
৬ এক জন সেই স্থানে ছিল। যীশু তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ও বহুকালের রোগা জানিয়া কহিলেন,
৭ তুমি কি সুস্থ হইতে চাহ? সে রোগী উত্তর করিল, হে মহাশয়, যখন জল কম্পিত হয়, তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া দেয়, আমার এমন কোন লোক নাই; এবং আমি যাইতে২ আর কোন জন গিয়া অগ্রে
৮ নামে। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন উঠ, তোমার
৯ শয্যা তুলিয়া লইয়া চল। তাহাতে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া আপনার শয্যা তুলিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু
১০ সে দিন বিশ্রামবার। অতএব যিহূদীয়েরা সেই আরোগ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কহিল, অদ্য বিশ্রামবার, শয্যা বহন করা
১১ তোমার কর্ত্তব্য নয়। সে উত্তর করিল, যিনি আমাকে সুস্থ করিলেন, তিনিই আমাকে কহিলেন, তোমার শয্যা
১২ তুলিয়া লইয়া চল। তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া চল, এমন আজ্ঞা
১৩ যে ব্যক্তি তোমাকে দিল সে কে? কিন্তু সে কে, তাহা সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানিল না, কারণ সে স্থানে জনতা হওয়াতে যীশু স্থানান্তরে গিয়াছিলেন।

১৪ অপর যীশু মন্দিরে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিলেন, দেখ, এখন সুস্থ হইলা; যেন অধিক দুর্দ্দশা
১৫ না ঘটে, এই জন্যে আর পাপ করিও না। তাহাতে সে ব্যক্তি গিয়া যিহূদীয়দিগকে কহিল, যিনি আমাকে

১৬ সুস্থ করিয়াছেন, তিনি যীশু। অতএব বিশ্রামবারে যীশুর এই কর্ম্ম করাতে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে তাড়না
১৭ করিয়া বধ করিতে চেষ্টা করিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেছেন,
১৮ এবং আমিও করিতেছি। তৎপ্রযুক্ত যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা পাইল; যেহেতুক তিনি বিশ্রামবারকে অমান্য করিলেন, কেবল তাহা নয়, অধিকন্তু ঈশ্বরকে আপন পিতা বলিয়া আপনাকেও ঈশ্বরের
১৯ তুল্য করিলেন। অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তদ্ব্যতিরেকে পুত্র আপনাহইতে কিছুই করিতে পারেন না; কেননা পিতা যাহা
২০ করেন, তদ্রূপ পুত্রও তাহাই করেন। পুত্রের প্রতি পিতার প্রেম আছে, এবং তিনি যাহা২ করেন, তাহা সকলি পুত্রকে দেখান; আর যেন তোমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়, এই জন্যে ইহাহইতেও মহৎকর্ম্ম তাঁহাকে
২১ দেখাইবেন। ফলতঃ পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠাইয়া সজীব করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাকে২ ইচ্ছা করেন,
২২ তাহাকে২ সজীব করেন। আর পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু তাবৎ বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পণ
২৩ করিয়াছেন। অতএব পিতাকে যেমন সম্ভ্রম করে, পুত্রকেও তদ্রূপ সম্ভ্রম করা সকলের উচিত; যে জন পুত্রকে অসম্ভ্রম করে, সে তাঁহার প্রেরক পিতাকে অসম্ভ্রম
২৪ করে। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে ব্যক্তি আমার কথা শুনিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ
২৫ হইয়াছে। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি.

যে সময়ে মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে তাহারা জীবিত হইবে, এমন সময় ২৬ আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত হইল। কেননা পিতা যেমন স্বয়ংজীবী, তেমনি পুত্রকেও স্বয়ংজীবী হইতে ২৭ অধিকার দিয়াছেন। এবং তিনি মনুষ্যপুত্র, এই কারণ ২৮ বিচার করিবার ক্ষমতাও তাঁহাকে দিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না; কেননা এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, ২৯ এবং সদাচারিগণ জীবনযুক্ত পুনরুত্থানের নিমিত্তে, ও দুরাচারিগণ দণ্ডযুক্ত পুনরুত্থানের নিমিত্তে বাহিরে আ-৩০ সিবে। আমি আপনাহইতে কিছু করিতে পারি না; যেমন শুনি তেমন বিচার করি, আর আমার বিচার যথার্থ, কেননা আমি আপনার ইষ্ট চেষ্টা না করিয়া প্রেরণকর্ত্তা পিতার ইষ্ট চেষ্টা করি।

৩১ আমি যদি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দি, তবে ৩২ সে সাক্ষ্য যথার্থ নয়। আমার বিষয়ে আর এক জন সাক্ষ্য দিতেছেন; এবং আমার বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য ৩৩ যে যথার্থ, ইহা আমি জানি। তোমরা যোহনের নিকটে লোক প্রেরণ করিলে সে সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া-৩৪ ছিল। আমি মনুষ্যহইতে সাক্ষ্যের অপেক্ষা করি এমন নয়; তথাচ তোমরা যেন পরিত্রাণ পাও, তন্নিমিত্তে এ ৩৫ কথা কহিতেছি। যোহন উজ্জ্বল ও তেজস্কর দীপস্বরূপ ছিল, এবং তোমরা তাহার দীপ্তিতে ক্ষণেক হর্ষ করিতে ৩৬ সম্মত ছিলা। কিন্তু যোহনের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে; ফলতঃ পিতা আমাকে যে২ কর্ম্ম সম্পন্ন করণের ভার দিয়াছেন, অর্থাৎ যে২ কর্ম্ম আমি করিতেছি, তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে, ৩৭ যে আমি পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। আর যিনি আ-

মাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পিতা আপনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার রব তোমরা কখন
৩৮ শুন নাই, তাঁহার রূপও দেখ নাই; এবং তাঁহার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় নাই; যেহেতুক তিনি যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর
৩৯ না। ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা কর, যেহেতুক তাহাদ্বারা তোমরা অনন্ত জীবন পাইবা, এমন বোধ করিয়া থাক; আর
৪০ সেই ধর্ম্মপুস্তক আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্তে আমার নিকটে আ-
৪১ সিতে চাহ না। আমি মনুষ্যদের হইতে প্রশংসার
৪২ অপেক্ষা করি না। কিন্তু তোমাদিগকে জানি, তোমাদের
৪৩ অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম নাই। আমি আপন পিতার নামে আসিয়াছি, তথাপি আমাকে গ্রাহ্য কর না; অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে, তবে তাহাকে গ্রাহ্য
৪৪ করিবা। অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নিকটে প্রশংসার চেষ্টা না করিয়া পরস্পর প্রশংসার অপেক্ষা করিতেছ যে তো-
৪৫ মরা, তোমরা কি রূপে বিশ্বাস করিতে পার? পিতার নিকটে আমি তোমাদের নামে অভিযোগ করিব, ইহা ভাবিও না; তোমাদের প্রত্যাশার ভূমি যে মূসা, সেই
৪৬ তোমাদের নামে অভিযোগ করে। তোমরা যদি মূসাকে বিশ্বাস করিতা, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতা, যেহেতুক
৪৭ সে আমারই বিষয়ে লিখিয়াছে। কিন্তু তাহার লিখনে যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার বাক্যে কি প্রকারে বিশ্বাস করিবা?

৬ অধ্যায়।

১ ঐ ঘটনার পরে যীশু গালীলস্থ তিবিরিয়া নামক
২ সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। তাহাতে রোগি লোকদের

জন্যে তিনি যে২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, তাহা দে-
৩ খিয়া অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ গেল। পরে যীশু
পর্ব্বতারোহণ করিয়া আপন শিষ্যদের সহিত সে স্থানে
৪ বসিলেন। তখন নিস্তারপর্ব্ব নামে যিহূদীয়দের এক
৫ পর্ব্ব সন্নিকট ছিল। অতএব যীশু চক্ষু তুলিয়া অনেক২
লোককে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া ফিলিপকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের আহারার্থে আমরা কো-
৬ থায় রুটী ক্রয় করিতে পাইব? এ কথা তিনি তাহার
পরীক্ষার নিমিত্তে কহিলেন; কিন্তু কি করিবেন, তাহা
৭ আপনি জানিলেন। ফিলিপ উত্তর করিল, ইহাদের এক২
জনকে অল্প২ দিবার নিমিত্তে দুই শত সিকির রুটীতেও
৮ কুলাইবে না। পরে তাঁহার শিষ্যদের এক জন অর্থাৎ
৯ শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় তাঁহাকে কহিল, এ
স্থানে এক বালক আছে, তাহার নিকটে পাঁচটা যবের
রুটী এবং দুইটি ক্ষুদ্র মৎস্য আছে; কিন্তু এত লো-
১০ কের মধ্যে তাহাতে কি হইবে? পরে যীশু কহিলেন,
লোকদিগকে বসাইয়া দেও। সে স্থানে অনেক ঘাস
ছিল, তাহাতে ন্যূনাতিরেক পাঁচ সহস্র পুরুষ ভূমিতে
১১ বসিল। পরে যীশু সেই রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ
পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে দিলেন; এবং শিষ্যেরা সেই উপ-
বিষ্ট লোকদিগকে দিল, এবং ঐ দুই মৎস্যহইতেও
১২ সকলকে যথেষ্ট দিল। অপর তাহারা তৃপ্ত হইলে তিনি
আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ইহার কিছু অপচয় যেন
না হয়, এই নিমিত্তে অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সকল একত্র
১৩ কর। তাহাতে আহারকারি লোকেরা ঐ পাঁচ যবের
রুটীর যে গুঁড়াগাড়া অবশিষ্ট রাখিয়াছিল, তাহারা তাহা
১৪ একত্র করিয়া বারো ডালি পূর্ণ করিল। তখন যীশুর
এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া লোকেরা বলিতে লাগিল,

জগতে যাঁহার আগমন হইবে, ইনি অবশ্য সেই ভবি-
১৫ ষ্যদ্বক্তা। অতএব তাহারা আসিয়া আমাকে ধরিয়া রাজা
করিবে, ইহা জ্ঞাত হইয়া যীশু একাকী পুনরায় পর্ব্বতে
১৬ গমন করিলেন। পরে সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা
১৭ সমুদ্রের তীরে নামিল। অনন্তর তাহারা নৌকারোহণ
করিয়া সমুদ্রের এপারস্থ কফরনাহূম নগরের দিগে গমন
১৮ করিতেছিল। সেই সময়ে অন্ধকার হইয়াছিল, কিন্তু যীশু
তাহাদের নিকটে আইসেন নাই; এবং প্রবল বায়ু
১৯ বহনেতে সমুদ্রে বড় তরঙ্গ হইতেছিল। এই রূপে তা-
হারা দেড় বা দুই ক্রোশ বাহিয়া গেলে পর যীশুকে
সমুদ্রের উপরে হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আগমন করি-
২০ তে দেখিয়া ভীত হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহি-
২১ লেন, এ আমি, ভয় করিও না। তখন তাহারা তাঁহাকে
নৌকাতে গ্রহণ করিতে উদ্‌যোগ করিল; এবং তৎ-
ক্ষণাৎ গন্তব্য স্থানে নৌকা উপস্থিত হইল।

২২ ঐ যে নৌকাতে তাঁহার শিষ্যেরা গিয়াছিল, তদ্ভিন্ন
আর কোন নৌকা তখন সে স্থানে ছিল না, এবং যীশু
শিষ্যদের সহিত সেই নৌকাতে যান নাই, কেবল তাঁ-
হার শিষ্যেরা গিয়াছিল, ইহা ওপারে দণ্ডায়মান লোক-
২৩ সমূহ দেখিয়াছিল। পরে তিবিরিয়াহইতে অন্য২ নৌকা
আসিয়া ঐ যে স্থানে প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলে লোকেরা
রুটী খাইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে উপস্থিত হইল।
২৪ অতএব পরদিবসে যীশু সে স্থানে নাই, এবং তাঁহার
শিষ্যেরাও নাই, ইহা দেখিয়া লোকসমূহ ঐ সকল
নৌকাতে চড়িয়া যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূম নগরে
২৫ গেল। এবং সমুদ্রের এপারে তাঁহাকে পাইয়া কহিল,
২৬ হে গুরো, আপনি এস্থানে কবে আইলেন? যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তো-

মাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়াছ, এই জন্যে আমার অন্বেষণ করিতেছ, তাহা নয়, কিন্তু
২৭ সেই রুটী খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছ, এই জন্যে। নশ্বর ভক্ষ্যের নিমিত্তে শ্রম করিও না, কিন্তু যে ভক্ষ্য অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত থাকে, তাহার নিমিত্তে শ্রম কর; আর মনুষ্যপুত্র তোমাদিগকে সেই ভক্ষ্য দিবেন, কেননা পিতা
২৮ ঈশ্বর তাঁহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম করণার্থে আমাদের
২৯ কি করা কর্ত্তব্য? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের অভিমত কর্ম্ম এই যেন তোমরা তাঁহার প্রেরিত
৩০ ব্যক্তিতে বিশ্বাস কর। তখন তাহারা কহিল, তুমি এমন কি আশ্চর্য্য করিতেছ, যাহা দেখিয়া আমরা তোমাতে
৩১ বিশ্বাস করিব? তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ? আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইতে পাইয়াছিল, যেমন লিপি আছে, "তিনি ভোজনার্থে স্বর্গহইতে তাহাদিগকে খাদ্য
৩২ "দিলেন।" তখন যীশু কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তো-মাদিগকে কহিতেছি, মূসা তোমাদিগকে স্বর্গহইতে অব-তীর্ণ খাদ্য দেয় নাই, কিন্তু আমার পিতা তোমাদিগকে
৩৩ স্বর্গহইতে অবতীর্ণ প্রকৃত খাদ্য দিতেছেন। কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য সেই যে স্বর্গহইতে নামিয়া জগৎকে
৩৪ জীবন দান করে। তখন তাহারা কহিল, হে প্রভো,
৩৫ সেই খাদ্য আমাদিগকে নিত্য২ দিউন। যীশু তাহা-দিগকে কহিলেন, আমিই জীবনদায়ক খাদ্য। যে জন আমর নিকটে আইসে, সে কোন ক্রমে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; আর যে জন আমাতে বিশ্বাস করে, সে আর
৩৬ কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। কিন্তু তোমরা আমাকে দে-খিয়াও বিশ্বাস কর না, ইহা আমি তোমাদিগকে কহি-
৩৭ লাম। পিতা আমাকে যত লোক দেন, সেই সকলে আ-

মার নিকটে আসিবে, এবং যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না।
৩৮ কেননা আমি আপনার ইষ্ট ক্রিয়া করিবার নিমিত্তে স্বর্গহইতে নামিয়াছি, তাহা নয়, প্রেরণকর্ত্তার ইষ্ট ক্রিয়া
৩৯ করিতে নামিয়াছি। আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার ইচ্ছা এই যেন তিনি আমাকে যে সকল দিয়াছেন, তা- হাদের মধ্যে আমি এক জনকেও না হারাইয়া শেষদিনে
৪০ সকলকে উঠাই। কারণ আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা এই যেন পুত্রকে দেখিয়া যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়, এবং শেষদিনে আমাকর্ত্তৃক উত্থাপিত হয়।

৪১ তখন আমি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ খাদ্য, তাঁহার এই কথাতে যিহূদীয় লোকেরা তাঁহার বিষয়ে বচসা করিয়া
৪২ বলিতে লাগিল, এ কি যূষফের পুত্র সেই যীশু নয়, যাহার পিতা মাতাকে আমরা চিনি? তবে আমি স্বর্গ- হইতে নামিয়া আসিয়াছি, এ কথা কেমন করিয়া বলে?
৪৩ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, পরস্পর
৪৪ বচসা করিও না। আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতাকর্ত্তৃক আ- কর্ষিত না হইলে কেহ আমার নিকটে আসিতে পারে না; কিন্তু যে আইসে, তাহাকে আমি শেষদিনে উঠা-
৪৫ ইব। "তাহারা সকলে ঈশ্বরের শিক্ষিত হইবে," ভবি- ষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে এমত লিপি আছে; অতএব যে কেহ পিতার নিকটে শ্রবণ করিয়া শিক্ষা পায়, সেই আমার
৪৬ কাছে আইসে। কেহ পিতাকে দেখিয়াছে, তাহা নয়; যিনি ঈশ্বরহইতে হন, কেবল তিনি পিতাকে দেখিয়া-
৪৭ ছেন। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে
৪৮ কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়। আ-
৪৯ মিই জীবনদায়ক খাদ্যস্বরূপ। তোমাদের পূর্ব্বপুরু-

৫০ যেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়া মরিয়াছে; কিন্তু যে খায় সে যেন না মরে, এই জন্যে যে খাদ্য স্বর্গহইতে নামে
৫১ এ সেই খাদ্য। আমিই স্বর্গহইতে অবতীর্ণ জীবনদায়ক খাদ্য। এই খাদ্য যে জন খাইবে সে নিত্যজীবী হইবে, এবং আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস; আমি জগতের জীবনার্থে তাহাই দিব।

৫২ তাহাতে যিহূদীয়েরা পরস্পর বিবাদ করিয়া কহিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভোজনার্থে আমাদি-
৫৩ গকে আপনার মাংস দিবে? তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন না করিলে এবং তাঁহার রক্ত পান না করিলে তোমাদের আন্তরিক জীবন নাই।
৫৪ যে জন আমার মাংস ভোজন করে ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত, এবং শেষদিনে
৫৫ আমি তাহাকে উঠাইব। যেহেতুক আমার মাংস প্রকৃত
৫৬ খাদ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পেয়। যে ব্যক্তি আমার মাংস ভোজন করে এবং আমার রক্ত পান করে,
৫৭ সে আমাতে থাকে, এবং আমিও তাহাতে থাকি। যে জীবৎ পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই পিতাদ্বারা যেমন আমি জীবৎ আছি, তদ্রূপ যে কেহ আমাকে
৫৮ ভোজন করে, সেও আমাদ্বারা জীবৎ হইবে। স্বর্গহইতে যে খাদ্য নামিয়াছে, সে এই; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মান্না খাইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহার সদৃশ এই খাদ্য নহে; এই খাদ্য যে কেহ ভোজন করে, সে নিত্যজীবী
৫৯ হইবে। এই সকল কথা তিনি কফরনাহূম নগরের ভজনালয়ে উপদেশ করণ সময়ে কহিলেন।

৬০ তখন এই রূপ শুনিয়া তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে কহিল, এ বড় কঠিন কথা; এমন কথা কে শুনিতে

৬১ পারে? কিন্তু যীশু আপন শিষ্যদের এরূপ বচসা মনে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কথা কি তোমা-
৬২ দের বাধা জন্মায়? তবে মনুষ্যপুত্রকে পূর্ব্ববাসস্থানে
৬৩ উঠিতে দেখিলে কি বলিবা? আত্মাই জীবনদায়ক, কিন্তু শরীর নিষ্ফল; আমি তোমাদিগকে যে২ কথা কহি, সে
৬৪ আত্মাস্বরূপ ও জীবনস্বরূপ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ২ অবিশ্বাসী আছে। কেননা কে২ অবিশ্বাসী আছে, এবং কে বা তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, তাহা যীশু
৬৫ প্রথমাবধি জ্ঞাত ছিলেন। আরও কহিলেন, এ নিমিত্তে আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমার পিতা আসিবার ক্ষমতা না দিলে কেহ আমার নিকটে আসিতে পারে না।
৬৬ তদবধি তাঁহার অনেক শিষ্য পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া
৬৭ গেল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না। তখন যীশু দ্বাদশ শিষ্যকে কহিলেন, তোমরাও কি চলিয়া
৬৮ যাইতে ইচ্ছা কর? তাহাতে শিমোন পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো, কাহার কাছে যাইব? তোমার নিকটে অনন্ত
৬৯ জীবনের কথা পাওয়া যায়। আর তুমি যে অমর ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, ইহা আমরা বিশ্বাস
৭০ করিয়া নিশ্চয় জানি। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা দ্বাদশ জন কি আমার মনোনীত লোক নহ?
৭১ তথাপি তোমাদের মধ্যেও এক জন শয়তান আছে। এই কথা তিনি শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার উদ্দেশে কহিলেন, কারণ দ্বাদশের মধ্যে গণিত সেই ব্যক্তি তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে।

৭ অধ্যায়।

১ তৎপরে যীশু গালীলদেশে ভ্রমণ করিলেন, কেননা যিহূদি লোকেরা তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করাতে

২ তিনি যিহূদাদেশে ভ্রমণ করিতে চাহিলেন না। কিন্তু
৩ যিহূদীয়দের কুটীরনির্ম্মাণ পর্ব্ব সন্নিকট হইলে তাঁহার
ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কহিল, তুমি যে সকল ক্রিয়া করিতেছ,
তাহা যেন তোমার শিষ্যেরাও দেখে, এই নিমিত্তে
৪ এখানহইতে প্রস্থান করিয়া যিহূদা দেশে যাও। যে কেহ
আপনি প্রকাশিত হইতে চাহে, সে গোপনে কর্ম্ম করে
না, যদি এমন কর্ম্ম করিবা তবে জগতের নিকটে আ-
৫ পনাকে প্রকাশ কর। কারণ তাঁহার ভ্রাতারাও তাহাতে
৬ বিশ্বাস করিত না। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
আমার সময় এখন উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তোমা-
৭ দের সময় সতত উপস্থিত আছে। জগতের লোকেরা
তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারে না; কিন্তু আমাকেই
ঘৃণা করে, যেহেতুক তাহাদের কর্ম্ম মন্দ, আমি তাহা-
৮ দের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি। তোমরা এই পর্ব্বে
যাও; আমি এখন এই পর্ব্বে যাইব না, কেননা আ-
৯ মার সময় এখন সম্পূর্ণ হয় নাই। এই কথা বলিয়া
১০ তিনি গালীলেতে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ তথায়
যাত্রা করিলে পর তিনিও অপ্রকাশ হইয়া গোপনভাবে
১১ সেই পর্ব্বে গেলেন। ইতিমধ্যে যিহূদীয়েরা পর্ব্বে তাঁহার
অন্বেষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই ব্যক্তি কোথায়?
১২ এবং তাঁহার বিষয়ে লোকদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ
হইল। কেহ২ কহিল, তিনি উত্তম মানুষ; অন্যেরা
বলিল, তাহা নয়, বরং লোকদের ভ্রান্তি জন্মাইতেছে;
১৩ কিন্তু যিহূদীয়দের ভয়েতে কেহ তাঁহার প্রসঙ্গ প্রকাশ-
রূপে করিল না।

১৪ অনন্তর পর্ব্বের মধ্যম সময়ে যীশু মন্দিরে গিয়া উপ-
১৫ দেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে যিহূদীয় লোকেরা আ-
শ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ মনুষ্য অধ্যয়ন না করিয়া

১৬ কি প্রকারে এমত পণ্ডিত হইয়া উঠিল? তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁ-
১৭ হার। যদি কেহ তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে চেষ্টা করে, তবে এই উপদেশ কি ঈশ্বরহইতে হয়, না আমি আ-
১৮ পনাহইতে কহি, তাহা সে জানিতে পাইবে। যে জন আপনাহইতে কহে, সে আপনার সম্ভ্রম চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি প্রেরণকর্ত্তার সম্ভ্রম চেষ্টা করেন, তিনি সত্য-
১৯ বাদী, ও তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। মূসা তোমা-দিগকে কি ব্যবস্থাগ্রন্থ দেয় নাই? তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহই সে ব্যবস্থা পালন করে না; আমাকে বধ
২০ করিতে কেন চেষ্টা কর? তখন লোকেরা উত্তর করিল, তুমি ভূতগ্রস্ত, তোমাকে বধ করিতে কে চেষ্টা করে?
২১ তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি এক কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে তোমরা সকলেই আশ্চর্য্য
২২ বোধ করিতেছ। মূসা তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদের বিধি দিয়াছে; তথাপি তাহা যে মূসাহইতে হইয়াছে এমন নয়, পূর্ব্বপুরুষহইতে হইয়াছে; তাহাতে তোমরা বি-
২৩ শ্রামবারে মনুষ্যের ত্বক্‌চ্ছেদ করিয়া থাক। অতএব মূসার ব্যবস্থার লঙ্ঘন যেন না হয়, এই জন্যে যদি বিশ্রামবারে মনুষ্যের ত্বক্‌ছেদ করা যায়, তবে আমি যে বিশ্রামবারে এক মনুষ্যকে সর্ব্বাঙ্গে সুস্থ করিয়াছি ইহার
২৪ নিমিত্তে কি আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছ? দৃষ্টিমাত্রানু-সারে বিচার না করিয়া যথার্থ বিচার কর।

২৫ তখন যিরূশালম নিবাসি কএক জন কহিল, যে ব্যক্তি-
২৬ কে বধ করিতে চেষ্টা করে, সে কি এ নয়? কিন্তু দেখ, এ প্রকাশরূপে কহিতেছে, তথাপি তাহারা তাহাকে কিছু বলে না; ইনিই অভিষিক্ত ত্রাতা বটেন, ইহা কি অধ্য-

২৭ ক্ষদের সত্য বোধ হইল? কিন্তু এ মনুষ্য কোথাহইতে
আইল, তাহা আমরা জানি; অভিষিক্ত ত্রাতা আইলে
তিনি কোথাহইতে আইলেন, তাহা কেহ জানিতে পা-
২৮ রিবে না। তখন যীশু মন্দিরমধ্যে উপদেশ দিতে২
উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমরা না আমাকে চিন, এবং
কোথাহইতে আইলাম তাহাও জান? আমি তো আ-
পনাহইতে আসি নাই; কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা সত্য-
২৯ ময়; তোমরা তাঁহাকে জান না। আমি তাঁহাকে জানি,
কেননা আমি তাঁহার নিকটহইতে আগত, এবং তিনি
৩০ আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাহাতে লোকেরা তাঁহাকে
ধরিতে চেষ্টা করিল, তথাপি কেহ তাঁহার গাত্রে হস্তা-
র্পণ করিল না, যেহেতুক তখন তাঁহার সময় উপস্থিত
৩১ হয় নাই। পরন্তু সমাগত লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁ-
হাতে বিশ্বাস করিয়া কহিতে লাগিল, অভিষিক্ত ত্রাতা
যখন আসিবেন, তখন ইহাঁর অপেক্ষা কি অধিক আ-
শ্চর্য্য কর্ম্ম করিবেন?

৩২ পরে লোকেরা তাঁহার বিষয়ে এমন বাদানুবাদ করি-
তেছে, ফিরূশিবর্গ ইহা শুনিলে তাহারা ও প্রধান যাজ-
কেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনাইবার নিমিত্তে পদাতিক-
৩৩ গণকে পাঠাইয়া দিল। তখন যীশু কহিলেন, আমি আর
অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তার
৩৪ নিকটে যাইব। তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু
উদ্দেশ পাইবা না; আর আমি যে স্থানে থাকিব, সে
৩৫ স্থানে তোমরা যাইতে পারিবা না। তখন যিহূদীয়েরা
পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা উহাকে পাইতে পা-
রিব না, এমন কোন্ স্থানে যাইবে? সে কি গ্রীক
জাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন লোকদের নিকটে গিয়া গ্রীক
৩৬ লোকদিগকে উপদেশ দিবে? আমার অন্বেষণ করিবা,

কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না; এবং আমি যে স্থানে থা-
কিব, সে স্থানে তোমরা যাইতে পারিবা না, এ কেমন
কথা কহিতেছে?

৩৭ পরে পর্ব্বের শেষদিবসে অর্থাৎ প্রধান দিবসে যীশু
দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত
৩৮ হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। যে কেহ
আমাতে বিশ্বাস করে, ধর্ম্মগ্রন্থের বচনানুসারে তা-
৩৯ হার অন্তরহইতে অমৃত জলের নদী নির্গত হইবে। তাঁ-
হার বিশ্বাসকারিরা যে আত্মাকে পাইবে, তাঁহার বিষয়ে
তিনি এ কথা কহিলেন; কিন্তু তৎকালে আত্মা দত্ত
হন নাই, কারণ তৎকালে যীশু বিভবপ্রাপ্ত হন নাই।
৪০ সেই কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে অনেকে কহিল,
৪১ সত্য, ইনি সেই ভবিষ্যদ্বক্তা। আর কেহ২ বলিল, ইনি
অভিষিক্ত ত্রাতা; কিন্তু অন্যেরা কহিল, অভিষিক্ত ত্রাতা
৪২ কি গালীল দেশহইতে আসিবেন? অভিষিক্ত ত্রাতা দা-
য়ূদের বংশহইতে এবং দায়ূদের জন্মস্থান বৈৎলেহম
নগরহইতে আসিবেন, ধর্ম্মগ্রন্থ কি ইহা বলে নাই?
৪৩ এই প্রকারে তাঁহার বিষয়ে লোকসমূহের মধ্যে ভিন্ন-
৪৪ বাক্যতা হইল। আর তাহাদের কতক২ লোক তাঁহাকে
ধরিতে বাঞ্ছা করিল, তথাপি কেহ তাঁহার গাত্রে হস্তা-
র্পণ করিল না।

৪৫ পরে পদাতিকগণ প্রধান যাজকদের ও ফিরূশিদের
নিকটে আইলে পর তাহারা তাহাদিগকে বলিল, কেন
৪৬ তাহাকে আন নাই? পদাতিকেরা উত্তর করিল, সেই
ব্যক্তি যেরূপ কথা কহে, তদ্রূপ কথা কেহ কখনো কহে
৪৭ নাই। তাহাতে ফিরূশিরা কহিল, তোমরাও কি ভ্রান্ত
৪৮ হইলা? অধ্যক্ষদের কিম্বা ফিরূশিদের মধ্যে কি কেহ
৪৯ তাহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু এই ইতর লোক সকল,

৫০ যাহারা শাস্ত্র জানে না, তাহারা শাপগ্রস্ত। তখন তাহাদের মধ্যবর্ত্তি যে এক জন রাত্রিকালে যীশুর নিকটে ৫১ গিয়াছিল, সেই নিকদীমঃ তাহাদিগকে কহিল, অগ্রে তাহার নিজ কথা না শুনিয়া ও ক্রিয়া না জানিয়া আমাদের ৫২ ব্যবস্থা কি কোন মনুষ্যকে দোষী করে? তাহাতে তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, তুমিও কি গালীলীয় লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গালীলহইতে কোন ৫৩ ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হয় নাই। পরে তাহারা প্রত্যেক আপন২ গৃহে গেল, কিন্তু যীশু জৈতুন নামক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ পরে প্রত্যূষে তিনি পুনর্ব্বার মন্দিরে আইলেন; তা- ২ হাতে তাবৎ লোক তাঁহার নিকটে আগমন করিলে তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ৩ তখন অধ্যাপক ও ফিরূশিগণ ব্যভিচার কর্ম্মে ধৃত এক স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে আনিয়া সকলের মধ্যস্থানে ৪ দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, এই স্ত্রী ব্যভি- ৫ চার কর্ম্ম করিতে২ ধরা পড়িয়াছে; আর ব্যবস্থাতে মূসা এ প্রকার লোককে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবার আজ্ঞা ৬ আমাদিগকে দিয়াছে; ইহাতে আপনি কি বলেন? এই কথা তাহারা পরীক্ষাভাবে অর্থাৎ অভিযোগার্থে ছিদ্র পাইবার আশাতে কহিয়াছিল। কিন্তু যীশু হেঁট হইয়া ৭ অঙ্গুলীদ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহারা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিষ্পাপ, সেই ৮ প্রথমে ইহাকে প্রস্তরাঘাত করুক। পরে তিনি পুনর্ব্বার ৯ হেঁট হইয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। ঐ কথা শুনিয়া

তাহারা আপন২ মন কর্ত্তৃক দূষিত হইয়া মহান্ অবধি ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত একে২ সকলেই বাহিরে গেল; তাহাতে কেবল যীশু এবং মধ্যস্থানে দণ্ডায়মানা ঐ স্ত্রী অবশিষ্ট
১০ থাকিলেন। অনন্তর যীশু গাত্রোত্থান করিয়া ঐ স্ত্রী-লোক বিনা আর কাহাকেও না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, হে নারি, তোমার নামে অভিযোগকারি সেই লোকেরা কোথায়? কেহ কি তোমার দণ্ড করে নাই?
১১ সে কহিল, কেহ না, প্রভো। তখন যীশু কহিলেন, আমিও তোমার দণ্ড করিব না। যাও, আর পাপকর্ম্ম করিও না।

১২ পরে যীশু আর বার লোকদিগকে এই রূপ কহিতে লাগিলেন, আমি জগতের দীপস্বরূপ; যে ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্গামী হয়, সে অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না, কিন্তু
১৩ জীবনরূপ দীপ্তি পাইবে। তাহাতে ফিরূশিরা তাঁহাকে কহিল, তুমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ,
১৪ তোমার সাক্ষ্য যথার্থ নহে। যীশু উত্তর করিয়া তাহা-দিগকে কহিলেন, যদ্যপি আমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দি, তত্রাপি সে সাক্ষ্য যথার্থ; যেহেতুক কোথা-হইতে আসিয়াছি এবং কোথায় বা যাই, তাহা আমি জানি; কিন্তু কোথাহইতে আসিয়াছি, এবং কোথায়
১৫ বা যাই, তাহা তোমরা জান না। তোমরা সাংসারিক
১৬ বিচার করিতেছ; আমি কাহারো বিচার করি না। কিন্তু যদি বিচার করি, তবে আমার বিচার যথার্থ; কেননা আমি একাকী নহি, কিন্তু আমি আছি এবং আমার
১৭ প্রেরণকর্ত্তা পিতা আছেন। দুই জনের সাক্ষ্য যথার্থ,
১৮ ইহা তোমাদের ব্যবস্থাতেও লিখিত আছে। আপনার বিষয়ে আমি আপনি সাক্ষ্য দিতেছি, আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন।

১৯ তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা আমাকে চিন না, এবং আমার পিতাকেও চিন না; যদি আমাকে চিনিতা, তবে
২০ আমার পিতাকেও চিনিতা। এই সকল কথা যীশু মন্দিরে উপদেশ দেওন সময়ে ভাণ্ডারাগারে কহিলেন; তথাচ কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কেননা তৎকালে তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই।

২১ তদনন্তর যীশু পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন, আমি প্রস্থান করি; তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু নিজ পাপে মরিবা; আমি যে স্থানে যাই, তোমরা সে স্থানে
২২ যাইতে পার না। তখন যিহূদীয়েরা বলিল, এ ব্যক্তি কি আত্মঘাতী হইবে? কেননা আমি যে স্থানে যাই, সে স্থানে তোমরা যাইতে পার না, এমন কথা কহিতেছে।
২৩ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের লোক, আমি ঊর্দ্ধ্বস্থানের; তোমরা এ জগৎ-
২৪ সম্বন্ধীয়, আমি এ জগৎসম্বন্ধীয় নহি। এই জন্যে কহিলাম, তোমরা নিজ পাপে মরিবা; কেননা আমি সেই ব্যক্তি, ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তবে নিজ পাপে
২৫ মরিবা। তখন তাহারা কহিল, তুমি কে? তাহাতে যীশু কহিলেন, তাহাই তো প্রথমাবধি তোমাদিগকে কহি-
২৬ তেছি। তোমাদের বিষয়ে আমাকে অনেক কথা কহিতে এবং বিচার করিতে হয়। কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা সত্যবাদী, এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা শুনিয়াছি,
২৭ তাহাই জগজ্জনকে কহিতেছি। তিনি যে পিতার বিষয়ে
২৮ কহিলেন, ইহা তাহারা বুঝিল না। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যখন মনুষ্যপুত্রকে ঊর্দ্ধ্বে উঠাইবা, তখন আমি যে সেই ব্যক্তি, আর আপনাহইতে কিছু করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যে আদেশ করিয়াছেন,

তদনুসারে এই কথা কহি, এই সকল তোমরা জানিবা।
২৯ আর আমার প্রেরণকর্ত্তা আমার সঙ্গে থাকেন; আমি সর্ব্বদা তাঁহার তুষ্টিজনক ক্রিয়া করিতেছি, এই কারণ পিতা আমাকে একাকী ত্যাগ করেন না।
৩০ তখন তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া অনেকে তাহা-
৩১ তে বিশ্বাস করিল। তাহাতে যে যিহূদীয়েরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, আমার
৩২ কথাতে যদি তোমরা স্থির থাক, তবে আমার প্রকৃত শিষ্য হইয়া সত্যতাকে জানিবা, এবং সেই সত্যতা তো-
৩৩ মাদিগকে স্বাধীন করিবে। তাহারা উত্তর করিল, আমরা ইব্রাহীমের বংশ, কখনো কাহারো দাস হই নাই; অতএব তোমরা স্বাধীন হইবা, এমন কি প্রকারে বল?
৩৪ তখন যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ পাপাচরণ করে, সে পাপের
৩৫ দাস। আর দাস নিরন্তর বাটীতে থাকে না; কিন্তু
৩৬ পুত্র নিরন্তর থাকেন। অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে
৩৭ স্বাধীন করেন, তবে প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবা। তোমরা যে ইব্রাহীমের বংশ, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না, এই জন্য আ-
৩৮ মাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ। আমার পিতার নিকটে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই কহিতেছি; আর তোমাদের পিতার নিকটে তোমরা যাহা দেখিয়াছ তা-
৩৯ হাই করিতেছ। তখন তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিল, ইব্রাহীম আমাদের পিতা। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যদি ইব্রাহীমের সন্তান হইতা, তবে
৪০ ইব্রাহীমের কর্ম্ম করিতা। কিন্তু ঈশ্বরের প্রমুখাৎ সত্য কথা শ্রবণ করিয়া তোমাদিগকে জানাইয়াছি যে আমি, আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ; ইব্রাহীম এমন

৪১ কর্ম্ম করে নাই। তোমাদের যে পিতা, তাহারই কর্ম্ম তোমরা করিতেছ। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একই পিতা আছেন,
৪২ তিনিই ঈশ্বর। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে আমাকে প্রেম করিতা, কেননা আমি ঈশ্বরহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি; আমি আপনাহইতে আসি নাই, কিন্তু তিনি
৪৩ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা আমার ভাষা বুঝ না কেন? কারণ এই, যে আমার বাক্য শুনিতে পার
৪৪ না। তোমরা আপনাদের পিতা শয়তানের সন্তান, এবং তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ সকল পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছ; সে প্রথমাবধি মনুষ্যঘাতক, এবং সে সত্যতাতে থাকে নাই, কারণ তাহার অন্তরে সত্যতা
৪৫ নাই। সে যখন মিথ্যা কহে, তখন আপনার স্বভাবানুসারেই কহে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপা-
৪৫ দক। কিন্তু আমি সত্যতার কথা কহিতেছি, এই জন্যে
৪৬ তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। আমাতে পাপ আছে, এমন প্রমাণ তোমাদের মধ্যে কে দিতে পারে? আর যদি সত্যতার কথা কহি, তবে কেন আমাকে বিশ্বাস
৪৮ কর না? যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত সে ঈশ্বরের কথা মানে; তোমরা তাহা মান না, ইহার কারণ এই যে ঈশ্বরহইতে জাত নহ।

৪৮ তখন যিহূদীয়েরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুই এক জন শোমিরোণীয় ও ভূতগ্রস্ত, আমরা কি ইহা
৪৯ বিলক্ষণ বলি নাই? যীশু উত্তর করিলেন, আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন পিতার সম্মান করিতেছি; তাহা-
৫০ তে তোমরা আমার অপমান করিতেছ। আমি আপনার সুখ্যাতি চেষ্টা করি না; তাহার চেষ্টাকারী ও

৫১ বিচারকারী এক জন আছেন। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে জন আমার কথা পালন করে,
৫২ সে কদাচ মৃত্যুর দর্শন পাইবে না। তখন যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বলিল, তুই ভূতগ্রস্ত, ইহা এখন জানিলাম; ইব্রাহীম ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ সকলে মরিয়াছে, কিন্তু তুই বলিতেছিস যে ব্যক্তি আমার কথা পালন করে, সে
৫৩ মৃত্যুর আস্বাদ কখনো পাইবে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম অপেক্ষা কি তুই বড়? তিনি তো মরিয়াছেন, এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও মরিয়াছে; তুই আপনাকে
৫৪ কোন্ ব্যক্তি করিয়া জ্ঞান করিস্? যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনার সম্মান আপনি করি, তবে আমার সে সম্মান কিছুই নয়; কিন্তু আমার পিতা, যাঁহাকে তোমরা আপনাদের ঈশ্বর করিয়া বল, তিনি আ-
৫৫ মার সম্মান করেন। তোমরা তাঁহাকে জান না; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি। যদি বলি যে তাঁহাকে জানি না, তবে তোমাদেরই মত মিথ্যাবাদী হইব; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার আজ্ঞাও পালন করি।
৫৬ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম আমার দিন দেখিবার আশাতে অতি আহ্লাদিত হইয়াছিল, এবং তাহা দেখিয়া
৫৭ আনন্দ করিল। তখন যীহূদীয়েরা তাঁহাকে কহিল, তোর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরও নহে, তুই কি ইব্রাহীম্‌কে দে-
৫৮ খিয়াছিস্? যীশু উত্তর দিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইব্রাহীমের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি
৫৯ বর্ত্তমান আছি। তখন তাহারা তাঁহাকে মারিতে প্রস্তর তুলিল, কিন্তু যীশু প্রচ্ছন্ন হইয়া তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া মন্দিরহইতে বহির্গত হইলেন। এই রূপে তথাহইতে স্থানান্তরে গেলেন।

---

৯ অধ্যায়।

১ গমন সময়ে তিনি এক জন্মান্ধ মনুষ্যকে দেখিলেন।
২ তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, এই ব্যক্তি আপনার, কি পিতামাতার, কাহার
৩ পাপ প্রযুক্ত অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে? যীশু উত্তর করিলেন, এই ব্যক্তি পাপ করিয়াছে, কিম্বা ইহার পিতামাতা করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু ইহাদ্বারা যেন ঈশ্বরের
৪ কর্ম্ম প্রকাশ পায়, এই জন্যে এমন হইয়াছে। দিন থাকিতে আমার প্রেরণকর্ত্তার কর্ম্ম আমাকে করিতে হয়; যাহাতে কোন কর্ম্ম করা যায় না, এমন রাত্রি আসি-
৫ তেছে। আমি যাবৎ জগতে আছি, তাবৎ জগতের
৬ দীপস্বরূপ আছি। এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই থুথুতে কর্দ্দম করিলেন; পরে ঐ অন্ধের চক্ষুর্দ্বয় সেই কর্দ্দমদ্বারা লেপন করিয়া তাহাকে কহি-
৭ লেন, শীলোহ অর্থাৎ প্রেরিত নামে সরোবরে গিয়া প্রক্ষালন কর। তাহাতে সে গমন করিয়া প্রক্ষালন করিলে দৃষ্টি পাইয়া ফিরিয়া আইল।

৮ অনন্তর প্রতিবাসি লোকেরা, এবং যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে অন্ধ দেখিয়াছিল, তাহারা কহিতে লাগিল, যে অন্ধ লোক বসিয়া ভিক্ষা করিত, এই জন কি সেই
৯ নহে? কেহ২ বলিল, সেই বটে; আর কেহ২ বলিল, তাহার মত বটে; কিন্তু সে আপনি কহিল, আমি সেই
১০ বটি। অতএব তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি
১১ প্রকারে তোমার চক্ষু প্রসন্ন হইল? সে উত্তর করিয়া কহিল, যীশু নামে এক ব্যক্তি কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া আমায় চক্ষুতে লেপন করিয়া আমাকে বলিলেন, শীলোহ সরোবরে গিয়া প্রক্ষালন কর; তাহাতে আমি সে স্থানে

১২ গিয়া প্রক্ষালন করিলে দৃষ্টি পাইলাম। তখন তাহারা কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? সে বলিল, তাহা আমি জানি না।

১৩ অপর তাহারা ঐ পূর্ব্বান্ধ ব্যক্তিকে ফিরূশিদের নি-
১৪ কটে লইয়া গেল। আর ঐ যে দিনে যীশু কর্দ্দম করিয়া তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলেন, সেই দিন বিশ্রাম-
১৫ বার। অপর ফিরূশিরাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি রূপে দৃষ্টি পাইলা? সে তাহাদিগকে কহিল, তিনি আমার চক্ষুতে কর্দ্দম লেপন করিলেন, পরে আমি প্রক্ষা-
১৬ লন করিয়া দৃষ্টি পাইলাম। তখন কএক জন ফিরূশী বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বরহইতে নয়, কেননা সে বিশ্রামবার মানে না। আর কেহ২ কহিল, পাপি ব্যক্তি কি প্রকারে এমন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারে? এই রূপে
১৭ তাহাদের পরস্পর ভিন্নবাক্যতা হইল। পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল, সে তোমার চক্ষু প্রসন্ন করিল, ইহাতে তুমি তাহার বিষয়ে কি বল? সে কহিল, তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা।

১৮ সে যে অন্ধ হইয়া দৃষ্টি পাইয়াছে, এ কথাতে যিহূদীয়েরা প্রত্যয় না করাতে অবশেষে ঐ দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পিতামাতাকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,
১৯ এ কি তোমাদের পুত্র, যাহাকে তোমরা জন্মান্ধ বল?
২০ তবে এখন কি প্রকারে দেখিতে পায়? তাহাতে তাহার পিতামাতা তাহাদিগকে উত্তর দিয়া কহিল, এ আমাদের
২১ পুত্র, এবং জন্মাবধি অন্ধ. তাহা আমরা জানি; কিন্তু এখন কি প্রকারে দেখিতে পায়, এবং কে বা ইহার চক্ষু প্রসন্ন করিল, তাহা আমরা জানি না; এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, আপনার কথা আপনি বলিবে।
২২ তাহার পিতামাতা এই রূপ কথা কহিল, তাহার কারণ

এই যে যিহূদিগণকে ভয় করিত; কেননা কেহ যদি তাঁহাকে অভিষিক্ত ত্রাতা বলিয়া স্বীকার করে, তবে অব্যবহার্য্য হইবে, যিহূদীয়েরা ইহা স্থির করিয়াছিল;
২৩ এই জন্যে তাহার পিতামাতা কহিল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা কর।
২৪ তখন তাহারা ঐ পূর্ব্বান্ধকে আর বার ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর; সে মনুষ্য যে পাপী, তাহা
২৫ আমরা জানি। তখন সে উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তিনি পাপী কি না, তাহা আমি জানি না; আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাই, ইহামাত্র জানি।
২৬ তাহারা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, সে তোমার প্রতি কি করি-
২৭ য়াছিল? কি প্রকারে তোমার চক্ষু প্রসন্ন করিল? তাহাতে সে উত্তর করিল, একবার তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা শুন নাই, তবে আর বার শুনিতে চাহ কেন?
২৮ তোমরাও কি তাঁহার শিষ্য হইতে বাঞ্ছা কর? তখন তাহারা তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিল, তুই তাহার
২৯ শিষ্য; আমরা মূসার শিষ্য। মূসার সঙ্গে ঈশ্বর আলাপ করিয়াছেন তাহা জানি; কিন্তু এ কোথাকার লোক
৩০ তাহা জানি না। সে ব্যক্তি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তিনি আমার চক্ষু প্রসন্ন করিয়াছেন, তথাপি তিনি কোথাকার লোক, তাহা তোমরা জান না, এ
৩১ আশ্চর্য্য বটে। ঈশ্বর পাপিদের কথা শুনেন না, কিন্তু যে জন ঈশ্বরভক্ত হইয়া তাঁহার ইষ্ট ক্রিয়া করে, তাহা-
৩২ রই কথা শুনেন, ইহা আমরা জানি। কোন মনুষ্য জন্মান্ধকে চক্ষু দিয়াছে, এমন কথা জগতের আরম্ভাবধি
৩৩ কেহ কখনো শুনে নাই। ইনি যদি ঈশ্বরহইতে না
৩৪ হইতেন, তবে কিছুই করিতে পারিতেন না। তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, পাপেতে তোর সর্ব্বাঙ্গ

জন্মিয়াছে, তুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস? পরে তা-
হারা তাহাকে অব্যবহার্য্য করিল।

৩৫ অনন্তর যীহূদীয়েরা সে ব্যক্তিকে অব্যবহার্য্য করি-
য়াছে, এমত সংবাদ শুনিলে পর যীশু তাহার সাক্ষাৎ
পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঈশ্বরের
৩৬ পুত্রেতে বিশ্বাস করিতেছ? তখন সে উত্তর করিয়া কহি-
ল, হে প্রভো, তিনি কে? আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস
৩৭ করি। তাহাতে যীশু কহিলেন, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ;
তোমার সহিত যিনি কথোপকথন করিতেছেন, তিনি
৩৮ সেই। তখন হে প্রভো, বিশ্বাস করি, ইহা বলিয়া সে
৩৯ তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরে যীশু কহিলেন, যাহারা
দেখে না, তাহারা যেন দেখিতে পায়, এবং যাহারা
দেখে, তাহারা যেন অন্ধ হয়, এই রূপ বিচারার্থে আমি
৪০ এ জগতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তি
কএক জন ফিরূশী তাঁহাকে কহিল, আমরাও কি অন্ধ?
৪১ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যদি অন্ধ হইতা, তবে তো-
মাদের পাপ থাকিত না; কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, এই
কথা বলাতে তোমদের পাপ থাকে।

১০ অধ্যায়।

১ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে জন
দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট না হইয়া আর কোন দিগে উঠিয়া
২ মেষালয়ে প্রবেশ করে, সেই চোর ও দস্যু। এবং যে
৩ দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সেই মেষগণের পালক। তা-
হারই জন্যে দ্বারী দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং মেষগণ তা-
হার রব শুনে; এরং সে আপনার মেষ সকলকে স্ব২
৪ নামে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া যায়। আর আপনার মেষ-
গণ বাহির করণ সময়ে আপনি তাহাদের অগ্রগামী হয়;

তাহাতে মেষগণ তাহার পশ্চাৎ চলে, কারণ তাহার রব
৫ জানে। কিন্তু কোন ক্রমে পরের পশ্চাদ্গামী হইবে না, বরং তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিবে; কারণ পরকীয় লোকদের রব তাহারা জানে না।

৬ যীশু তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, কিন্তু
৭ তিনি কি কহিতেছেন, তাহা তাহারা বুঝিল না। এ জন্যে যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি
৮ তোমাদিগকে কহিতেছি, আমিই মেষালয়ের দ্বার। আমার অগ্রে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা সকলে চোর ও
৯ দস্যু, কিন্তু মেষগণ তাহাদের কথা শুনে নাই। আমিই দ্বারস্বরূপ; আমাদিয়া যে কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিয়া
১০ চরাণি পাইবে। আর যে জন চোর সে কেবল চুরি ও বধ ও বিনাশ করিবার নিমিত্তে আইসে; কিন্তু আমি জীবন ও বাহুল্য দিতে আসিয়াছি।

১১ আমি উত্তম মেষপালক; যে জন উত্তম মেষপালক,
১২ সে মেষগণের নিমিত্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করে। কিন্তু যে জন মেষপালক নয়, অর্থাৎ যাহার নিজের মেষ নহে, এমন যে বেতনগ্রাহী, সে কেন্দুয়াকে আসিতে দেখিলে মেষগণকে ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাহাতে কেন্দুয়া
১৩ মেষদিগকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করে; বেতনগ্রাহী যে পলায়ন করে, তাহার কারণ এই যে সে বেতনগ্রাহী, মেষ-
১৪ দিগের প্রতি তাহার মমতা নাই। আমিই উত্তম মেষপালক; পিতা আমাকে যেমন জানেন, এবং আমি যেমন পিতাকে জনি, তেমনি মদীয় সকলকে ও জানি,
১৫ এবং মদীয় সকলেও আমাকে জানে; এবং মেষদিগের
১৬ জন্যে আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি। আর এ আলয়ের মেষ ভিন্ন আমার আরও মেষ আছে; সে সকলকেও

আমাকে আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল, ও এক পালক হইবে।
১৭ আর আমার পিতা আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ
১৮ করি। কেহ আমাহইতে তাহা অপহরণ করে না, আমি আপনার ইচ্ছাতে তাহা সমর্পণ করি; তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আপন পিতাহইতে পাইয়াছি।

১৯ এই কথাতে যিহূদীয়দের মধ্যে পুনরায় ভিন্নবাক্যতা
২০ হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে কহিল, এ ব্যক্তি ভূত-
২১ গ্রস্ত ও উন্মত্ত, ইহার কথা কেন শুনিতেছ? আর কেহ২ বলিল, এ ভূতগ্রস্তের কথা নহে; ভূত কি অন্ধদিগের চক্ষু প্রসন্ন করিতে পারে?

২২ পরে যিরূশালমে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপস্থিত হইল।
২৩ সেই সময়ে শীতকাল ছিল। তখন যীশু মন্দিরে সুলে-
২৪ মানের বারাণ্ডাতে গমনাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কহিল, আর কত কাল আমাদের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া রাখিবা? যদি অভিষিক্ত ত্রাতা বট, তবে স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে
২৫ বল। তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না; আমার পিতার নামে যে২ ক্রিয়া করিতেছি, সেই ক্রিয়াই আমার বিষয়ে
২৬ সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তোমরা আমার মেষগণের মধ্যে নহ, এপ্রযুক্ত বিশ্বাস কর না। আমি পূর্ব্বে তোমা-
২৭ দিগকে কহিয়াছি, আমার মেষগণ আমার রব শুনে; আর আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহারা আমার পশ্চা-
২৮ দ্গমন করে। আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দি; তা-

তাহাতে মেষগণ তাহার পশ্চাৎ চলে, কারণ তাহার রব
৫ জানে। কিন্তু কোন ক্রমে পরের পশ্চাদ্গামী হইবে না,
বরং তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিবে; কারণ পর-
কীয় লোকদের রব তাহারা জানে না।
৬ যীশু তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, কিন্তু
৭ তিনি কি কহিতেছেন, তাহা তাহারা বুঝিল না। এ জন্যে
যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি
৮ তোমাদিগকে কহিতেছি, আমিই মেষালয়ের দ্বার। আ-
মার অগ্রে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা সকলে চোর ও
৯ দস্যু, কিন্তু মেষগণ তাহাদের কথা শুনে নাই। আমিই
দ্বারস্বরূপ; আমাদিয়া যে কেহ প্রবেশ করে, সে পরি-
ত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিয়া
১০ চরাণি পাইবে। আর যে জন চোর সে কেবল চুরি ও
বধ ও বিনাশ করিবার নিমিত্তে আইসে; কিন্তু আমি
জীবন ও বাহুল্য দিতে আসিয়াছি।
১১ আমি উত্তম মেষপালক; যে জন উত্তম মেষপালক,
১২ সে মেষগণের নিমিত্তে আপন প্রাণ সমর্পণ করে। কিন্তু
যে জন মেষপালক নয়, অর্থাৎ যাহার নিজের মেষ নহে,
এমন যে বেতনগ্রাহী, সে কেন্দুয়াকে আসিতে দেখিলে
মেষগণকে ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাহাতে কেন্দুয়া
১৩ মেষদিগকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করে; বেতনগ্রাহী যে পলা-
য়ন করে, তাহার কারণ এই যে সে বেতনগ্রাহী, মেষ-
১৪ দিগের প্রতি তাহার মমতা নাই। আমিই উত্তম মেষ-
পালক; পিতা আমাকে যেমন জানেন, এবং আমি
যেমন পিতাকে জনি, তেমনি মদীয় সকলকে ও জানি,
১৫ এবং মদীয় সকলেও আমাকে জানে; এবং মেষদিগের
১৬ জন্যে আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি। আর এ আল-
য়ের মেষ ভিন্ন আমার আরও মেষ আছে; সে সকলকেও

আমাকে আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল, ও এক পালক হইবে।
১৭ আর আমার পিতা আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ
১৮ করি। কেহ আমাহইতে তাহা অপহরণ করে না, আমি আপনার ইচ্ছাতে তাহা সমর্পণ করি; তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আপন পিতাহইতে পাইয়াছি।
১৯ এই কথাতে যিহূদীয়দের মধ্যে পুনরায় ভিন্নবাক্যতা
২০ হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে কহিল, এ ব্যক্তি ভূত-
২১ গ্রস্ত ও উন্মত্ত, ইহার কথা কেন শুনিতেছ? আর কেহ২ বলিল, এ ভূতগ্রস্তের কথা নহে; ভূত কি অন্ধদিগের চক্ষু প্রসন্ন করিতে পারে?
২২ পরে যিরূশালমে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপস্থিত হইল।
২৩ সেই সময়ে শীতকাল ছিল। তখন যীশু মন্দিরে সুলে-
২৪ মানের বারাণ্ডাতে গমনাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে যিহূদীয়েরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কহিল, আর কত কাল আমাদের মনকে সন্দিগ্ধ করিয়া রাখিবা? যদি অভিষিক্ত ত্রাতা বট, তবে স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে
২৫ বল। তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না; আমার পিতার নামে যে২ ক্রিয়া করিতেছি, সেই ক্রিয়াই আমার বিষয়ে
২৬ সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তোমরা আমার মেষগণের মধ্যে নহ, এপ্রযুক্ত বিশ্বাস কর না। আমি পূর্ব্বে তোমা-
২৭ দিগকে কহিয়াছি, আমার মেষগণ আমার রব শুনে; আর আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহারা আমার পশ্চা-
২৮ দ্গমন করে। আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দি; তা-

হারা কখনো বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্ত-
২৯ হইতে তাহাদিগকে হরণ করিবে না। আমার পিতা
যিনি তাহাদিগকে আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা
মহান্; কেহ আমার পিতার হস্তহইতে তাহাদিগকে
৩০ হরণ করিতে পারে না। আমি এবং পিতা উভয়ই এক।
৩১ তাহাতে যিহূদীয়েরা পুনর্ব্বার তাঁহাকে মারিতে প্রস্তর
৩২ তুলিল। যীশু তাহাদিগকে উত্তর দিলেন, আমার পিতা-
হইতে অনেক সৎকর্ম্ম তোমাদের সাক্ষাতে প্রকাশ
করিয়াছি, তাহার কোন কর্ম্মের নিমিত্তে আমাকে প্রস্ত-
৩৩ রাঘাত কর? যিহূদীয়েরা তাঁহাকে এই উত্তর দিল,
সৎকর্ম্মের নিমিত্তে নহে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার নিমিত্তে,
বিশেষতঃ তুমি মানুষ আপনাকে ঈশ্বর করিয়া মান,
৩৪ এই জন্যে তোমাকে প্রস্তরাঘাত করি। তখন যীশু উত্তর
করিলেন, "আমি কহিলাম, তোমরা ঈশ্বরগণ," এই
৩৫ বচন তোমাদের শাস্ত্রে কি লিখিত নাই? যাহাদের
নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে
যদি ঈশ্বরগণ বলা যায়, এবং ধর্ম্মগ্রন্থের লোপ হইতে
৩৬ পারে না, তবে আমি ঈশ্বরের পুত্র, আমার এই কথা
প্রযুক্ত তোমরা পিতাকর্তৃক পবিত্রীকৃত ও জগতে প্রেরিত
৩৭ ব্যক্তিকে কি প্রকারে ঈশ্বরনিন্দক করিয়া বল? আমার
পিতার কর্ম্ম যদি আমি না করি, তবে আমাতে প্রত্যয়
৩৮ করিও না। কিন্তু যদি করি, তবে আমাতে প্রত্যয় না
করিলেও কার্য্যেতে প্রত্যয় কর; তাহাতে পিতা যে আ-
মাতে আছেন, এবং আমি যে তাঁহাতে আছি, ইহা
জ্ঞাত হইয়া বিশ্বাস করিবা।

৩৯ তখন তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল,
৪০ কিন্তু তিনি তাহাদের হস্তহইতে রক্ষা পাইলেন। অনন্তর
তিনি আর বার যর্দ্দন্ নদীর পারে, যে স্থানে যোহন্

পূর্ব্বে বাপ্তাইজ করিত, সেই স্থানে গিয়া বাস করি-
৪১ লেন। তাহাতে অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল,
যোহন্ কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করে নাই, কিন্তু এ ব্যক্তির
বিষয়ে যোহন্ যে২ কথা কহিয়াছিল, সে সকলই সত্য।
৪২ আর সে স্থানে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল

১১ অধ্যায়।

১ পরে মরিয়ম ও তাহার ভগিনী মার্থা যে বৈথনিয়া
গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামস্থ ইলিয়াসর নামে এক জন
২ পীড়িত ছিল। উক্ত মরিয়ম সেই যে প্রভুকে সুগন্ধি
তৈল মাখাইয়া আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছিয়া
দিল; এবং ঐ পীড়িত ইলিয়াসর তাহার ভ্রাতা।
৩ অপর তাহার ভগিনীরা যীশুর নিকটে এই কথা কহিয়া
পাঠাইল, হে প্রভো, দেখুন, আপনি যাহাকে প্রেম
৪ করেন, সে পীড়িত আছে। তখন যীশু এ সমাচার শুনি-
য়া কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর নিমিত্তে হইল না, কিন্তু
ঈশ্বরের মহিমার নিমিত্তে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রের মহি-
৫ মা যেন তাহাদ্বারা প্রকাশ পায়। যীশু ঐ মার্থাকে ও
তাহার ভগিনীকে এবং ইলিয়াসরকে প্রেম করিতেন,
৬ তত্রাপি তাহার পীড়ার কথা শুনিয়া যে স্থানে ছিলেন,
সেই স্থানে আর দুই দিবস রহিলেন।
৭ সেই দুই দিনের পরে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন,
৮ আইস, আমরা পুনর্ব্বার যিহূদাদেশে যাই। তাহাতে
শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল; হে গুরো, অল্প দিন হইল
যিহূদীয়েরা আপনাকে প্রস্তরাঘাত করিতে চেষ্টা করিয়া-
৯ ছিল, তথাচ কি আর বার সে স্থানে যাইবেন? যীশু
উত্তর করিলেন, দিবস কি বারো ঘড়ি নয়? দিবসে
গমন করিলে কেহ উছোট খায় না; কেননা সে এই

১০ জগতের দীপ্তি দেখে। কিন্তু রাত্রিতে গমন করিলে
১১ উছোট খায়, যেহেতুক তাহার দীপ্তি নাই। এই কথা
কহিলে পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমাদের বন্ধু
ইলিয়াসর নিদ্রাগত হইয়াছে, কিন্তু আমি নিদ্রাহইতে
১২ তাহাকে জাগ্রৎ করিতে যাইতেছি। তাহাতে তাঁহার
শিষ্যেরা কহিল, হে গুরো, সে যদি নিদ্রিত হইয়া
১৩ থাকে, তবে রক্ষা পাইবে। যীশু তাহার মৃত্যুর বিষয়ে
সেই কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু নিদ্রাতে শয্যাগত হও-
নের বিষয়ে তিনি কহিয়াছিলেন, তাহাদের এমন বোধ
১৪ হইয়াছিল। অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে
১৫ কহিলেন, ইলিয়াসর্ মরিয়াছে; কিন্তু আমি সে স্থানে
ছিলাম না ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে, অর্থাৎ তো-
মরা বিশ্বাস করিবা, এই নিমিত্তে আনন্দ করিতেছি;
১৬ তথাপি আইস, আমরা তাহার কাছে যাই। তখন
থোমা, অর্থাৎ দিদুমঃ (যমক), আপনার সঙ্গি শিষ্য-
দিগকে কহিল, চল, আমরা ও যাইয়া তাঁহার সঙ্গে
১৭ মরি। অতএব যীশু আসিয়া চারি দিনাবধি কবরস্থ ইলি-
১৮ য়াসরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আর বৈথনিয়া যি-
১৯ রূশালমের নিকটবর্ত্তি, কেবল এক ক্রোশমাত্র দূর, এবং
মার্থাকে ও মরিয়মকে ভ্রাতৃশোক সান্ত্বনা করিতে অনেক
যিহূদীয়েরা তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল।

২০ অনন্তর মার্থা যীশুর আগমনের সংবাদ পাইবামাত্র
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, কিন্তু মরিয়ম গৃহে
২১ বসিয়া রহিল। অপর মার্থা যীশুকে কহিল, হে প্রভো,
আপনি যদি এ স্থানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা
২২ মরিত না। কিন্তু এখনও আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের
কাছে যে কিছু প্রার্থনা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনা-
২৩ কে দিবেন। যীশু কহিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে।

২৪ মার্থা তাঁহাকে কহিল, শেষদিনে পুনরুত্থান সময়ে সে
২৫ উঠিবে, তাহা জানি। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন,
২৬ আমি উত্থিতি ও জীবন। যে কেহ আমাতে বিশ্বাস
করে, সে মরিলেও জীবিত হইবে; এবং যে কেহ জী-
বিত হইয়া আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনো মরিবে
২৭ না; ইহা কি বিশ্বাস কর? সে কহিল, হাঁ প্রভো। এই
জগতে যাহাকে অবতীর্ণ হইতে হয়, আপনি সেই ঈশ্ব-
২৮ রের পুত্র খ্রীষ্ট, এমন বিশ্বাস করিতেছি। ইহা বলিয়া
সে যাইয়া আপন ভগিনী মরিয়মকে গোপনে ডাকিয়া
কহিল, গুরু উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তোমাকে ডাকি-
২৯ তেছেন। এ কথা শুনিয়া সে ত্বরায় উঠিয়া তাঁহার নি-
৩০ কটে গেল। তখন যীশু গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন
নাই; যে স্থানে মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-
৩১ ছিল, সেই স্থানে ছিলেন। আর যে যিহূদীয়েরা মরি-
য়মের সহিত গৃহে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল,
তাহারা তাহাকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া,
সে কবরস্থানে রোদন করিতে যাইতেছে, ইহা বলিয়া
৩২ তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। পরে যে স্থানে যীশু ছি-
লেন, মরিয়ম সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া
তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি
৩৩ এ স্থানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। যীশু
তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে আগত যিহূদীয়দিগকে রো-
দন করিতে দেখিয়া আত্মাতে শোকার্ত্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া
কহিলেন, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? তাহারা কহিল,
৩৪ হে প্রভো, আসিয়া দেখুন। যীশু অশ্রুপাত করিলেন।
৩৫ অতএব যিহূদীয়েরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন
৩৬ প্রেম করিতেন! এবং তাহাদের কেহ২ বলিল, এই যে
৩৭ ব্যক্তি অন্ধকে চক্ষু দিলেন, ইনি কি উহার মৃত্যু নি-

৩৮ বারণ করিতে পারিতেন না? তাহাতে যীশু পুনর্ব্বার অন্তরে শোকার্ত্ত হইয়া কবরের নিকটে আইলেন; সেই কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার মুখেতে এক খান
৩৯ প্রস্তর ছিল। তখন যীশু কহিলেন, এই প্রস্তর সরাইয়া দেও। তাহাতে মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা কহিল, হে প্রভো, এখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে, কেননা
৪০ অদ্য চারি দিন হইল কবরে আছে। যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবা, এ কথা কি তোমাকে কহি নাই? তখন
৪১ তাহারা মৃত ব্যক্তির কবরহইতে প্রস্তর সরাইলে যীশু ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, আমার নিবেদন
৪২ শুনিয়াছ, এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করি। আর তুমি সতত আমার কথা শুনিয়া থাক, তাহা আমি জানি; কিন্তু নিকটে দণ্ডায়মান এই সকল লোকদের নিমিত্তে, অর্থাৎ তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা যেন তাহারা বিশ্বাস করে, তন্নিমিত্তে এই কথা কহিলাম।
৪৩ ইহা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হে ইলিয়াসর,
৪৪ বাহিরে আইস। তাহাতে সে মৃত লোক বাহিরে আইল। কিন্তু তাহার চরণ ও হস্ত কবরবস্ত্রে বদ্ধ ও মুখ গাত্রমার্জ্জনীতে আচ্ছাদিত ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বন্ধন সকল মুক্ত করিয়া ইহাকে গমন করিতে
৪৫ দেও। তখন মরিয়মের নিকটে আগত যিহূদীয় লোকদের মধ্যে অনেকে যীশুর এই কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাতে
৪৬ বিশ্বাস করিল; কিন্তু অন্য কেহ২ ফিরূশিদের নিকটে গিয়া যীশুর এই কর্ম্মের সংবাদ দিল।

৪৭ পরে প্রধান যাজকগণ ও ফিরূশিবর্গ সভা করিয়া বলিল, আমরা কি করিব? এ মনুষ্য অনেক২ আশ্চর্য্য
৪৮ কর্ম্ম করিতেছে; যদি তাহাকে থাকিতে দি, তবে তাবৎ

লোক তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে; এবং রোমীয় লোকেরা আসিয়া আমাদের ভূমি ও জাতি হস্তগত করিবে। তখন
৪৯ তাহাদের মধ্যে কিয়ফা নামে যে ব্যক্তি সেই বৎসরে মহাযাজকের পদে নিযুক্ত ছিল সে তাহাদিগকে কহিল,
৫০ তোমরা কিছুই বুঝ না; আর সমস্ত জাতির বিনাশ অপেক্ষা বরঞ্চ লোকদের নিমিত্তে এক জনের মরণ
৫১ আমাদের পক্ষে ভাল, ইহাও বিবেচনা কর না। এই কথা সে নিজ বুদ্ধিতে বলিল তাহা নয়; কিন্তু সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে সে ভবিষ্যদ্বক্তৃরূপে এই কথা কহিল, যে সেই জাতির নিমিত্তে যীশুকে মরিতে হইবে।
৫২ আর কেবল সেই জাতির নিমিত্তে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ছিন্নভিন্ন সন্তানদিগকে একত্র করিয়া একী করণার্থেও
৫৩ (তাঁহাকে মরিতে হইল)। অতএব সেই দিনাবধি তা-
৫৪ হারা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল। এই জন্যে যীশু যিহূদীয়দের মধ্যে প্রকাশরূপে আর গতায়াত না করিয়া তথাহইতে প্রান্তরের নিকটবর্ত্তি প্রদেশের ইফ্রায়িম নামক নগরে গিয়া আপন শিষ্যদের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

৫৫ পরে যিহূদীয়দের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট হইলে ঐ পর্ব্বের পূর্ব্বে আপনাদিগকে শুচি করিবার জন্যে অনে-
৫৬ কে পল্লীগ্রামহইতে যিরূশালমে উপস্থিত হইল; তাহারা যীশুর অন্বেষণ করিত, এবং মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর কহিত, তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কি
৫৭ এই পর্ব্বে আসিবেন না? আর তিনি কোথায় আছেন, তাহা যদি কেহ জানে, তবে দেখাইয়া দিউক, প্রধান যাজকেরা ও ফিরূশিবর্গ তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্তে পূর্ব্বে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল।

---

১২ অধ্যায়।

১ অপর নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিন পূর্ব্বে যীশু যে ইলিয়াসরকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন, তা-
২ হার বাসস্থান বৈথনিয়া গ্রামে আইলেন। সে স্থানে তাঁহার নিমিত্তে রাত্রিতে ভোজ প্রস্তুত হইলে মার্থা পরিচর্য্যা করিল, এবং তাঁহার সঙ্গি ভোজনকারিদের মধ্যে
৩ ইলিয়াসর এক জন ছিল। তখন মরিয়ম অর্দ্ধসের বহুমূল্য প্রকৃত জটামাংসীর আতর আনিয়া যীশুর চরণে মর্দ্দন করিয়া আপন কেশদ্বারা মুছিতে লাগিল; তাহাতে
৪ আতরের সৌরভেতে গৃহ আমোদিত হইল। তখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরে তাঁ-
৫ হাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল, সেই সিমোনের পুত্র ঈষ্কোরিয়োতীয় যিহূদা কহিল, এই আতর কেন তিন শত সিকিতে বিক্রীত হইল না, এবং তাহার মূল্য
৬ দরিদ্রদিগকে কেন দেওয়া গেল না? সে যে দরিদ্র লোকদের জন্যে চিন্তা করিয়া এই কথা কহিল, তাহা নয়; কিন্তু সে নিজে চোর, আর তাহার নিকটে টাকার থলী থাকাতে তন্মধ্যে যাহা দেওয়া যাইত, তাহা হরণ
৭ করিত, এই জন্যে কহিল। তখন যীশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে দেও, আমার কবর দেওনের দিনের নিমিত্তে
৮ সে তাহা রাখিয়াছে। কেননা তোমাদের নিকটে দরি-
৯ দ্রেরা সতত থাকে, কিন্তু আমি সতত থাকি না। পরে যীশু তথায় আছেন ইহা জানিতে পাইয়া অনেক যিহূদীয়েরা সেই স্থানে আইল, কেবল যীশুর নিমিত্তে আইল তাহা নয়, কিন্তু যাহাকে তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ইলিয়াসরকেও দে-
১০ খিবার নিমিত্তে। আর প্রধান যাজকেরা ইলিয়াসরকেও

১১ বধ করিতে মন্ত্রণা করিল, কেননা তাহারই নিমিত্তে অনেক যিহূদি লোক যাওয়াতে যীশুতে বিশ্বাস করিতে লাগিল।
১২ পরদিনে যীশু যিরূশালমে আসিতেছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া পর্ব্বে আগত অনেক২ লোক খর্জ্জূর পত্রাদি লইয়া
১৩ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, ধন্য ইস্রায়েলের রাজা, যিনি
১৪ পরমেশ্বরের নামে আসিতেছেন। তখন "হে সিয়োনের "কন্যে ভয় করিও না, দেখ, তোমার রাজা গর্দ্দভীর
১৫ "শাবকারূঢ় হইয়া আসিবেন," শাস্ত্রের এই বচনানুসারে যীশু এক যুবগর্দ্দভকে পাইয়া তদুপরি বসিলেন।
১৬ আর প্রথমে তাঁহার শিষ্যেরা এই ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝিল না, কিন্তু যীশু মহিমা প্রাপ্ত হইলে পরে, এই কথা যে তাঁহার বিষয়ে লিখিত ছিল, এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি এই কর্ম্ম করিয়াছিল, ইহা তাহাদের
১৭ স্মরণে হইল। আর তাঁহার সহগামি লোকসমূহ তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিল, ইনি ইলিয়াসরকে কবর-হইতে আসিতে ডাকিলেন ও মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থা-
১৮ পন করিলেন। এবং তিনি সেই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা লোকেরা শুনিয়াছিল, এই কারণ তাঁহার
১৯ সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। তাহাতে ফিরূশিরা পরস্পর বলিতে লাগিল, তোমাদের তাবৎ চেষ্টা বৃথা হইতেছে তাহা কি বুঝ না? দেখ, জগৎ সংসার তাহার পশ্চাদ্গামী হইল।
২০ অপর ভজনা করণার্থে পর্ব্বে আগত লোকদের মধ্যে
২১ কএক জন গ্রীক লোক ছিল; তাহারা গালীলীয় বৈৎসৈদা নিবাসি ফিলিপের নিকটে আসিয়া কহিল, হে
২২ মহাশয় আমরা যীশুকে দেখিতে বাঞ্ছা করি। তাহাতে ফিলিপ যাইয়া আন্দ্রিয়কে কহিল; পরে আন্দ্রিয় ও

২৩ ফিলিপ যীশুকে সংবাদ দিল। তখন যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, মনুষ্যপুত্রের মহিমা প্রাপ্তির সময়
২৪ উপস্থিত হইল। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, গোমের বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া যদি না মরে, তবে একমাত্র থাকে, কিন্তু যদি মরে তবে বহুগুণ ফল
২৫ ধরে। যে জন আপন প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে জন ইহলোকে আপন প্রাণকে অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের নিমিত্তে
২৬ তাহা রক্ষা করিবে। কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা স্বীকার করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক; তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে; এবং যে জন আমার পরিচর্য্যা করে, আমার পিতা তাহার সম্ভ্রম করিবেন।

২৭ সম্প্রতি আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে, অতএব হে পিতঃ, এই সময়হইতে আমাকে রক্ষা কর, ইহা কি কহিব? কিন্তু এই সময়ের নিমিত্তে আমি অবতীর্ণ হই-
২৮ য়াছি। হে পিতঃ, আপন নামের মহিমা প্রকাশ কর; তাহাতে স্বর্গহইতে এই বাণী আইল, 'আমি তাহার মহিমা প্রকাশ করিয়াছি, পুনর্ব্বার প্রকাশ করিব।'
২৯ এমন রব শুনিয়া দণ্ডায়মান লোকদের কেহ২ বলিল, মেঘগর্জ্জন হইল; আর কেহ২ বলিল, কোন স্বর্গদূত
৩০ ইহাঁর সহিত কথা কহিল। তখন যীশু উত্তর করিলেন, ঐ শব্দ আমার নিমিত্তে হইল না, কিন্তু তোমাদেরই
৩১ নিমিত্তে। এখন এ জগতের বিচার হইতেছে, এখন এই
৩২ জগৎপতি বহিষ্কৃত হইবে। আর ভূমিহইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইলে আমি সকলকে আপনার নিকটে আকর্ষণ
৩৩ করিব। তিনি কি প্রকার মৃত্যু ভোগ করিবেন, তাহা
৩৪ বুঝাইবার নিমিত্তে এই কথা কহিলেন। তখন লোকেরা

কহিল, অভিষিক্ত ত্রাতা অনন্তকাল থাকেন, ইহা আমরা ব্যবস্থাগ্রন্থহইতে শুনিয়াছি; তবে মনুষ্যপুত্রকে উত্থাপিত হইতে হইবে, এমন কথা কি প্রকারে বলি-
৩৫ তেছ? সেই মনুষ্যপুত্র কে? তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আর অল্প কালমাত্র দীপ তোমাদের সঙ্গে আছে; দীপ থাকিতে গমন কর, নতুবা অন্ধকারে মগ্ন হইবা; যে জন অন্ধকারে গমন করে সে কোথায় যায়
৩৬ তাহা জানে না। অতএব তোমরা যেন দীপ্তির সন্তান হও, এই জন্যে তোমাদের নিকটে দীপ থাকিতে সেই দীপে বিশ্বাস কর। এই কথা বলিয়া যীশু প্রস্থান করিয়া তাহাদের হইতে আপনাকে গুপ্ত করিলেন।

৩৭ যদ্যপি তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তথাচ তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল
৩৮ না। ইহাতে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "হে পরমেশ্বর, আমাদের সংবাদ শুনিয়া "কে বিশ্বাস করিল? এবং পরমেশ্বরের বাহু কাহার
৩৯ "প্রতি প্রকাশিত হইল?" এই কারণ তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, যেহেতুক আর এক স্থানে যিশা-
৪০ য়িয় কহিয়াছে, যথা, "তাহারা চক্ষুতে দেখিয়া ও অন্তঃ- "করণে বুঝিয়া মন ফিরাইলে আমি যেন তাহাদিগকে "সুস্থ না করি, এই নিমিত্তে তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ
৪১ "করিয়াছেন ও তাহাদের বুদ্ধি স্থূল করিয়াছেন।" যি- শায়িয় যখন তাঁহার মহিমা দেখিয়া তাঁহার বিষয়ে কথা
৪২ কহিল, তখন ইহা কহিয়াছিল। তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু যেন অব্যবহার্য্য না হয়, এই অভিপ্রায়ে ফিরূশিদের ভয়ে তাঁহাকে স্বী-
৪৩ কার করিল না; কেননা ঈশ্বরের প্রশংসা অপেক্ষা তাহারা মনুষ্যদের প্রশংসা ভাল বাসিত।

৪৪ তখন যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যে জন আমাতে বি-
শ্বাস করে, সে আমাতে বিশ্বাস করে তাহা নয়, কিন্তু
৪৫ আমার প্রেরণকর্ত্তাতেই বিশ্বাস করে; এবং যে জন
আমাকে দর্শন করে. সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই দর্শন
৪৬ করে। যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে. সে যেন অন্ধ-
কারে না থাকে, এই জন্যে আমি দীপস্বৰূপ হইয়া এই
৪৭ জগতে আসিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া যে জন বিশ্বাস
না করে, তাহাকে আমি দোষী করি না. যেহেতুক
আমি জগতের দোষ স্থির করিতে আসি নাই, কিন্তু
৪৮ জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি। যে কেহ আমা-
কে অশ্রদ্ধা করে. এবং আমার কথা অগ্রাহ্য করে,
তাহার দোষ অন্যে নিশ্চয় করিবে; ফলতঃ যে কথা
আমি কহিয়াছি, সেই কথা শেষ দিনে তাহাকে দোষী
৪৯ করিবে। যেহেতুক আমি আপনাহইতে কিছু কহি নাই;
কি২ কহিতে হয় ও কি২ উপদেশ দিতে হয়, তাহা
আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন।
৫০ আর তাঁহার সেই আজ্ঞা অনন্ত জীবনদায়ক, তাহা আমি
জানি; অতএব আমি যে কিছু কহি. তাহা পিতা যেমন
আজ্ঞা করিয়াছেন তেমনি কহি।

১৩ অধ্যায়।

১ অপর নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে যীশু এই জগৎহইতে পি-
তার কাছে আপনার গমন সময় সন্নিকট জানিয়া এই
জগন্নিবাসি আপনার যে আত্মীয় লোকদিগকে প্রেম করি-
২ তেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন। বিশেষতঃ
রাত্রিভোজের সময়ে শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয়
যিহূদার অন্তঃকরণে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবার
৩ মনস্থ শয়তানকর্তৃক জাত হইলে পরে, যীশু ভোজহইতে

জানিলেন, এবং পিতা আমার হস্তে সমস্তই সমর্পণ
করিয়াছেন, আর আমি ঈশ্বরের নিকটহইতে আসিয়াছি
৪ এবং ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছি, এ সকল জানিয়া উঠি-
য়াও তিনি বস্ত্র খুলিয়া এক খান গামছা লইয়া তদ্দ্বারা
৫ আপনার কটি বন্ধন করিলেন। পরে প্রক্ষালনপাত্রে
জল ঢালিয়া শিষ্যদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া ঐ কটি-
৬ বন্ধনের গাত্রমার্জনীদ্বারা মুছিতে লাগিলেন। তাহাতে
শিমোন পিতরের নিকটে আইলে সে তাঁহাকে কহিল,
হে প্রভো, আপনি কি আমার পাদ প্রক্ষালন করিবেন?
৭ যীশু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, আমি যাহা করি-
তেছি, তাহা সম্প্রতি জান না, কিন্তু ইহার পরে জা-
৮ নিবা। তাহাতে পিতর কহিল, আপনি কখনও আমার
পাদ প্রক্ষালন করিতে পাইবেন না। যীশু তাহাকে
উত্তর দিয়া কহিলেন, যদি তোমার প্রক্ষালন না করি,
৯ তবে আমাতে তোমার কোন অংশ নাই। তখন শি-
মোন পিতর কহিল, হে প্রভো, তবে কেবল পাদ নয়,
১০ আমার হস্ত ও মস্তকও প্রক্ষালন করুন। তাহাতে যীশু
তাহাকে কহিলেন, যে জন স্নান করিয়াছে, তাহার
সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কৃত হওয়াতে পাদ প্রক্ষালন ব্যতিরেকে
আর প্রক্ষালনের প্রয়োজন নাই; আর তোমরা পরি-
১১ ষ্কৃত আছ, কিন্তু সকলে নহ। কেননা যে জন তাঁহা-
কে শত্রুহস্তগত করিবে, তাহাকে তিনি জ্ঞাত ছিলেন।
এই জন্যে কহিলেন, তোমরা সকলে পরিষ্কৃত নহ।
১২ এই প্রকারে তাহাদের পাদ প্রক্ষালন করিলে পরে
তিনি নিজ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভোজে বসিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি কর্ম্ম
১৩ করিলাম, তাহা জান? তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু
করিয়া বলিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা

১৪ আমি সেই বটি। আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যদি তোমাদের পাদ প্রক্ষালন করিলাম, তবে তোমাদেরও পর-
১৫ স্পর পাদ প্রক্ষালন করা উচিত। আমি তোমাদের প্রতি যেমন করিয়াছি, তোমরাও যেন তদ্রূপ কর, এই
১৬ জন্যে তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কর্ত্তাহইতে দাস বড় নয়,
১৭ এবং প্রেরকহইতে প্রেরিত বড় নয়। এই সকল যদি
১৮ জান, তবে তাহা করিলে ধন্য হইবা। তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি ইহা কহিতেছি তাহা নয়; আমি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছি, তাহাদিগকে জানি; কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তকের এই বাক্য সফল হওয়া আবশ্যক, যথা, "যে জন আমার রুটী আহার করে সে আমার
১৯ বিরুদ্ধে পাদমূল উঠায়।" ইহা যখন ঘটিবে, তখন আমি যে সেই ব্যক্তি, এমন বিশ্বাস যেন তোমাদের হয়, এই জন্যে ঘটনের পূর্ব্বে এখন তোমাদিগকে জা-
২০ নাইলাম। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে জন আমার প্রেরিত লোককে গ্রাহ্য করে সে আমাকেই গ্রাহ্য করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে।

২১ এই কথা কহিয়া যীশু মনে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রমাণ দিয়া কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি
২২ তোমাদের এক জন আমাকে শত্রুহস্তগত করিবে। তাহাতে তিনি কাহার কথা কহিলেন, শিষ্যেরা তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ
২৩ হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তখন যে শিষ্য যীশুর প্রিয়তম, সে তাঁহার বক্ষঃস্থলে গাত্র দিয়া
২৪ উপবিষ্ট ছিল। অতএব তিনি কাহার বিষয়ে কহিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে শিমোন পিতর ইঙ্গিত-
২৫ দ্বারা সেই শিষ্যকে প্রবৃত্তি দিল। তাহাতে সে যীশুর

বক্ষঃস্থলে হেলান দিয়া জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, সে কোন্
২৬ ব্যক্তি? যীশু উত্তর করিলেন, এই খণ্ড রুটী ডুবাইয়া
যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া শি-
২৭ মোনের পুত্র ঈষ্কোরিয়োতীয় যিহূদাকে দিলেন। সেই
খণ্ড পাইলে পর শয়তান তাহাতে প্রবেশ করিল;
তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাহা করিবা, তাহা শীঘ্র
২৮ কর। কিন্তু তিনি কি ভাবে এ কথা কহিলেন, তাহা
২৯ ভোজে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে কেহ জানিল না; বরঞ্চ
যিহূদার কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ বোধ করিল,
যীশু তাহাকে পর্ব্বের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কোন সা-
মগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে, কিম্বা দরিদ্রদিগকে কিছু
৩০ বিতরণ করিতে বলিয়া থাকিবেন। অতএব রুটী খণ্ড
গ্রহণ করিবামাত্র সেই ব্যক্তি বাহিরে গেল; তখন
রাত্রি ছিল।

৩১ সে বাহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন, এখন মনুষ্য-
পুত্রের মহিমা প্রকাশ পাইল। এবং তাঁহার দ্বারা
৩২ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে ঈশ্বরও
আপনার দ্বারা তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবেন, ও
৩৩ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন। হে বালকগণ, আর কিঞ্চিৎ
কালমাত্র আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আ-
মার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু আমি যেমন যিহূদীয়দিগকে
কহিয়াছিলাম, তদ্রূপ এখন তোমাদিগকেও কহিতেছি,
যে স্থানে যাইতেছি, সে স্থানে তোমরা যাইতে পার
৩৪ না। তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তো-
মাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও পরস্পর তদ্রূপ
প্রেম কর, এই এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দিতেছি।
৩৫ যদি পরস্পর প্রেম কর, তবে তাহার দ্বারা তোমরা যে
আমার শিষ্য, ইহা সকলে জানিতে পারিবে।

৩৬ শিমোন্ পিতর তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি যে স্থানে যাইতেছি, সেই স্থানে তুমি সম্প্রতি আমার পশ্চাদ্গামন করিতে পার না, কিন্তু পরে আ-
৩৭ মার পশ্চাদ্গামন করিবা। তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিল, হে প্রভো, সম্প্রতি কি জন্যে তোমার পশ্চাদ্গামন করিতে পারি না? তোমার নিমিত্তে আমি প্রাণ দিব।
৩৮ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমার জন্যে তুমি প্রাণ দিবা? সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, কুকুড়া-ডাকের পূর্ব্বে তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা।

১৪ অধ্যায়।

১ তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরেতে বি-
২ শ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসা আছে, নতুবা অগ্রে তোমাদিগকে
৩ জানাইতাম। আমি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাই। আর আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে।
৪ আর আমি যে স্থানে যাইতেছি, সে স্থান তোমরা জান,
৫ এবং তাহার পথও জান। তখন থোমা কহিল, হে প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন তাহা আমরা জানি
৬ না, তবে পথ কি প্রকারে জানিতে পারি? যীশু তাহাকে কহিলেন; আমিই পথ ও সত্যতা ও জীবন; আমা দিয়া না গেলে কেহ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না।
৭ আমাকে যদি জানিতা, তবে আমার পিতাকেও জানিতা, আর এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়া থাক।

৮ তখন ফিলিপ তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও, তাহাতে আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ ৯ হইবে। যীশু উত্তর করিলেন, হে ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তথাপি আমাকে কি চিন না? যে জন আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল; তবে আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও, এ ১০ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ? আমি পিতাতে আছি, এবং পিতা আমাতে আছেন, ইহা কি বিশ্বাস কর না? আমি তোমাদিগকে যে২ কথা কহি, তাহা আপনাহইতে কহি না; কিন্তু পিতা যিনি আমাতে বাস করেন, তিনিই ১১ সকল কর্ম্ম করেন। আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন, আমার এই কথাতে প্রত্যয় কর; নতুবা ১২ কর্ম্ম প্রযুক্ত প্রত্যয় কর। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে২ কর্ম্ম আমি করিতেছি আমাতে বিশ্বাসকারি লোকও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবে, বরঞ্চ তাহাহইতেও মহৎ কর্ম্ম করিবে; যেহেতুক আমি পিতার ১৩ নিকটে যাইতেছি। আর পুত্রদ্বারা যেন পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়, এই নিমিত্তে আমার নামে যে কিছু ১৪ প্রার্থনা করিবা, তাহা আমি সিদ্ধ করিব। যদি আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা সিদ্ধ করিব।

১৫ যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল ১৬ পালন কর। আর আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিব, তাহাতে যিনি নিরন্তর তোমাদের সহিত থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে পিতা তোমাদিগকে দিবেন, ১৭ অর্থাৎ সত্যতার আত্মাকে দিবেন, এই জগতের লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা তাহারা তাঁহাকে দেখে না এবং চিনে না; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে চিন, যেহেতুক তিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, ও

১৮ তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, পুনর্ব্বার তোমাদের নিকটে আসিব।
১৯ আর অল্প কাল গেলে এই জগতের লোক আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবা; কারণ আমি জীবন বিশিষ্ট হওয়াতে তোমরাও জীবিত
২০ হইবা। আর আমি পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদিগেতে আছি, ইহা সেই দিনে
২১ জানিতে পাইবা। আমার আজ্ঞাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি তাহা পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে, আর যে জন আমাকে প্রেম করে সেই আমার পিতার প্রিয় পাত্র হইবে; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিয়া তাহার
২২ নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিব। তখন ঈষ্করিয়োতীয় ভিন্ন অন্য যিহূদা তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি জগতের লোকদের কাছে সপ্রকাশ না হইয়া আমাদের
২৩ কাছে সপ্রকাশ হইবেন কেন? যীশু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; তাহাতে আমার পিতাও তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে
২৪ আসিয়া তাহার সহিত বাস করিব। যে কেহ আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য পালন করে না; আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, সে আমার নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার।

২৫ তোমাদের নিকটে থাকিবার সময়ে আমি এই সকল
২৬ কথা কহিলাম; কিন্তু ঐ শান্তিকর্ত্তা, অর্থাৎ যে পবিত্র আত্মা আমার নামে পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইবেন, তিনি তাবৎ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া তোমাদের প্রতি উক্ত আ-
২৭ মার সমস্ত কথা তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন। আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমার নিজ

শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগতের লোক
২৮ যেমন দান করে, আমি তদ্রূপ দান করি না; তোমা-
দের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন ও ভীত না হউক। আমি যাইয়া
পুনর্ব্বার তোমাদের কাছে আসিব, আমার উক্ত এই
কথা তোমরা শুনিয়াছ; যদি আমাকে প্রেম কর, তবে
পিতার নিকটে যাই, আমার এ কথাতে তোমাদের
আহ্লাদ জন্মিবে; কেমনা আমা অপেক্ষা আমার পিতা
২৯ মহান্। আর ইহা যখন ঘটিবে, তখন যেন তোমা-
দের বিশ্বাস জন্মে, এই নিমিত্তে আমি ঘটনার পূর্ব্বে
৩০ এখন তোমাদিগকে জানাইলাম। তোমাদের সহিত আ-
মার আর বিস্তর আলাপ হইবে না; কারণ এই জগৎ-
পতি আসিতেছে, তথাপি আমাতে তাহার কোন অধি-
৩১ কার নাই। কিন্তু আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং
পিতার আজ্ঞামত কর্ম্ম করি, জগতের লোক যেন ইহা
জ্ঞাত হয়, এই জন্যে উঠ, আমরা এ স্থানহইতে
প্রস্থান করি।

১৫ অধ্যায়।

১ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, এবং আমার পিতা
২ মালিস্বরূপ। আমার যে সকল শাখাতে ফল হয় না, তাহা
তিনি দূর করিয়া ফেলেন; এবং ফলবতী শাখা সকলেতে
যেন আরও অধিক ফল ধরে, এই জন্যে তাহা পরিষ্কার
৩ করেন। আমি তোমাদিগকে যে বাক্য কহিয়াছি, তা-
৪ হার গুণে তোমরা এখন পরিষ্কৃত আছ। আমাতে থাক,
তাহাতে আমিও তোমাদিগেতে থাকিব; যেহেতুক দ্রা-
ক্ষালতাতে সংলগ্ন না থাকিলে তাহার শাখা যেমন আ-
পনা আপনি ফলবতী হইতে পারে না, তদ্রূপ আমাতে
৫ না থাকিলে তোমরাও ফলবান হইতে পার না। আমি

দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখাস্বরূপ; যে জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সে প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।
৬ যে কেহ আমাতে না থাকে, সে শাখার ন্যায় বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়; পরে লোকেরা তাহা কুড়াইয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দগ্ধ করে।
৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে যে কিছু চাহিবা, তাহারই নিমিত্তে প্রার্থনা করিবা, তাহাতে তাহা প্রাপ্ত হইবা।
৮ আর তোমরা যদি প্রচুর ফলে ফলবান্ হও, তবে তাহা-দ্বারা আমার পিতার মহিমা প্রকাশ পাইবে, এবং তো-
৯ মরা আমার শিষ্য হইবা। পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়া থাকেন, আমিও তোমাদিগকে তাদৃশ প্রেম করিয়া
১০ থাকি; তোমরা আমার প্রেমে স্থির থাক। আমি যেমন আপন পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার প্রেমে স্থির থাকিয়া আসিতেছি, তেমনি আমার আজ্ঞা পালন করিলে
১১ তোমরাও আমার প্রেমে স্থির থাকিবা। তোমাদিগেতে আমার আনন্দ যেন থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল
১২ কহিলাম। আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম কর, এই আমার আজ্ঞা।
১৩ বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণদান অপেক্ষা আর বড়
১৪ প্রেম কাহারও নাই। আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার
১৫ বন্ধু। আমি তোমাদিগকে আর দাস করিয়া বলি না, কেননা দাসের প্রভু যাহা করেন, দাস তাহা জানে না; কিন্তু তোমাদিগকে বন্ধু করিয়া বলিলাম, কারণ আমি পিতার নিকটে যাহা২ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সকলই

১৬ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম। তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর তোমরা যাইয়া যেন ফলবান হও, এবং তোমাদের সেই ফল যেন অক্ষয় হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিলাম; তাহাতে আমার নাম করিয়া পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহা তিনি তোমাদিগকে দিবেন।

১৭ তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর, এই নিমিত্তে আমি
১৮ তোমাদিগকে এই সকল আজ্ঞা দিলাম। জগতের লোক যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে মনে কর, তাহারা
১৯ তোমাদের পূর্ব্বে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে। তোমরা যদি জগতের লোক হইতা, তবে জগতের লোক তোমাদিগকে আত্মীয় বুঝিয়া ভাল বাসিত; কিন্তু তোমরা জগতের লোক নহ, আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্যহইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্যে জগতের লোক তোমা-
২০ দিগকে ঘৃণা করে। 'নিজ প্রভু হইতে দাস বড় নয়,' এই যে বাক্য আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি, তাহা স্মরণে রাখ; তাহারা যদি আমাকে তাড়না করিয়াছে, তবে তোমাদিগকেও তাড়না করিবে; আর যদি আমার কথা পালন করিয়াছে, তবে তোমাদের কথাও পালন
২১ করিবে। কিন্তু তাহারা আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদের প্রতি এমন ব্যবহার করিবে, কেননা তাহারা আমার
২২ প্রেরণকর্ত্তাকে জানে না। আমি তাহাদের নিকটে আসিয়া যদি উপদেশ না দিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এক্ষণে তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায়
২৩ নাই। যে জন আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতা-
২৪ কেও ঘৃণা করে। যেরূপ কর্ম্ম আর কেহ কখনো করে নাই, এমন কর্ম্ম যদি তাহাদের মধ্যে না করিতাম, তবে

তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহারা দেখি-
২৫ য়াও আমাকে এবং আমার পিতাকে ঘৃণা করিল। কে-
ননা 'তাহারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করে,' তাহাদের
২৬ শাস্ত্রে লিখিত এই বাক্যকে সফল হইতে হইল। কিন্তু
আমি পিতার নিকট হইতে সেই শান্তিকর্ত্তাকে, অর্থাৎ
পিতার নিকট হইতে নির্গমনকারি সত্যতার আত্মাকে
তোমাদের কাছে প্রেরণ করিব। তিনি যখন আসিবেন,
২৭ তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। এবং তোমরাও
সাক্ষ্য দিবা, কারণ তোমরা প্রথমাবধি আমার সঙ্গে আছ।

১৬ অধ্যায়।

১ তোমাদের বিঘ্ন যেন না জন্মে, এই জন্যে তোমা-
২ দিগকে এই সকল বাক্য কহিলাম। লোকেরা তোমা-
দিগকে অব্যবহার্য্য করিবে; বরঞ্চ এমন সময় আসি-
তেছে, যে সময়ে তোমাদিগকে হননকারি প্রত্যেক লোক
মনে২ কহিবে, আমি ঈশ্বরের গ্রাহ্য ধর্ম্মকর্ম্ম করি-
৩ লাম। তাহারা যে তোমাদের প্রতি এমত আচরণ করি-
বে, তাহার কারণ এই, তাহারা পিতাকে জানে না,
৪ আমাকেও জানে না। সেই সময় উপস্থিত হইলে আমি
যে তোমাদিগকে জানাইয়াছি, ইহা যেন তোমাদের
স্মরণ হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল কহি-
লাম। প্রথমাবধি এই কথা তোমাদিগকে কহি নাই,
তাহার কারণ এই, যে আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।
৫ এখন আমি আপন প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইতেছি,
তথাপি কোথায় যাইতেছ? এ কথা তোমাদের কেহই
৬ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু তোমাদিগকে এই সকল
কহিলাম, এই জন্যে তোমাদের অন্তঃকরণ শোকে পরি-
৭ পূর্ণ হইল। তথাপি সত্য করিয়া আমি তোমাদিগকে কহি-

তোহ, আমার গমন তোমাদের হিতজনক, যেহেতুক আমি না গেলে শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁ-
৮ হাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপ ও পুণ্য ও বিচারাজ্ঞা বিষয়ে জগতের লোকদিগকে প্রমাণ দি-
৯ বেন। তিনি পাপের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে তা-
১০ হারা আমাতে বিশ্বাস করে না। এবং পুণ্যের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে আমি আপন পিতার নিকটে
১১ যাইয়া আর তোমাদের দৃশ্য হইব না। এবং বিচারাজ্ঞার বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে এই জগদধিপতির দণ্ডাজ্ঞা করা গিয়াছে।

১২ তোমাদিগকে কহিতে আমার আরও অনেক২ কথা
১৩ আছে; কিন্তু তোমরা এখন তাহা সহিতে পার না। সত্যতার আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথদর্শক হইয়া তোমাদিগকে তাবৎ সত্যতা অবগত করিবেন; ফলতঃ আপনাহইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা২ শুনিবেন, তাহাই কহিবেন, এবং তোমাদিগকে ভাবি ঘটনা
১৪ জ্ঞাত করিবেন। তিনি আমার মহিমা প্রকাশ করিবেন, কেননা যাহা আমার, তাহা লইয়া তোমাদিগকে জানা-
১৫ ইবেন। পিতার যাহা২ আছে, সকলই আমার; এ জন্যে বলিলাম, যাহা আমার তাহা লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

১৬ আর কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবা না; কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় দেখিতে পাইবা, কেননা আমি পিতার নিকটে যাই।
১৭ তখন শিষ্যদের কএক জন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবা না, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় দেখিতে পা-

ইবা, কেননা আমি পিতার নিকটে যাই, এই যে কথা
১৮ ইনি বলিতেছেন, সে কি? তাহারা বলিল, কিঞ্চিৎ কাল
পরে, তাঁহার এই কথার কি অভিপ্রায়? তিনি যাহা
১৯ বলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তখন যীশু
তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা জানিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবা
না, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় দেখিতে
পাইবা, এই যে কথা কহিলাম, তাহার মীমাংসা কি
২০ পরস্পর করিতেছ? সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে
কহিতেছি, তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবা, কিন্তু জগ-
তের লোক আনন্দ করিবে; আর তোমরা শোক করি-
বা বটে, কিন্তু তোমাদের সেই শোক আনন্দ হইয়া
২১ উঠিবে। প্রসবকালে স্ত্রীলোক দুঃখার্ত্ত হয়, কারণ তা-
হার (ক্লেশের) সময় উপস্থিত, কিন্তু [illegible]ক প্রসব
করিলে পর প্রসবদ্বারা নরলোকে মনুষ্য [illegible]হইল, এই
২২ আনন্দেতে তাহার ক্লেশ আর মনে থাকে না। তদ্রূপ
তোমরাও সম্প্রতি শোকার্ত্ত হইতেছ, কিন্তু আমি তো-
মাদিগকে পুনরায় দেখিব, তাহাতে তোমাদের অন্তঃ-
করণ আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ
২৩ কেহ হরণ করিতে পারিবে না। সেই দিনে তোমরা
আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবা না; সত্য
সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার নামে
পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহাই তিনি
২৪ তোমাদিগকে দিবেন। ইহার পূর্ব্বে তোমরা আমার
নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তবে পাইবা,
তাহাতে তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে।

২৫ আমি উপমাকথাদ্বারা এই সকল বিষয় তোমাদিগকে
কহিলাম, কিন্তু যে সময়ে উপমাদ্বারা আর না কহিয়া

স্পষ্টরূপে পিতার বিষয়ে জানাইব, এমন সময় আসি-
২৬ তেছে। সেই সময়ে তোমরা আমার নামে প্রার্থনা করি-
বা, তাহাতে তোমাদের নিমিত্তে আমি পিতাকে বিনতি
২৭ করিব, এমন কথা বলি না; কারণ তোমরা আমাকে
প্রেম করিয়াছ, এবং আমি যে ঈশ্বরের নিকটহইতে
আসিয়াছি, ইহাও বিশ্বাস করিয়াছ, এই জন্যে পিতা আ-
২৮ পনি তোমাদিগকে প্রেম করেন। আমি পিতার নিকট-
হইতে নির্গত হইয়া জগতে আসিয়াছি; আর বার জগৎ
২৯ ত্যাগ করিয়া পিতার নিকটে যাই। তখন তাঁহার শি-
ষ্যেরা বলিল, দেখুন, সম্প্রতি উপমাদ্বারা না কহিয়া আ-
৩০ পনি স্পষ্ট কহিতেছেন। এখন আপনি যে সর্ব্বজ্ঞ, কা-
হারও জিজ্ঞাসার অপেক্ষা করেন না, তাহা আমরা জ্ঞাত
হইলাম; এই কারণ আপনি যে ঈশ্বরের নিকটহইতে
৩১ আসিয়াছেন, তাহাও বিশ্বাস করিতেছি। তাহাতে যীশু
তাহাদিগকে উত্তর দিয়া কহিলেন, এখন কি বিশ্বাস
৩২ করিতেছ? দেখ, যে সময়ে তোমরা সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া
আপন২ পথে যাইয়া আমাকে একাকী ত্যাগ করিবা,
এমন সময় আসিতেছে, বরঞ্চ উপস্থিত হইল; তথাপি
আমি একাকী নহি, কেননা পিতা আমার সঙ্গে আছেন।
৩৩ আমাতে যেন তোমরা শান্তি প্রাপ্ত হও, এ জন্যে তোমা-
দিগকে এই সকল কহিলাম। এই জগতে তোমাদের ক্লেশ
ঘটিবে, কিন্তু সাহস কর, আমি জগৎকে জয় করিয়াছি।

১৭ অধ্যায়।

১ এই সকল কথা কহিয়া যীশু স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি
করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল; তো-
মার পুত্র যেন তোমার মহিমা প্রকাশ করেন, এই
২ জন্যে তুমি আপন পুত্রের মহিমা প্রকাশ কর। যেহে-

তুক তুমি যে সকল তাঁহাকে দান করিয়াছ, তিনি যেন তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দেন, এই জন্যে তুমি তাঁ-
৩ হাকে প্রাণিমাত্রের আধিপত্য দিয়াছ। অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর যে তুমি, তোমাকে এবং তোমার প্রেরিত যীশু
৪ খ্রীষ্টকে যে জ্ঞাত হওয়া, তাহাই অনন্ত জীবন। আমি পৃথিবীতে তোমার মহিমা প্রকাশ করিয়াছি; তুমি আমাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছিলা, তাহা সম্পন্ন
৫ করিয়াছি। অতএব হে পিতঃ, জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে তোমার সন্নিধানে আমার যে মহিমা ছিল, সম্প্রতি সেই মহিমা দিয়া তোমারই সন্নিধানে আমাকে মহি-
৬ মান্বিত কর। তুমি আমাকে জগতের মধ্যহইতে যাহা-দিগকে দান করিয়াছ, সেই মনুষ্যদিগকে আমি তোমার নাম জ্ঞাত করিয়াছি; তাহারা তোমারই ছিল, এবং তুমি আমাকে তাহাদিগকে দান করিয়াছ, আর তাহারা
৭ তোমার বাক্য পালন করিয়াছে। এবং আমাকে যে কিছু দিয়াছ, সে সকলই যে তোমাহইতে উৎপন্ন; তাহা
৮ এখন জানিল। কেননা তুমি আমাকে যে২ বাক্য দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিলাম; আর তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিল, এবং আমি যে তোমার নিকট-হইতে আসিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জানে, এবং তুমি
৯ আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহাও বিশ্বাস করে। তাহা-দেরই নিমিত্তে আমি প্রার্থনা করিতেছি, জগতের লোক-দের নিমিত্তে প্রার্থনা করি না; কিন্তু যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিতেছি, কে-
১০ ননা তাহারা তোমার আছে। এবং যে সকল আমার সে সকল তোমার, এবং যে তোমার সে আমার; এবং
১১ তাহাদের দ্বারা আমার মহিমা প্রকাশ পায়। আমি জগতে আর থাকিব না, কিন্তু ইহারা জগতে থাকিবে,

আমি তোমার নিকটে যাই। হে পবিত্র পিতঃ, আমরা যেমন এক আছি, তদ্রূপ তাহারাও যেন এক হয়, এই জন্যে যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, তাহাদিগকে
১২ আপন নামদ্বারা রক্ষা কর। আমি যাবৎ তাহাদের সঙ্গে জগতে ছিলাম, তাবৎ আমি তাহাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিতেছিলাম; যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, সে সকলকে রক্ষা করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেবল এক জন, অর্থাৎ বিনাশের পাত্র, হারাণ গেল, কেননা ধর্ম্মপুস্তকের বচনকে সফল হইতে হইল।
১৩ কিন্তু এখন আমি তোমার নিকটে যাই, আর আমার সম্পূর্ণ আনন্দ যেন তাহাদের অন্তরে থাকে, এই জন্যে
১৪ জগতে থাকিতে২ এই সকল কথা কহিতেছি। আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগতের লোক তাহাদিগকে ঘৃণা করে, কারণ জগতের সঙ্গে যেমন আমার সম্পর্ক নাই, তেমনি জগতের সঙ্গে তা-
১৫ হাদেরও সম্পর্ক নাই। তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে স্থানান্তর কর, এমন প্রার্থনা করি না, কিন্তু মন্দহইতে
১৬ রক্ষা কর, এই প্রার্থনা করি। আমি যেমন জগৎসম্বন্ধীয়
১৭ নহি, তদ্রূপ তাহারাও জগৎসম্বন্ধীয় নহে। তোমার সত্য মতদ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্য
১৮ মত। তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ
১৯ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিলাম। এবং তাহারাও যেন সত্য মত দ্বারা পবিত্র হয়, এই জন্যে আমি তাহাদের হিতার্থে আপনাকে পবিত্র করি।

২০ আর আমি কেবল ইহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করি না, কিন্তু ইহাদের বাক্যদ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করিবে,
২১ তাহাদের নিমিত্তেও প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা সকলে যেন এক হয়; আর হে পিতঃ, তুমি যেমন আমাতে,

এবং আমি যেমন তোমাতে, তদ্রূপ তাহারাও যেন আমাদিগেতে এক হয়; তাহা হইলে তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা জগতের লোক বিশ্বাস করিবে।
২২ আর আমরা যেমন এক, তাঁহারাও যেন তেমনি এক
২৩ হয়; আমি তাহাদিগেতে, ও তুমি আমাতে, এই রূপে একীভূত হওনে তাহারা যেন সিদ্ধ হয়; আর তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তাহাদিগকেও তেমন প্রেম করিয়াছ, ইহা যেন জগতের লোক জানিতে পায়, এই জন্যে তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, সেই মহিমা আমি তাহাদিগকে
২৪ দিলাম। হে পিতঃ, জগৎ পত্তনের পূর্ব্বে আমাকে প্রেম করাতে তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ, আমার সেই মহিমা যেন তাহারা দেখিতে পায়, এই জন্যে আমি যে স্থানে থাকি, তোমার দত্ত আমার লোকেরাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে থাকে, এই আমার বাঞ্ছা।
২৫ হে যাথার্থিক পিতঃ, জগতের লোক তোমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে জানি, এবং তুমি যে আ-
২৬ মাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহারাও তাহা জানে। তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, সেই প্রেম যেন তাহাদিগেতে থাকে, এবং আমিও যেন তাহাদিগেতে থাকি, এই জন্যে আমি তাহাদিগকে তোমার নাম জানাইয়াছি, এবং আরও জানাইব।

১৮ অধ্যায়।

১ ঐ সমস্ত কথা কহিয়া যীশু বহির্গমন করিয়া আপন শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া কিদ্রোণ নামক জলস্রোত পার হইলেন; সেই স্থানে এক উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে
২ তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিশ্বাস-

ঘাতক যিহূদাও ঐ স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যীশু আপন শিষ্যগণের সঙ্গে অনেক বার ঐ স্থানে উপস্থিত হইতেন।
৩ অতএব যিহূদা এক দল সৈন্যকে, এবং যাজকদের ও ফিরূশিদের নিকটহইতে পাদাতিকগণকে সঙ্গে লইয়া ডামস ও প্রদীপ ও অস্ত্রের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইল।
৪ তখন আপনার প্রতি যে সকল ঘটিবে, তাহা জ্ঞাত হওয়াতে যীশু অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা উত্তর করিল, নাসরতীয় যী-
৫ শুর। তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই সে। তাহাদের সহিত ঐ বিশ্বাসঘাতক যিহূদাও দণ্ডায়মান
৬ ছিল। তখন আমিই সে, তিনি এই কথা কহিবামাত্র তা-
৭ হারা পিছাইয়া ভূমিতে পড়িল। পরে যীশু তাহাদিগকে আর বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ?
৮ তাহাতে তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, আমিই সে; আমার অন্বেষণ যদি কর, তবে ইহাদিগকে যাইতে
৯ দেও। এই রূপ হওয়াতে তাঁহার উক্ত এই কথা সফল করা গেল, যথা, 'আমাকে যে সকল লোক দান করিয়াছ, তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই।' তখন শিমোন্ পিত-
১০ রের নিকটে খড়্গ থাকাতে সে খাপ খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিল।
১১ সেই দাসের নাম মল্ক। তাহাতে যীশু পিতরকে কহিলেন, ঐ খড়্গ কোষে রাখ; আমার পিতা আমাকে যে পান পাত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমি কি পান করিব না?
১২ তখন সৈন্যদল ও সেনাপতি ও যিহূদীয়দের পদাতিকগণ যীশুকে ধরিয়া বন্ধন করিয়া প্রথমে হাননের বা-
১৩ টীতে লইয়া গেল। যে কিয়ফা সেই বৎসরের মহাযা-
১৪ জক ছিল, ঐ হানন তাহার শ্বশুর। আর উক্ত কিয়ফা

যিহূদিদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছিল, লোকদের নিমিত্তে এক জনের মরণ ভাল।

১৫ তখন শিমোন্ পিতর এবং আর এক জন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গেল; সেই শিষ্য মহাযাজকের নিকটে পরিচিত থাকাতে যীশুর সহিত মহাযাজকের (বাটীর) প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

১৬ কিন্তু পিতর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল; অতএব মহাযাজকের পরিচিত সেই দ্বিতীয় শিষ্য পুনর্ব্বার বাহিরে আসিয়া দ্বাররক্ষিকাকে কহিয়া পিতরকে ভিতরে লইয়া গেল।

১৭ তখন সেই দ্বাররক্ষিকা দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি সেই মনুষ্যের শিষ্যদের এক জন? তাহাতে সে কহিল, আমি

১৮ নহি। তখন দাসগণ ও পদাতিক সকল শীত প্রযুক্ত অঙ্গারের অগ্নি প্রস্তুত করিয়া দাঁড়াইয়া তাপ লইতে ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে পিতরও দাঁড়াইয়া অগ্নির তাপ লইতে লাগিল।

১৯ ইতিমধ্যে মহাযাজক যীশুকে তাঁহার শিষ্যগণ ও শি-

২০ ক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে যীশু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, আমি প্রকাশরূপে সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে কথা কহিয়াছি; আমি সর্ব্বদা ভজনালয়ে ও মন্দিরে, অর্থাৎ সকল যিহূদি লোক যে স্থানে একত্র হয়, এমন স্থানে

২১ শিক্ষা দিয়াছি, গোপনে কিছু কহি নাই। আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? যাহারা শুনিয়াছে, বরঞ্চ তাহাদের কাছে কি কহিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা কর, দেখ, আমি কি ২ বলি-

২২ য়াছি, তাহা তাহারা জানে। তিনি এই কথা কহিলে নিকটে দণ্ডায়মান এক জন পদাতিক যীশুকে চপেটাঘাত

২৩ করিয়া কহিল, মহাযাজককে এমন উত্তর দিলি? তাহাতে যীশু কহিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি, তবে সেই মন্দের বিষয়ে প্রমাণ দেও; কিন্তু যদি ভাল কহিয়া থাকি, তবে

২৪ কি জন্যে আমাকে মার? অনন্তর হানন বন্ধনযুক্ত তাঁহাকে কিয়ফা মহাযাজকের নিকটে পাঠাইয়া দিল।

২৫ ইতিমধ্যে শিমোন পিতর অগ্নির তাপ লইতে দাঁড়াইয়া থাকিলে কএক জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমিও কি উহার শিষ্যদের এক জন? তাহাতে সে অস্বীকার
২৬ করিয়া কহিল, আমি নহি। তখন মহাযাজকের এক দাস, অর্থাৎ পিতর যাহার কর্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার এক জন কুটুম্ব কহিল, আমি কি উদ্যানে তাহার
২৭ সঙ্গে তোমাকে দেখি নাই? তাহাতে পিতর আর বার অস্বীকার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।

২৮ পরে প্রত্যূষে তাহারা যীশুকে কিয়ফার বাটীহইতে রাজগৃহে লইয়া গেল, কিন্তু আপনারা যেন অশুচি ও নিস্তার পর্ব্বীয় ভোজের অযোগ্য না হয়, এই নিমিত্তে
২৯ রাজগৃহে প্রবেশ করিল না। অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের কাছে আসিয়া কহিল, এই মনুষ্যের কি২
৩০ দোষ দিতেছ? তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, এ ব্যক্তি যদি দুষ্কর্ম্মকারী না হইত, তবে আমরা আ-
৩১ পনকার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতাম না। তাহাতে পীলাত বলিল, তোমরা তাহাকে লইয়া গিয়া আপনাদের ব্যবস্থামতে বিচার কর। তখন যিহূদীয়েরা উত্তর করিল, কোন মনুষ্যের প্রাণদণ্ড করিতে আমাদের অধিকার
৩২ নাই। এমন হওয়াতে যীশুকে কি প্রকার মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে, তাহা যে কথাদ্বারা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই কথা সফল করা গেল।

৩৩ তদনন্তর পীলাত পুনর্ব্বার রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া যীশুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদীয়দের
৩৪ রাজা? যীশু উত্তর করিলেন, তুমি ইহা কি আপনাহইতে বল? না অন্য কেহ আমার বিষয়ে তোমাকে
৩৫ বলিয়াছে? পীলাত প্রত্যুত্তর করিল, আমি কি যিহূদি লোক? তোমার স্বজাতীয়েরা, বিশেষতঃ প্রধান যাজকেরা,

আমার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে; তুমি কি
৩৬ করিয়াছ? যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এই জগৎ-
সম্বন্ধীয় নহে; যদি আমার রাজ্য এ জগৎসম্বন্ধীয় হইত,
তবে আমি যেন যিহূদীয়দের হস্তে সমর্পিত না হই,
ইহার নিমিত্তে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত; কিন্তু
৩৭ এখন আমার রাজ্য ঐহিকের রাজ্য নয়। তখন পীলাত
তাঁহাকে কহিল, তবে তুমি রাজা বট? যীশু উত্তর
করিলেন, তুমি তাহা বলিলা, ফলতঃ আমি রাজা বটি,
সত্য মতের বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে আমি জন্ম
গ্রহণ করিয়া এই জগতে আসিয়াছি; সত্য মতসম্বন্ধীয়
৩৮ প্রত্যেক জন আমার কথা শুনে। তখন পীলাত তাঁহাকে
বলিল, সত্য মত কি? ইহা বলিবামাত্র সে পুনর্ব্বার
বাহিরে যিহূদীয়দের নিকটে গিয়া কহিল, আমি উহার
৩৯ কোন দোষ পাই না। কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি
আছে, যে নিস্তার পর্ব্বসময়ে তোমাদের অনুরোধে এক
বন্দিকে মুক্ত করিয়া দিতে হয়, অতএব তোমাদের ইচ্ছা
কি? আমি তোমাদের জন্যে কি যিহূদীয়দের রাজাকে
৪০ মুক্ত করিয়া দিব? তখন তাহারা সকলে পুনর্ব্বার উচ্চৈঃ-
স্বর করিয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু বারব্বাকে। সে
বারব্বা এক জন দস্যু ছিল।

১৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইল।
২ পরে সেনাগণ কণ্টকেতে এক মুকুট গাঁথিয়া তাঁ-
হার মস্তকে দিয়া গাত্রে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ পরিচ্ছদ
৩ পরাইয়া, হে যিহূদীয়দের রাজন্, নমস্কার, ইহা বলিয়া
৪ তাঁহাকে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। তখন পীলাত
পুনর্ব্বার বাহিরে যাইয়া লোকদিগকে কহিল, দেখ,

আমি ইহার কোন দোষ পাই না; তাহা তোমাদিগকে জানাইবার নিমিত্তে তোমাদের নিকটে ইহাকে বাহিরে
৫ আনিয়া দিলাম। অতএব যীশু সেই কণ্টকের মুকুট ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র বিশিষ্ট হইয়া বাহিরে আইলেন,
৬ তাহাতে পীলাত কহিল, এই দেখ, সেই মনুষ্য। তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রধান যাজকেরা ও পদাতিকগণ চেঁচাইতে লাগিল, ইহাকে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও। তাহাতে পীলাত কহিল, তোমরা আপনারা তাহাকে লইয়া ক্রুশে বদ্ধ কর;
৭ কেননা আমি তাহার কোন দোষ পাই না। যিহূদীয়েরা উত্তর করিল, আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রাণদণ্ড করা উচিত, যেহেতুক সে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া বলিয়াছে।
৮ এ কথা শুনিয়া পীলাত আরও ভীত হইয়া পুনর্ব্বার
৯ রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাকার লোক? কিন্তু যীশু তাহাকে কোন উত্তর দি-
১০ লেন না। তাহাতে পীলাত তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত কি তুমি কথা কহিবা না? তোমাকে ক্রুশে হত করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং তোমাকে মুক্ত করিতেও আমার ক্ষমতা আছে, তাহা কি জান না?
১১ তখন যীশু উত্তর করিলেন, ঊর্দ্ধহইতে দত্ত না হইলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা হইতে পারিত না; এই জন্যে যে ব্যক্তি তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ
১২ করিয়াছে, তাহারই পাপ অধিক। তদবধি পীলাত তাঁহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যিহূদীয়েরা চেঁচাইয়া বলিল, তুমি যদি ইহাকে ছাড়িয়া দেও, তবে কৈসরের মিত্র নহ; যে জন আপনাকে রাজা করিয়া বলে, সে কৈসরের বিরুদ্ধে কথা কহে।
১৩ এ কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে আনাইয়া

প্রস্তরবান্ধা নামক স্থানে, অর্থাৎ ইব্রীয় ভাষাতে যাহাকে
১৪ গব্বথা বলা যায়, এমন স্থানে বিচারাসনে বসিল। সেই
দিন নিস্তারপর্ব্বের আয়োজন দিন; তখন বেলা প্রায়
দুই প্রহর। পরে পীলাত যিহূদীয়দিগকে বলিল, এই
১৫ দেখ, তোমাদের রাজা। কিন্তু তাহারা চেঁচাইয়া কহিল,
দূর কর, দূর কর, ইহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত তাহা-
দিগকে কহিল, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে হত
করিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ব্যতি-
১৬ রেকে আমাদের অন্য রাজা নাই। তখন পীলাত যী-
শুকে ক্রুশে হত হওনার্থে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিল,
তাহাতে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।

১৭ পরে তিনি আপন ক্রুশ বহন করিয়া মাথাখুলী,
অর্থাৎ যাহাকে ইব্রীয় ভাষাতে গুলগল্টা বলে, ঐ স্থানে
১৮ উপস্থিত হইলেন। তথায় তাহারা মধ্যস্থানে তাঁহাকে,
এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে আর দুই জনকে ক্রুশে বদ্ধ
১৯ করিল। এবং পীলাত বিজ্ঞাপনপত্র লিখিয়া ক্রুশের
উপরিভাগে লাগাইয়া দিল। তাহাতে এই কথা লিখিত
২০ ছিল, 'এ যিহূদীয়দের রাজা নাসরতীয় যীশু।' ঐ বি-
জ্ঞাপনপত্র ইব্রীয় ও গ্রীক ও রোমীয় ভাষাতে লিখিত,
এবং যে স্থানে যীশু ক্রুশে বদ্ধ হইলেন, সেই স্থান
২১ নগরের নিকটবর্ত্তী ছিল। এই প্রযুক্ত অনেক যিহূদি-
লোক তাহা পাঠ করিতে লাগিল। অতএব যিহূ-
দীয়দের প্রধান যাজকেরা পীলাতকে কহিল, 'এ যিহূ-
দীয়দের রাজা', এমন কথা না লিখিয়া, 'এ ব্যক্তি
২২ বলিল, আমি যিহূদীয়দের রাজা' এ প্রকার লিখুন। পী-
লাত উত্তর করিল, যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি।

২৩ এই প্রকারে যীশুকে ক্রুশে বদ্ধ করিলে পরে সেনা-
গণ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র চারি ভাগ করিয়া প্রত্যেক

সৈন্য এক২ ভাগ লইল, এবং তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রও
২৪ লইল; কিন্তু সেই উত্তরীয় বস্ত্র সিঙ্গনিরহিত সর্ব্বশুদ্ধ
বুনা ছিল, এই প্রযুক্ত তাহারা বলিল, ইহা চিরিব না;
আইস, আমরা গুলিবাঁট করিয়া দেখি, এ কাহার হই-
বে? তাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের এই বাক্য সফল করা গেল;
যথা, "তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার পরিধেয় বস্ত্র
"বিভাগ করে, এবং আমার উত্তরীয় বস্ত্রের জন্যে গুলি-
২৫ "বাঁট করে।" ফলতঃ সেনাগণ তাহাই করিল। তৎ-
কালে যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা, ও মাতার
ভগিনী অর্থাৎ ক্লিয়পার স্ত্রী মরিয়ম, এবং মগ্দলীনী
২৬ মরিয়ম্, ইহারা দণ্ডায়মান ছিল। তাহাতে যীশু মাতাকে
এবং নিকটে দণ্ডায়মান প্রিয়তম শিষ্যকে দেখিয়া
মাতাকে কহিলেন, হে নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র;
২৭ পরে সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ, তোমার মাতা;
তাহাতে সেই দণ্ডাবধি ঐ শিষ্য তাহাকে আপন গৃহে
লইয়া গেল।

২৮ তদনন্তর সকলই এখন সিদ্ধ হইল, যীশু ইহা জানিয়া
ধর্ম্মপুস্তকের বচন যেন সফল হয়, এই জন্যে কহি-
২৯ লেন, আমার পিপাসা হইতেছে। তাহাতে সেই স্থানে
অম্লরসেতে পূর্ণ এক পাত্র থাকাতে তাহারা এক স্পঞ্জ
অম্লরসে পূর্ণ করিয়া এসোব্ নলে লাগাইয়া তাঁহার
৩০ মুখের নিকটে রাখিল। সেই অম্লরস গ্রহণ করিলে
পর যীশু কহিলেন, সিদ্ধ হইল; পরে মস্তক নমন
পূর্ব্বক আত্মা সমর্পণ করিলেন।

৩১ সেই দিন আয়োজন দিন, এই প্রযুক্ত পরদিন বি-
শ্রামবারে সেই তিন দেহ যেন ক্রুশের উপরে না
থাকে, কেননা, ঐ বিশ্রামবার বড় দিন ছিল, এই নি-
মিত্তে যিহূদীয়েরা পীলাতের নিকটে গিয়া তাহাদের

পা ভাঙ্গিবার ও দেহ স্থানান্তর করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা
৩২ করিল। অতএব সেনাগণ আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশে
৩৩ বদ্ধ ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল; পরে যী-
শুর নিকটে আইলে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, ইহা
৩৪ দেখিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। কিন্তু এক জন সেনা
বড়শাঘাতে তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে
৩৫ তৎক্ষণাৎ রক্ত এবং জল নির্গত হইল। যে ব্যক্তি দেখি-
য়াছে, সেই সাক্ষ্য দিতেছে, এবং তাহার সাক্ষ্য সত্য,
আর সে তোমাদেরও বিশ্বাসের যোগ্য সত্য কথা কহি-
৩৬ তেছে, ইহা জানে। কারণ ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য সফল
করণার্থে এই সকল ঘটিল, কেননা লেখা আছে, "তাঁ-
৩৭ "হার এক অস্থিও ভগ্ন হইবে না।" এবং ধর্ম্মপুস্তকের
আর এক স্থানে উক্ত আছে, "তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ
"করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।"

৩৮ তদনন্তর অরিমথিয়া নগরনিবাসী যে যূষফ যীশুর
শিষ্য ছিল বটে, কিন্তু গুপ্তরূপে ছিল, (কারণ যিহূদীয়-
দিগকে ভয় করিত,) সে পীলাতের নিকটে (গিয়া)
যীশুর দেহ লইয়া যাওনের অনুমতি প্রার্থনা করিল;
তাহাতে পীলাত অনুমতি দিলে পর সে যাইয়া যীশুর
৩৯ দেহ নামাইল। আর যে নীকদীমঃ পূর্ব্বে রাত্রিযোগে
যীশুকে দেখিতে গিয়াছিল, সেও উপস্থিত হইয়া গন্ধ-
৪০ রসে মিশ্রিত প্রায় পঞ্চাশ সের অগুরু আনিল। পরে
তাহারা যীশুর দেহ লইয়া যিহূদীয়দের কবর দেওনের
রীত্যনুসারে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত চাদরে বেষ্টন
৪১ করিল। আর যে স্থানে তিনি ক্রুশে বদ্ধ হইয়াছিলেন,
তাহার নিকটে এক উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে
এমন এক নূতন কবর ছিল, যাহাতে কাহারো দেহ
৪২ কখনো রাখা যায় নাই। অতএব ঐ দিন যিহূদীয়দের

আয়োজন দিন হওয়াতে তাহারা সেই নিকটবর্ত্তি কবর-মধ্যে যীশুর দেহ শয়ন করাইল।

২০ অধ্যায়।

১ তদনন্তর সপ্তাহের প্রথম দিবসে অতিপ্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে মগদলীনী মরিয়ম সেই কবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কবরের মুখহইতে প্রস্তরখান
২ সরাণ গিয়াছে। তাহাতে সে দৌড়িয়া শিমোন্ পিতর এবং যীশুর প্রিয়তম সেই অন্য শিষ্যের নিকটে যাইয়া কহিল, লোকেরা কবরহইতে প্রভুকে লইয়া গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।
৩ অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বহির্গত হইয়া কবর
৪ স্থানে গমন করিল। উভয়ে দৌড়িলে সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে কবরের নিকটে উপ-
৫ স্থিত হইল। এবং হেঁট হইয়া ভূমিতে স্থিত চাদর সকল
৬ দেখিল, কিন্তু প্রবেশ করিল না। অনন্তর শিমোন্ পিতর পশ্চাৎ আসিয়া কবর স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিল,
৭ ভূমিতে চাদর সকল আছে, কিন্তু যে গামছা তাঁহার মস্তকে বদ্ধ ছিল, তাহা ঐ চাদরের সহিত ভূমিতে না থাকিয়া তাহাহইতে পৃথক্ অন্য এক স্থানে জড়ান হইয়া
৮ স্থাপিত হইয়াছে। পরে যে অন্য শিষ্য অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, সেও প্রবেশ করিয়া তদ্রূপ
৯ দেখিয়া বিশ্বাস করিল। যেহেতুক মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উত্থান করিতে হইবে, ধর্ম্মপুস্তকের এই বচন তদবধি তাহাদের বোধগম্য হয় নাই।

১০ পরে ঐ দুই শিষ্য গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু মরিয়ম
১১ রোদন করিতে২ কবরদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং রোদন করিতে২ হেঁট হইয়া কবরে দৃষ্টি করিয়া শুক্ল

১২ বস্ত্র পরিহিত দুই জন স্বর্গদূতকে দেখিল; তাহাদের এক জন যীশুর দেহের শয়নস্থানের শিয়রে, অন্য জন পদ-
১৩ তলে বসিয়া আছে। তাহারা তাহাকে কহিল, হে নারি, কি জন্যে রোদন করিতেছ? সে কহিল, লোকেরা আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে, তাহা জানি
১৪ না। ইহা বলিবামাত্র সে মুখ ফিরাইয়া যীশুকে দণ্ডায়মান
১৫ দেখিল, কিন্তু তিনি যে যীশু, ইহা জানিল না। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, হে নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহাতে সে তাঁহা-কে উদ্যানের মালী জ্ঞান করিয়া কহিল, হে মহাশয়, তুমি যদি এ স্থানহইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাক, তবে কোথায় রাখিয়াছ, তাহা আমাকে বল; আমি
১৬ তাঁহাকে স্থানান্তর করি। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, ওগো মরিয়ম্; তাহাতে সে ফিরিয়া তাঁহাকে কহিল, হে
১৭ রব্বূনি, অর্থাৎ হে গুরো। তখন যীশু তাহাকে কহি-লেন, আমাকে ধরিও না, কেননা এখন আমি পিতার নিকটে ঊর্দ্ধ্বগমন করি নাই; কিন্তু তুমি গিয়া আমার ভ্রাতৃগণকে কহ; যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি
১৮ ঊর্দ্ধ্বগমন করি। তাহাতে মগদলীনী মরিয়ম্ শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সমাচার দিল, আমি প্রভুকে দেখি-য়াছি, আর তিনি আমাকে এই২ কথা কহিয়াছেন।

১৯ সেই দিনের অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিবসে সন্ধ্যা-সময়ে শিষ্যগণ যে স্থানে একত্র ছিল, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহূদীয়দের ভয় প্রযুক্ত রুদ্ধ হইলেও যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
২০ কল্যাণ হউক। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আপন হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন; তখন প্রভুকে দর্শন করাতে শি-

২১ ষ্যেরা আনন্দিত হইল। অনন্তর যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে প্রেরণ
২২ করি। ইহা বলিয়া তিনি ফুঁ দিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
২৩ পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যাহাদের পাপমোচন করিবা, তাহাদের মোচন হইবে; এবং যাহাদের পাপ-মোচন না করিবা, তাহাদের মোচন হইবে না।

২৪ এই রূপে যীশু যখন উপস্থিত হইলেন, তখন দ্বাদশের মধ্যে গণিত থোমা অর্থাৎ দিদুমঃ নামক শিষ্য তাহা-
২৫ দের সঙ্গে ছিল না। অতএব অন্য শিষ্যেরা তাহাকে কহিল, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। সে বলিল, আমি যাবৎ তাঁহার দুই হস্তে প্রেকের চিহ্ন দেখিয়া প্রেকের সেই চিহ্নমধ্যে আপন অঙ্গুলি না দিব, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশমধ্যে আপন হস্ত না রাখিব, তাবৎ বিশ্বাস
২৬ করিব না। তাহার আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় (গৃহের) ভিতরে ছিল, এবং থোমাও তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাহাতে দ্বার সকল রুদ্ধ হইলেও যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ
২৭ হউক। পরে থোমাকে কহিলেন, এ দিগে তোমার অঙ্গুলি দিয়া আমার হস্ত দেখ, এবং তোমার হস্ত বা-ড়াইয়া আমার কুক্ষিদেশমধ্যে রাখ; এবং অবিশ্বাসী না
২৮ হইয়া বিশ্বাসী হও। তখন থোমা তাঁহাকে উত্তর দিয়া
২৯ কহিল, হে আমার প্রভো, হে আমার ঈশ্বর! যীশু তাহা-কে কহিলেন, হে থোমা, আমাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিলা; যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করে, তাহারাই ধন্য।

৩০ এতদ্ভিন্ন যাহা এই পুস্তকে লিখিত হয় নাই, এমন অনেক২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম যীশু আপন শিষ্যদের সাক্ষাতে
৩১ করিলেন। কিন্তু যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণ-

কর্ত্তা, ইহা যেন তোমরা বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করি-য়া তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এই সকল লেখা গিয়াছে।

২১ অধ্যায়।

১ তদনন্তর যীশু তিবিরিয়া সমুদ্রের তীরে পুনর্ব্বার শি-ষ্যদিগকে দর্শন দিলেন; সেই দর্শনের বিবরণ এই।
২ শিমোন্ পিতর ও থোমা, অর্থাৎ দিদুমঃ, এবং গালী-লীয় কান্না নগরনিবাসি নিথনেল্, এবং সিবদিয়ের পু-ত্রেরা, এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আর দুই জন,
৩ ইহারা একত্র ছিল। পরে শিমোন্ পিতর কহিল, আমি মৎস্য ধরিতে যাই। তাহাতে তাহারা বলিল, তবে আ-মরাও তোমার সঙ্গে যাই। তখন তাহারা বহির্গত হই-য়া শীঘ্র নৌকারোহণ করিল, কিন্তু সেই রাত্রিতে কিছু
৪ পাইল না। পরে প্রভাত হইলে যীশু জলের ধারে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু, ইহা শিষ্যেরা জানিল
৫ না। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হে বৎস সকল, তোমাদের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহারা
৬ উত্তর করিল, কিছুই নাই। তখন তিনি কহিলেন, নৌ-কার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল নিক্ষেপ কর, তাহাতে পাইবা; তাহাতে তাহারা নিক্ষেপ করিলে জালে এত মৎস্য পড়িল,
৭ যে তাহারা তাহা টানিয়া তুলিতে পারিল না। অতএব যীশুর প্রিয়তম শিষ্য পিতরকে কহিল, উনি প্রভু। তাহাতে উনি প্রভু, এই কথা শুনিবামাত্র শিমোন্ পিতর উলঙ্গতা প্রযুক্ত মৎস্যধারির উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ
৮ দিল। কিন্তু অন্য শিষ্যেরা মৎস্যশুদ্ধ জাল টানিতে২ নৌকা বাহিয়া কূলে উপস্থিত হইল; কেননা তাহারা কূলহইতে বিস্তর দূর ছিল না, অনুমান দুই শত হস্ত অন্তর ছিল।

৯ পরে স্থলে নামিবামাত্র দেখিল, সে স্থানে প্রজ্বলিত অঙ্গা-
১০ রের অগ্নি, এবং তাহার উপরে মৎস্য এবং রুটী আছে। তা-
হাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যে মৎস্য এখন ধরিলা,
১১ তাহার কিছু আন। অতএব শিমোন্ পিতর উঠিয়া এক শত
তিপ্পান্নটা বড় মৎস্যেতে পরিপূর্ণ ঐ জাল কূলে টানিয়া
১২ তুলিল, কিন্তু এত মৎস্যেতেও জাল ছিঁড়িল না। পরে যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আহার কর; তৎকালে তিনি
যে প্রভু, ইহা জ্ঞাত হওন প্রযুক্ত, তুমি কে? এমন কথা জি-
১৩ জ্ঞাসা করিতে শিষ্যদিগের কাহারও সাহস হইল না। পরে
যীশু আসিয়া রুটী লইয়া তাহাদিগকে দিলেন, এবং মৎস্যও
১৪ দিলেন। মৃতগণের মধ্যহইতে উঠিলে পরে যীশু তখন
তৃতীয় বার আপন শিষ্যদিগকে দর্শন দিলেন।

১৫ ভোজন সাঙ্গ হইলে পর যীশু শিমোন্ পিতরকে কহি-
লেন, ওহে যূনসের পুত্র শিমোন, ইহাদের অপেক্ষা
তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম কর? তাহাতে সে
কহিল, হাঁ, প্রভো, তোমাকে প্রেম করিয়া থাকি, তাহা
আপনি জানেন। তখন যীশু কহিলেন, তবে আমার
১৬ মেষশাবকগণকে চরাও। পরে তিনি দ্বিতীয় বার তাহা-
কে কহিলেন, ওহে যূনসের পুত্র শিমোন, তুমি কি
আমাকে প্রেম কর? সে কহিল, হাঁ, প্রভো, তোমাকে
প্রেম করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন; তখন যীশু
১৭ কহিলেন, তবে আমার মেষগণকে পালন কর। পরে
তিনি তৃতীয় বার তাহাকে কহিলেন, হে যূনসের পুত্র
শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম কর? তখন তিনি
তৃতীয় বার, তুমি কি আমাকে প্রেম কর? এই কথা
জিজ্ঞাসা করাতে পিতর দুঃখিত হইয়া কহিল, হে প্রভো,
আপনি সকলই জানেন; আমি তোমাকে প্রেম করিয়া
থাকি, ইহা জ্ঞাত আছেন। তাহাতে যীশু কহিলেন,

১৮ তবে আমার মেষগণকে চরাও। সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, যৌবনকালে তুমি কটি বন্ধন করিয়া যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে যাইতা; কিন্তু বৃদ্ধ হইলে পর হস্ত বিস্তার করিবা, এবং অন্য জন তোমার কটি বন্ধন করিয়া যে স্থানে যাইতে তোমার ইচ্ছা নয়, সেই
১৯ স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবে। ফলতঃ কি প্রকার মরণেতে সে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিবে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্তে তিনি এই কথা কহিলেন। এমন বলিলে পর তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।

২০ অনন্তর পিতর মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রাত্রিভোজনের সময়ে যে জন যীশুর বুকে হেলান দিয়া, হে প্রভো, কে তোমাকে শত্রুহস্তগত করিবে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যীশুর প্রিয়তম সেই শিষ্য পশ্চাৎ আসিয়াছে।
২১ তাহাকে দেখিয়া পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে
২২ প্রভো, উহার কি ঘটিবে? তখন যীশু উত্তর করিলেন, আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি যদি ইচ্ছা করি, তবে তাহাতে তোমার কি? তুমি আমার পশ্চাৎ
২৩ আইস। তাহাতে সে শিষ্য মরিবে না, ভ্রাতৃগণের মধ্যে এমন জনরব হইল; কিন্তু সে মরিবে না, এমন কথা যীশু কহেন নাই; কেবল আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থিতি যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাহাতে তোমার কি? ইহা কহিয়াছিলেন।

২৪ সেই শিষ্য এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে, এবং এই সকল লিখিয়াছে; আর তাহার সাক্ষ্য যে সত্য, ইহা আমরা
২৫ জানি। এতদ্ভিন্ন যীশু আরও অনেক২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সকল যদি এক২ করিয়া লেখা যায়, তবে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে, বোধ হয় জগতেও তাহা ধরে না। (আমেন্।)

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ।

---

১ অধ্যায়।

১ হে থিওফিল, পূর্ব্বগ্রন্থে আমি যীশুর সমস্ত ক্রিয়ার ও উপদেশের বৃত্তান্ত প্রথমাবধি সেই দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ
২ করিয়াছি, যে দিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিত-দিগকে পবিত্র আত্মাদ্বারা আজ্ঞা দিয়া স্বর্গে নীত হই-
৩ লেন। আপন মৃত্যুভোগের পরে তিনি অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা তাহাদের নিকটে আপনাকে সজীব দেখা-ইলেন, ফলতঃ চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দর্শন
৪ দিতেন, এবং ঈশ্বরের রাজত্বের কথা কহিতেন। বি-শেষতঃ তাহাদিগকে একত্র করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালম্ হইতে অন্যত্র গমন না করিয়া পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার প্রমুখাৎ শ্রবণ করি-
৫ য়াছ, তাহার অপেক্ষাতে থাক। কেননা যোহন্ জলেতে বাপ্তাইজ করিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তোমরা
৬ পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইবা। তখন তাহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কি এই সময়ে পুনর্ব্বার রাজকর্তৃত্ব ইস্রায়েল্ লোকদের
৭ হস্তগত করিবেন? তাহাতে তিনি কহিলেন, যে সকল কাল এবং সময় পিতা আপন বশে রাখিয়াছেন, তাহা
৮ জানিতে তোমাদের অধিকার নাই। কিন্তু তোমাদিগেতে পবিত্র আত্মার আবেশদ্বারা তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া

যিরূশালমে এবং সমুদয় যিহূদা ও শোমিরোণ্ দেশে,
৯ এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবা। এ
কথা কহিয়া তিনি তাহাদের সাক্ষাতে ঊর্দ্ধে নীত হই-
লেন, এবং মেঘারূঢ় হইয়া তাহাদের দৃষ্টির অগোচর
১০ হইলেন। যে সময়ে তাহারা আকাশের প্রতি এক-
দৃষ্টিতে তাঁহার এই রূপ ঊর্দ্ধগমন দেখিতেছিল, এমন
সময়ে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই জন তাহাদের নিকটে
১১ দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, হে গালীলীয় লোকেরা,
তোমরা কি জন্যে আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়া-
ইয়া আছ? এই যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গে
নীত হইলেন, তাঁহাকে যে রূপ স্বর্গে গমন করিতে
দেখিলা, তদ্রূপ তিনি পুনর্ব্বার আগমন করিবেন।

১২ তখন তাহারা জৈতুন নামক পর্ব্বতহইতে যিরূশালমে
ফিরিয়া গেল। সেই পর্ব্বত যিরূশালমের নিকটবর্ত্তী,
প্রায় বিশ্রামবারের পথ (অর্থাৎ অর্দ্ধ ক্রোশ) দূর ছিল।
১৩ নগরে প্রবেশ করিলে পর তাহারা যেখানে বাস করিত,
সেই গৃহের উপরের কুঠরীতে গেল। ফলতঃ পিতর্ ও
যাকূব্ ও যোহন্ ও আন্দ্রিয়, এবং ফিলিপ ও থোমা,
এবং বর্থলময় ও মথি, এবং আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকূব্
ও উদ্‌যোগী শিমোন্, এবং যাকূবের ভ্রাতা যিহূদা,
১৪ ইহারা এবং কতক গুলীন স্ত্রীলোক, ও যীশুর মাতা
মরিয়ম্ ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, এই সকলে একচিত্ত হইয়া
অনবরত বিনয় ও প্রার্থনা করিতে লাগিল।

১৫ তৎকালে পিতর এক দিন শিষ্যসমূহের মধ্যে অর্থাৎ
সমাগত ন্যূনাধিক এক শত বিংশতি জনের মধ্যস্থলে
১৬ দাঁড়াইয়া কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, যে যিহূদা যীশুকে ধরিতে
নিযুক্ত লোকদের পথদর্শক হইল, তাহার বিষয়ে পবিত্র
আত্মা দায়ূদের মুখদ্বারা শাস্ত্রে যে কথা কহিয়াছিলেন,

১৭ তাহা সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল। সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে গণিত, এবং এই পরিচারকত্বের অধিকার প্রাপ্ত
১৮ ছিল। (সে দুষ্কর্ম্মের বেতনদ্বারা একখান ক্ষেত্র লাভ করিয়াছিল; এবং অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার উদর বিদীর্ণ হওয়াতে নাড়ী ভুঁড়ী সকল নির্গত হইয়া-
১৯ ছিল। আর যিরূশালম্ নিবাসি তাবৎ লোক তাহা জ্ঞাত হওয়াতে তাহাদের নিজ ভাষায় ঐ ক্ষেত্র হকল্দমা
২০ অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র এই নাম পাইয়াছে)। ফলতঃ গীত-পুস্তকে লিখিত আছে, যথা, "তাহার বাটী শূন্য হউক, "ও তাহাতে বাসকারী কেহ না থাকুক;" এবং "অন্য
২১ "ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক।" এ জন্যে যো-
২২ হনের বাপ্তিস্মাবধি আমাদের নিকটহইতে প্রভু যীশুর ঊর্দ্ধ্বে নীত হওনের দিন পর্য্যন্ত যত দিন তিনি আমাদের অগ্রে ভিতরে বাহিরে গমনাগমন করিতেন, তত দিন যাহারা আমাদের সহগামী ছিল, তাহাদের এক জন আমাদের সহিত যেন তাঁহার পুনরুত্থানের সাক্ষী হয়,
২৩ ইহা আবশ্যক। অতএব যাহার উপাধি যুষ্ট, যাহাকে বার্শবা বলিয়া ডাকে, সেই যূষফ; এবং মত্তথিয়, এই
২৪ দুই জনকে পৃথক্ করিয়া তাহারা এই রূপ প্রার্থনা করিল, হে সর্ব্বান্তর্যামি প্রভো, যিহূদা যে পরিচারকত্ব ও প্রেরিতত্বপদহইতে চ্যুত হইয়া নিজ স্থানে গিয়াছে, তাহার অধিকার পাইতে এই দুই জনের মধ্যে তুমি
২৫ কাহাকে মনোনীত করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর। পরে গুলিবাঁট করিলে মত্তথিয়ের নামে গুলি উঠিল, তাহাতে সে অন্য একাদশ প্রেরিতের সহিত গণিত হইল।

২ অধ্যায়।

১ অপর পঞ্চাশত্তমা নামক পর্ব্বের দিন উপস্থিত হইলে

২ তাহারা সকলে একচিত্ত হইয়া একত্র ছিল। এমত সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে দ্রুতগামি প্রচণ্ড বায়ুর শব্দের ন্যায় একটা শব্দ আসিয়া যে গৃহে তাহারা বসিয়া-
৩ ছিল, ঐ গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপিল। পরে বিভজ্যমান অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের প্রত্যক্ষ হইয়া প্রত্যেক জনের
৪ মস্তকে বসিল। তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মা-তে পরিপূর্ণ হইয়া আত্মা যে প্রকার কহাইলেন তদ-নুসারে অন্য২ ভাষাতে কথা কহিতে লাগিল।

৫ ঐ সময়ে আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত তাবৎ দেশ-হইতে আগত ভক্ত যিহুদি লোকেরা যিরূশালমে প্রবাস
৬ করিতেছিল; এবং ঐ শব্দ হইলে বহুলোক সমাগত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ ভাষাবাদি শিষ্যদের কথা
৭ শুনিয়া ব্যাকুল হইল। এবং সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ, এই যে লোকেরা কথা কহিতেছে, তাহারা সকলে কি গা-
৮ লীলীয় লোক নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক
৯ জন আপন২ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা শুনিতেছি? পা-র্থিয়া ও মাদিয়া ও পারস্ ও মিসপতামিয়া ও যিহূদা
১০ ও কাপ্পদকিয়া ও পন্ত ও আশিয়া, ও ফরুগিয়া ও পা-ম্ফুলিয়া ও মিসর্‌দেশ নিবাসিরা, এবং লূবিয়াদেশস্থ কুরীণীর নিকটবর্ত্তি অঞ্চলনিবাসিরা, এবং রোমা নগর-প্রবাসি যিহূদীয় লোক ও যিহূদি মতাবলম্বি লোক,
১১ এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় ইত্যাদি লোক যে আমরা, আমাদের নিজ২ ভাষাতে ইহাদের মুখে ঈশ্বরের মহৎ
১২ কর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিতেছি। এই রূপে তাহারা সকলে বিস্ময়াপন্ন ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর কহিতে
১৩ লাগিল, ইহার ভাব কি? আর কেহ২ পরিহাস করিয়া কহিল, ইহারা নূতন দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে।

১৪　তখন পিতর্ একাদশ জনের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে যিহুদি লোক, হে যিরূশালম নিবাসি সকল, তোমরা ইহা জ্ঞাত হও,
১৫ এবং আমার কথাকে কর্ণকুহরে স্থান দেও। এখন বেলা এক প্রহরমাত্র; অতএব তোমরা যেমন অনুমান করিতেছ, তদ্রূপ এই মনুষ্যেরা মদ্যপানে মত্ত, তাহা নয়।
১৬ কিন্তু এ সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভবিষ্যদ্বক্তা-
১৭ দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যথা, "ঈশ্বর কহিতেছেন, শেষ-
"যুগের সময়ে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন
"আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তোমাদের পুত্র কন্যা-
"গণ ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে, এবং তোমাদের যুবকেরা
১৮ "দর্শন পাইবে, ও প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে। তৎকালে
"আমি আপনার দাস দাসীদিগেতেও আপন আত্মা সে-
"চন করিব, তাহাতে তাহারা ভবিষ্যদ্বাক্য কহিবে।
১৯ "এবং ঊর্দ্ধস্থিত আকাশে ও অধঃস্থিত পৃথিবীতে রক্ত
"ও অগ্নি ও নিবিড় ধূম প্রভৃতি চিত্রকর্ম্ম ও অদ্ভুত লক্ষণ
২০ "দেখাইব। আর পরমেশ্বরের ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দি-
"নের আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকারময় ও চন্দ্র রক্ত
২১ "হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ প্রভুর নামে প্রার্থনা
"করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।" হে ইস্রায়েলীয় লো-
২২ কেরা এই কথাতে অবধান কর। নাসরতীয় যীশু নানা প্রকার অলৌকিক শক্তি ও চিত্র কর্ম্ম ও লক্ষণ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের প্রেরিতরূপে প্রামাণ্য বিশিষ্ট হইয়াছেন, কারণ তোমরা আপনারা জান, ঈশ্বর তোমা-
২৩ দের মধ্যে তাঁহার দ্বারা ঐ সকল ক্রিয়া করিতেন। সেই যীশু ঈশ্বরের নিশ্চিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বনিরূপণানুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে ধরিয়া অধার্ম্মিক লোক-
২৪ দের হস্তদ্বারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছ। কিন্তু

ঈশ্বর মৃত্যুর বন্ধন মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন করিয়াছেন, কেননা তাঁহাকে বশে রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য
২৫ ছিল না। কারণ দায়ূদ তাঁহার বিষয়ে ইহা কহিয়াছিল, "আমি সর্ব্বদাই পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখি; তিনি আ-
"মার দক্ষিণ দিগে থাকাতে আমি বিচলিত হইব না।
২৬ "তন্নিমিত্তে আমার মন হৃষ্ট হয়, ও আমার জিহ্বা "আনন্দেতে গান করে, আমার শরীরও প্রত্যাশাতে
২৭ "শয়ন করিবে। যেহেতুক তুমি পরলোকে আমার "আত্মাকে পরিত্যাগ করিবা না, ও নিজ পুণ্যবানকে
২৮ "ক্ষয় পাইতে দিবা না। এবং আমাকে জীবনের "পথ দর্শন করাইবা; ও আপন শ্রীমুখের প্রসন্নতা-
২৯ "দ্বারা আমাকে আনন্দে পূর্ণ করিবা।" হে ভ্রাতৃগণ, সেই পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের বিষয়ে আমি নির্ভয়ে তোমা-দিগকে এই কথা কহিতে পারি, যে সে প্রাণ ত্যাগ করিয়া কবরস্থ হইয়াছে, আর তাহার কবর অদ্যাপি
৩০ আমাদের নিকটে বিদ্যমান আছে। কিন্তু সে ভবিষ্য-দ্বক্তা ছিল; এবং ঈশ্বর অভিষিক্ত ত্রাতাকে শরীরের সম্বন্ধে আমার ঔরসজাত বংশহইতে উৎপন্ন করিয়া আমার সিংহাসনে বসাইবেন, এই কথা শপথদ্বারা আ-মার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা সে জ্ঞাত ছিল;
৩১ অতএব ভাবিঘটনা পূর্ব্বে দেখিয়া অভিষিক্ত ত্রাতার পুন-রুত্থান বিষয়ে এই কথা কহিল, যে তাঁহার আত্মা পর-লোকে ত্যক্ত হইবে না, এবং তাঁহার শরীর ক্ষয় পাইবে
৩২ না। আর ঈশ্বর তাঁহাকে, অর্থাৎ যীশুকে, উত্থাপন
৩৩ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা সকলে সাক্ষী আছি। অত-এব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উচ্চপদান্বিত হইয়া পি-তার নিকটে পবিত্র আত্মা বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হওয়াতে, সম্প্রতি তোমরা যাহা দেখিতেছ এবং শুনি-

৩৪ তেছ, তাহা বর্ষণ করিলেন। কেননা দায়ূদ্ স্বর্গারোহণ
করে নাই, কিন্তু আপনি এই কথা কহিয়াছে, যথা,
৩৫ "পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ
"তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ
৩৬ "তুমি আমার দক্ষিণে বৈস।" অতএব এই যে যীশুকে
তোমরা ক্রুশে হত করিয়াছ, ঈশ্বর তাঁহাকে প্রভুর ও
অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা
ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হউক।
৩৭ এ প্রকার কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা পিতরকে এবং অন্য প্রেরিতদিগকে কহি-
৩৮ তে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব? তাহাতে
পিতর্ তাহাদিগকে কহিল, মন ফিরাও, এবং প্রত্যেক
জন পাপমোচনের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তা-
ইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত
৩৯ হইবা। যেহেতুক এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের ও তোমাদের
সন্তানগণের, এবং যত দূরস্থ লোককে আমাদের প্রভু
পরমেশ্বর আহ্বান করিবেন, সেই সকলের প্রতি বর্ত্তে।
৪০ এতদ্ভিন্ন সে আর২ অনেক কথাতে প্রমাণ ও চেতনা
দিয়া কহিল, এই বিপথগামি বংশহইতে আপনাদিগকে
৪১ রক্ষা কর। পরে যাহারা আনন্দ পূর্ব্বক তাহার কথা
গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল। সেই দিবসে
প্রায় তিন সহস্র লোকদ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি হইল।
৪২ আর তাহারা প্রেরিতদের উপদেশে ও সহভাগিত্বে ও
৪৩ রুটী ভাঙ্গনে ও প্রার্থনা করণে নিবিষ্টচিত্ত ছিল। আর
প্রাণিমাত্র ভয় করিত, এবং প্রেরিতগণ কর্ত্তৃক অনেক২
৪৪ লক্ষণ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করা যাইত। এবং বিশ্বাসকারি
সকলে এক সঙ্গে থাকিয়া সকলই সাধারণে রাখিত।
৪৫ আর চলাচল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক জনের

৪৬ প্রয়োজনানুসারে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা সকলে একচিত্ত হইয়া প্রতিদিন মন্দিরে কাল যাপন করিত, এবং ঘরে২ রুটী ভাঙ্গিতে২ পরমানন্দে ও সর-
৪৭ লান্তঃকরণে ভোজন পান করিত; এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, ও তাবৎ লোকদের সাক্ষাতে সমাদর প্রাপ্ত হইত। এবং প্রভু দিনে২ পরিত্রাণপাত্রের দ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ অপর প্রার্থনা করণের সময়ে অর্থাৎ তৃতীয় প্রহর বেলাতে পিতর ও যোহন্ একত্র হইয়া মন্দিরে যাইতে-
২ ছিল; এমত সময়ে মন্দিরে প্রবেশকারি লোকদের কাছে ভিক্ষা করিবার নিমিত্তে যে জন্মখঞ্জ মনুষ্যকে প্রতিদিন মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারে রাখা যাইত, লোকেরা
৩ তাহাকে বহন করিয়া আনিতেছিল। সে পিতরকে ও যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাহা-
৪ দের নিকটে ভিক্ষা চাহিল। তাহাতে যোহনের সহিত পিতর তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,
৫ আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহাতে সে কিছু পাইবার আশাতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিল।
৬ তখন পিতর বলিল, স্বর্ণ কিম্বা রূপ্য আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু
৭ খ্রীষ্টের নামে উঠিয়া গতায়াত কর। পরে সে তাহার
৮ দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির চরণ ও গুল্‌ফ সবল হওয়াতে সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া গতায়াত করিতে লাগিল, এবং গতায়াত করিতে২ লম্ফ দিতে২ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ তাহা-
৯ দের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিল। আর তাবৎ লোক

তাহাকে গতায়াত করিতে ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে
১০ দেখিল, এবং মন্দিরের সুন্দর দ্বারে যে বসিয়া ভিক্ষা
করিত সে এই, ইহা জানিতে পারিল। অতএব তাহার
প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন
১১ হইল। এবং যে খঞ্জ সুস্থ হইল, সে পিতরের ও যো-
হনের সঙ্গ না ছাড়াতে তাবৎ লোক চমৎকৃত হইয়া
তাহাদের নিকটে সুলেমানের বারাণ্ডাতে দৌড়িয়া আইল।

১২ তাহা দেখিয়া পিতর লোকসমূহকে কহিল, হে ইস্রা-
য়েল্ লোকেরা, ইহাতে কেন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ?
আমরা নিজ শক্তিতে কিম্বা নিজ ভক্তিতে এই খঞ্জ মনু-
ষ্যকে গমন করাইলাম, ইহা বা ভাবিয়া আমাদের প্রতি
১৩ কেন একান্ত দৃষ্টি করিয়া আছ? ইব্রাহীমের ও ইস্হা-
কের ও যাকূবের ঈশ্বর, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-
দের ঈশ্বর, আপন পুত্র যীশুর মহিমা প্রকাশ করি-
লেন। তোমরা সেই যীশুকে পরহস্তগত করিয়া, যখন
পীলাত তাহাকে মুক্ত করিতে বিহিত বুঝিল, তখনও
১৪ তাহার সাক্ষাতে অস্বীকার করিলা। তোমরা সেই পবিত্র
ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়া আপনাদের নি-
মিত্তে পারিতোষিকরূপে এক জন নরহত্যাকারিকে প্রা-
১৫ র্থনা করিলা, এবং সেই জীবনের অধিপতিকে বধ
করিলা; কিন্তু ঈশ্বর মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উঠা-
১৬ ইয়াছেন, ইহার সাক্ষী আমরাই আছি। আর এই যে
মনুষ্যকে তোমরা দেখিতেছ ও চিনিতেছ, ইহাকে তাঁ-
হার নামে বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাঁহারই নাম বলবান্
করিয়াছে; এবং তাঁহাতেই যে বিশ্বাস, সে তোমাদের
১৭ সকলের সাক্ষাতে ইহাকে সর্ব্বাঙ্গে সুস্থ করিয়াছে। এখন,
হে ভ্রাতৃগণ, আমি জানি, তোমাদের অধ্যক্ষেরা ও তো-
১৮ মরা অজ্ঞানতাতে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ। কিন্তু ঈশ্বর

অভিষিক্ত ত্রাতার দুঃখভোগের বিষয়ে আপনার (প্রেরিত) তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ
১৯ করিয়াছিলেন, তাহা এই রূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। অতএব তোমরা আপন২ পাপমোচনার্থে মনঃপরিবর্ত্তন করিয়া (ঈশ্বরের প্রতি) ফির; তাহা করিলে পরমেশ্বরের নিকট-
২০ হইতে সান্ত্বনার সময় উপস্থিত হইবে, এবং পূর্ব্বাবধি প্রচারিত যে যীশু খ্রীষ্ট. (অর্থাৎ অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা,) তাঁহাকে তিনি তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।
২১ কিন্তু ঈশ্বর আদিকালাবধি নিজ পবিত্র ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা যে সময়ের কথা কহিয়া আসিতেছেন, সকলের সুধারা পুনঃস্থাপনের সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহার স্বর্গবাসী হওয়া
২২ আবশ্যক। মুসা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন, যথা, "তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের "ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে আমার সদৃশ এক জন ভবিষ্য- "দ্বক্তার উদয় করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা২ কহি-
২৩ "বেন, সেই সকলে তোমরা মনোযোগ করিবা; কিন্তু "যে কোন প্রাণী ঐ ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য না শুনিবে, সে
২৪ "আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" আর শিমূয়েল অবধি যত ভবিষ্যদ্বক্তা সময়ানুক্রমে ভবিষ্যদ্বাক্য কহিয়াছে, তাহারাও সকলে এই কালের কথা
২৫ কহিয়াছে। তোমরা সেই ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের সন্তান; আর "পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি তোমার বংশদ্বারা আশীর্ব্বাদ "পাইবে," ইব্রাহীম্‌কে এই কথা বলিয়া ঈশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন, সেই
২৬ নিয়মের অধিকারীও তোমরা আছ। এই প্রযুক্ত ঈশ্বর প্রথমে তোমাদেরই জন্যে আপন পুত্র যীশুকে উঠাইয়া আপন২ দুষ্ক্রিয়াহইতে প্রত্যেকের পরাবর্ত্তনদ্বারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিতে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ এই রূপে তাহারা লোকদিগকে উপদেশ দিতেছে, এমন সময়ে যাজকেরা ও মন্দিরের সেনাপতি এবং সি-
২ দুকিবর্গ হঠাৎ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, কেননা লোকদের প্রতি তাহাদের উপদেশ দেওনে এবং যীশুর দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান প্রকাশ করণে তাহারা অস-
৩ ন্তুষ্ট ছিল। এবং তাহাদিগকে ধরিয়া দিন অবসান প্রযুক্ত
৪ পরদিবস পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল। তথাপি যে সকল লোক তাহাদের উপদেশ শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিল; তাহাতে শিষ্যদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র পুরুষ হইল।

৫ পরদিবসে লোকদের অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীনবর্গ ও অধ্যা-
৬ পকগণ, এবং হানন্ মহাযাজক এবং কিয়ফা ও যোহন ও সিকন্দর ইত্যাদি মহাযাজকীয় বংশোদ্ভব সকলে যিরূ-
৭ শালমে একত্র হইল। তাহারা ঐ দুই জনকে মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ক্ষমতাতে
৮ বা কি নামেতে এই কর্ম্ম করিয়াছ? তখন পিতর পবিত্র
৯ আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে কহিল, হে লোক-দের অধ্যক্ষবর্গ, হে ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা, এই দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি কৃত হিতকর্ম্মের বিষয়ে যদি অদ্য আমা-দিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কাহার কর্তৃক সে সুস্থ হই-
১০ য়াছে, তবে তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক ও তোমরা সকলে ইহা জ্ঞাত হও, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, অর্থাৎ যিনি তোমাদের দ্বারা ক্রুশে হত, কিন্তু ঈশ্বরকর্তৃক মৃত-গণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি সুস্থ হইয়া তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।
১১ গাঁথকেরা যে তোমরা, তোমাদের দ্বারা অবজ্ঞাত যে

প্রস্তর কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল সে তিনি।
১২ অন্য কাহারো নিকটে পরিত্রাণ নাই; কারণ আকাশ মণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত আর কোন নাম নাই, যাহাদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হয়।
১৩ তখন পিতরের ও যোহনের সাহস দেখিয়া, এবং তাহারা অবিদ্বান্ ইতর লোক, ইহা বুঝিয়া (প্রাচীনবর্গ) আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; এবং তাহারা যে যীশুর সঙ্গে
১৪ ছিল, ইহা জানিতে পারিল। কিন্তু ঐ আরোগ্যপ্রাপ্ত মনুষ্যকে তাহাদের সঙ্গে দণ্ডায়মান দেখিয়া কোন আ-
১৫ পত্তি করিতে পারিল না। পরে তাহাদিগকে সভাহইতে স্থানান্তরে যাইতে আজ্ঞা দিয়া পরস্পর এই পরামর্শ
১৬ করিতে লাগিল, সেই মনুষ্যদিগকে কি করিব? তাহাদের কর্তৃক যে একটা প্রসিদ্ধ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে, তাহা যিরূশালম্ নিবাসি তাবৎ লোকের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।
১৭ কিন্তু লোকদের মধ্যে ইহা যেন উত্তরোত্তর ব্যাপিয়া না যায়, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া আর কোন মনুষ্যকে এই নামেতে উপদেশ দিতে নিষেধ করিব।
১৮ তদনন্তর তাহাদিগকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিল, ইহার পর যীশুর নামেতে কদাচ কোন কথা কহিও না, এবং
১৯ কোন উপদেশও দিও না। কিন্তু পিতর ও যোহন তাহাদিগকে উত্তর দিয়া কহিল; ঈশ্বরের আজ্ঞা অপেক্ষা তোমাদের আজ্ঞা পালন করা ঈশ্বরের গোচরে বিহিত
২০ কি না, তাহা তোমরা বিবেচনা কর। আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা যে বলিব না, এমত হইতে
২১ পারে না। আর যাহা ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত লোক সকল ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিতেছিল; অতএব লোকভয় প্রযুক্ত তাহাদিগকে শাস্তি দিবার পথ না পাওয়াতে

তাহারা পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া
২২ দিল। এই আরোগ্য দানরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম যে মনুষ্যের
প্রতি করা গিয়াছিল, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের
অধিক ছিল।

২৩ পরে তাহারা বিদায় পাইয়া আপন সঙ্গিদের নিকটে
গিয়া, প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ তাহাদিগকে যে২
২৪ কথা কহিয়াছিল, তাহা জানাইল। তাহা শুনিয়া সকলে
একচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে এই প্রার্থনা
করিতে লাগিল, হে সর্ব্বাধিপতি, তুমি আকাশ ও পৃথিবী
২৫ ও সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, তুমি
নিজ সেবক দায়ূদের দ্বারা এই কথা কহিয়াছ, যথা,
"অন্যজাতীয়েরা কেন কলহ করে? ও লোকেরা কেন
২৬ "অনর্থক চিন্তা করে? পরমেশ্বরের ও তাঁহার অভি-
"ষিক্ত ব্যক্তির বিপরীতে ভূপতিরা দণ্ডায়মান হয়, ও
২৭ "শাসনকর্তৃগণ সভাস্থ হয়।" সত্য, তোমার অভিষিক্ত
পবিত্র পুত্র যীশুর প্রতিকূলে হেরোদ এবং পন্তীয় পী-
লাত ও অন্যজাতীয় লোক এবং ইস্রায়েল্ লোক, ইহারা
২৮ সকলে এই নগরে সভাস্থ হইয়া তোমার হস্ত ও তো-
২৯ মার মন্ত্রণাদ্বারা পূর্ব্বে নিরূপিত কর্ম্ম করিয়াছে। এখন,
হে প্রভো, তাহাদের ভর্ৎসনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর;
এবং তোমার দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহস পূর্ব্বক তোমার
৩০ বাক্য প্রচার করিতে দেও; বিশেষতঃ তোমার পবিত্র
পুত্র যীশুর নামে আরোগ্যদানাদি আশ্চর্য্য ক্রিয়ার ও
অদ্ভুত লক্ষণের প্রকাশার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর।
৩১ এই রূপে প্রার্থনা করিলে যে স্থানে তাহারা সভাস্থ
ছিল, সেই স্থান কাঁপিতে লাগিল; এবং সকলে পবিত্র
আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রগল্ভ রূপে ঈশ্বরের কথা
কহিতে লাগিল।

৩২ আর বিশ্বাসি লোকসমূহ একচিত্ত ও একমনা ছিল; তাহাদের কেহ নিজ সম্পত্তির মধ্যে কিছুই আপনার জ্ঞান করিত না, কিন্তু তাহাদের সর্ব্বস্ব সাধারণে থা-
৩৩ কিত। আর প্রেরিতেরা মহাক্ষমতাতে প্রভু যীশুর পুন-রুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিত, এবং তাহাদের সকলের প্রতি
৩৪ মহা অনুগ্রহ বর্ত্তিত। আর তাহাদের মধ্যে দীনহীন কেহ ছিল না; কারণ যাহারা বাটী ভূম্যাদির অধিকারী, তা-
৩৫ হারা তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরি-তদের চরণে রাখিত, পরে যাহার যেরূপ প্রয়োজন,
৩৬ তদনুসারে তাহাকে দত্ত হইত। এই রূপে কুপ্র উপদ্বী-পীয় লেবি বংশজাত যোশি, যাহাকে প্রেরিতেরা বার্ণব্বা
৩৭ অর্থাৎ সান্ত্বনাদায়ক বলিয়া ডাকিত, সে এক খণ্ড ভূমির অধিকারী হওয়াতে তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিল।

৫ অধ্যায়।

১ তখন অননিয় নামে এক জন আপন স্ত্রী সফীরার
২ সম্মতিতে ভূমি বিক্রয় করিয়া আপন স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তা-হার মূল্যের এক অংশ অপহরণ করিয়া অন্য অংশমাত্র
৩ আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিল। তাহাতে পিতর কহিল, হে অননিয়, পবিত্র আত্মার নিকটে মিথ্যাকথা কহিতে এবং ভূমির মূল্যহইতে কিছু অপহরণ করিতে
৪ শয়তান কেন তোমার অন্তঃকরণে আশ্রয় লইয়াছে? ঐ ভূমি থাকিতে সে কি তোমার ছিল না? এবং বিক্রীত হইলে পর তাহার মূল্য কি তোমার নিজ অধিকারে ছিল না? তবে এমন কর্ম্ম কেন মনে স্থির করিলা? তুমি মনুষ্যদের কাছে মিথ্যাকথা কহিলা, এমন নয়,
৫ কিন্তু ঈশ্বরেরই কাছে কহিলা। এই কথা শুনিবামাত্র ঐ

অনন্নিয় ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; তাহাতে যত লোক সেই ঘটনা শুনিল, সকলেরই বড় ভয় জন্মিল।
৬ পরে যুববর্গ উঠিয়া তাহাকে বস্ত্রে জড়াইয়া বাহিরে
৭ লইয়া গিয়া কবর দিল। পরে প্রায় এক প্রহর গত হইলে তাহার স্ত্রীও উপস্থিতা হইল, কিন্তু কি হইয়াছে,
৮ তাহা সে জ্ঞাত ছিল না। তাহাতে পিতর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা সেই ভূমি কি এত টাকাতে বিক্রয় করিয়াছিলা? তাহা আমাকে বল। তখন সে উত্তর
৯ করিল, হাঁ, এত টাকাতেই বটে। তাহাতে পিতর তাহাকে কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের আত্মাকে পরীক্ষা করিতে কেন একপরামর্শ হইয়াছ? দেখ, যাহারা তোমার স্বামিকে কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারে পদার্পণ করিতেছে, এবং তোমাকেও বাহিরে লইয়া যাইবে।
১০ তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; পরে ঐ যুবগণ ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃতা দেখিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার স্বামির পার্শ্বে কবর
১১ দিল। তখন সমস্ত মণ্ডলী, এবং যত লোক এই কথা শুনিল, সকলে অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।

১২ আর প্রেরিতদের হস্তদ্বারা লোকদের মধ্যে অনেক২ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম করা যাইত; এবং শিষ্যেরা সকলে একচিত্ত হইয়া সুলেমানের বারাণ্ডাতে একত্র
১৩ হইত। কিন্তু অন্য লোকদের মধ্যে তাহাদের সঙ্গী হইতে কাহারও সাহস হইত না, তথাপি লোকেরা তাহা-
১৪ দিগকে সমাদর করিত। আর স্ত্রী পুরুষ অনেক২ লোক প্রভুতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার প্রজারূপে গ্রাহ্য হইত।
১৫ এবং লোকেরা পথে২ পীড়িতদিগকে বাহিরে আনিয়া, পিতর আইলে তাহার ছায়া যেন তাহাদিগেতে লাগে,
১৬ এই আশয়ে ডুলিতে ও খট্টাতে করিয়া রাখিত। এবং

চতুর্দ্দিক্‌স্থ নগরহইতে অনেক লোক অপবিত্র ভূতগ্রস্ত ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যিরূশালমে আনিয়া সমাগত হইত, আর সেই সকলকে সুস্থ করা যাইত।

১৭ পরে মহাযাজক এবং তাহার তাবৎ সহচর, অর্থাৎ সিদূকি লোকদের দল, উঠিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া
১৮ প্রেরিতদিগকে ধরিয়া সাধারণ কারাগারে বদ্ধ রাখিল।
১৯ কিন্তু রাত্রিযোগে পরমেশ্বরের দূত ঐ কারাগারের দ্বার
২০ খুলিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া কহিল, তোমরা গিয়া মন্দিরে দাঁড়াইয়া এই জীবনদায়ক তাবৎ কথা
২১ লোকদিগকে কহ। ইহা শুনিয়া তাহারা প্রত্যুষে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সহচরগণের সহিত মহাযাজক আসিয়া মন্ত্রিগণকে এবং ইস্রায়েল লোকদের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে সভাস্থ করিয়া কারাগারহইতে তাহাদিগকে আনাইবার নিমিত্তে লোক
২২ পাঠাইল। তাহাতে পদাতিকেরা গমন করিয়া কারাগারে তাহাদিগকে না পাওয়াতে ফিরিয়া আসিয়া এই
২৩ সমাচার দিল, আমরা দেখিলাম, কারাগার সুদৃঢ়রূপে রুদ্ধ, এবং রক্ষকেরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু দ্বার খুলিলে ভিতরে কাহাকেও পাইলাম না।
২৪ এমন কথা শুনিয়া মহাযাজক ও মন্দিরের সেনাপতি এবং প্রধান যাজকেরা, আরও কি হইবে? ইহা ভাবিয়া
২৫ তাহাদের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইল। ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ দিল, দেখ, তোমরা যে মনুষ্যদিগকে কারাগারে রাখিয়াছিলা, তাহারা মন্দি-
২৬ রে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছে। তখন মন্দিরের সেনাপতি পদাতিকগণকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইয়া তাহাদিগকে আনিল, কিন্তু বলেতে নয়, কেননা তাহা করিলে লোকেরা আমাদিগকে প্রস্তর মারিবে, ইহা

২৭ ভয় কারণ; অপর তাহারা তাহাদিগকে আনিয়া মহাসভার মধ্যে দাঁড় করাইলে মহাযাজক তাহাদিগকে জি-
২৮ জ্ঞাসা করিল, এই নামে উপদেশ দিতে আমরা কি দৃঢ়রূপে তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই? তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের সেই উপদেশে যিরূশালম্ পরিপূর্ণ করিয়া সেই ব্যক্তির রক্তপাতজন্য দোষ আমাদের প্রতি
২৯ বর্ত্তাইতে চেষ্টা পাইতেছ। তাহাতে পিতর্ এবং অন্য প্রেরিতেরা উত্তর করিল, মনুষ্যদের আজ্ঞা অপেক্ষা বরং
৩০ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা আমাদের উচিত। আমাদের পৈতৃক ঈশ্বর সেই যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাকে তোমরা দণ্ডকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া ব্যাপাদন করিয়াছ।
৩১ আর ঈশ্বর ইস্রায়েল্ লোকদিগকে মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপ ক্ষমা দান করণার্থে তাঁহাকেই অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে উচ্চপদান্বিত করিয়াছেন।
৩২ আর এই সকল বিষয়ে আমরা তাঁহার সাক্ষী আছি, এবং ঈশ্বর আপনার আজ্ঞাবহদিগকে যে পবিত্র আত্মা দিয়াছেন, তিনিও সাক্ষী আছেন।

৩৩ এ কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা তাহাদিগকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।
৩৪ কিন্তু সভাতে উপস্থিত এক জন ফিরূশী, অর্থাৎ গমিলীয়েল্ নামা যে ব্যবস্থার অধ্যাপক তাবৎ লোকের নিকটে মান্য ছিল, সে উঠিয়া প্রেরিতদিগকে ক্ষণের
৩৫ নিমিত্তে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা দিয়া কহিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল্ লোকেরা, এই মনুষ্যদের বিষয়ে তোমরা
৩৬ কি করিবা, তাহাতে সাবধান হও। কেননা ইহার পূর্ব্বে থূদা নামে এক জন উপস্থিত হইয়া আপনাকে বড় মানুষ করিয়া বলিয়াছিল, এবং প্রায় চারি শত লোক তাহার দলভুক্ত হইয়াছিল; পরে সে হত হইল, এবং

তাহার আশ্রিত যত লোক, সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া অলী-
৩৭ কের ন্যায় হইল। সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখিয়া
দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা নামে এক জন উপস্থিত
হইয়া অনেক লোককে কুপ্রবৃত্তি দিয়া আপনার পশ্চা-
দ্গামী করিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হইল, এবং তাহার
৩৮ আশ্রিত যত লোক, সকলে ছিন্নভিন্ন হইল। অতএব
এখন তোমাদের প্রতি আমার কথা এই, তোমরা এই
মনুষ্যদের প্রতি ক্ষান্ত হইয়া তাহাদিগকে বারণ করিও
না; কেননা এই মন্ত্রণা কিম্বা এই কর্ম্ম যদি মনুষ্যহইতে
৩৯ হইয়া থাকে, তবে বিফল হইয়া যাইবে; কিন্তু যদি
ঈশ্বরহইতে হইয়া থাকে, তবে তাহা বিফল করিতে
তোমাদের সাধ্য নয়, বরঞ্চ ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারি
৪০ রূপে দোষী হইবার সম্ভাবনা আছে। তখন তাহারা
তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিল, এবং প্রেরিতদিগকে ডা-
কাইয়া প্রহার করিয়া যীশুর নামে কোন কথা কহিতে
৪১ নিষেধ করিয়া বিদায় করিল। তাহাতে তাঁহার নামের
নিমিত্তে অপমানগ্রস্ত হইবার যোগ্যপাত্র গণ্য হওয়াতে
আহ্লাদিত হইয়া তাহারা সভাস্থদিগের সাক্ষাৎহইতে
৪২ প্রস্থান করিল। পরে প্রতি দিন মন্দিরে এবং ঘরে২
উপদেশ দিতে ও যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতে
ক্লান্ত হইল না।

৬ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে শিষ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, দিবসিক
উপকারে আমাদের বিধবা লোকদের প্রতি মনোযোগ
হয় না, গ্রীক ভাষা ব্যবহারিরা ইব্রীয় লোকদের সহিত
২ এমত বিবাদ করিতে লাগিল। তখন দ্বাদশ প্রেরি-
তেরা শিষ্যসমূহকে একত্র ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বরের

কথা প্রচার ত্যাগ করিয়া ভোজনের পরিচর্য্যা করা আ-
৩ মাদের উপযুক্ত নহে। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা
আপনাদের মধ্যহইতে সুখ্যাত্যাপন্ন এবং পবিত্র আ-
ত্মাতে ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ সাত জনকে নিশ্চয় কর,
৪ তাহাদিগকে আমরা এই কর্ম্মের ভার দিব। কিন্তু আ-
মরা প্রার্থনা করণে ও ধর্ম্মবাক্যের পরিচর্য্যাতে নিত্য
প্রবৃত্ত থাকিব।

৫ এই কথা সমাগত তাবৎ লোকদের গ্রাহ্য হওয়াতে
তাহারা বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ স্তিফান
নামক এক জনকে, এবং ফিলিপ ও প্রখর ও নীকানর
ও তীমোন ও পার্মিনা এবং যিহূদি মতাবলম্বী আন্তিয়-
৬ খিয়ার নিকলায়, এই সাত জনকে মনোনীত করিয়া
প্রেরিতদের সম্মুখে উপস্থিত করিল, তাহাতে তাহারা
৭ প্রার্থনা করিয়া তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিল। অপর
ঈশ্বরের কথা ব্যাপিয়া গেল, এবং যিরূশালমে শিষ্যদের
সংখ্যা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইল; বিশেষতঃ যাজকদের
মধ্যেও অনেকে বিশ্বাসাবলম্বী হইল।

৮ আর স্তিফান বিশ্বাসে ও পরাক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া
লোকদের মধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম
৯ করিত। তাহাতে লিবর্ত্তীন নাম বিশিষ্ট সভার কএক
জন, এবং কুরীণীয় ও সিকন্দরীয় ও কিলিকীয় ও আ-
শিয়াদেশীয় কতক লোক উঠিয়া স্তিফানের সঙ্গে বাদা-
১০ নুবাদ করিল। কিন্তু স্তিফান যে জ্ঞানে এবং আত্মার
গুণে কহিল, তাহার বিপক্ষে তাহারা কিছুই করিতে
১১ পারিল না। পরে কএক জনকে লোভ দেখাইলে তাহারা
এই কথা কহিল, আমরা তাহার মুখে মূসার এবং
১২ ঈশ্বরের নিন্দাকথা শুনিলাম। এই রূপে লোকদিগের
ও প্রাচীনগণের ও অধ্যাপকগণের রাগ জন্মাইয়া তা-

হারা তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক ধরিয়া মহাসভাতে লইয়া
১৩ গেল। এবং কএক জন মিথ্যাসাক্ষিকে আনিলে তাহারা
কহিল, এই ব্যক্তি এই ধর্ম্মধামের ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে
১৪ কথা কহিতে ক্লান্ত হয় না। ফলতঃ ঐ নাসরতীয় যীশু
এই স্থান উচ্ছিন্ন করিবে, এবং মূসার নিকটে প্রাপ্ত
আমাদের রীতি সকল অন্যথা করিবে, তাহার এমন কথা
১৫ আমরা শুনিলাম। তখন মহাসভাতে উপবিষ্ট সকলে
তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া দেখিল, তাহার মুখ
স্বর্গদূতের মুখের তুল্য।

৭ অধ্যায়।

১ পরে মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিল, এই কথা কি সত্য?
২ তাহাতে সে কহিল, হে ভ্রাতারা ও পিতারা, শুন। আ-
মাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম হারণে বসতি করণের পূর্ব্বে
যে সময়ে মিসপতামিয়া দেশে ছিল, তৎকালে তেজ-
৩ স্পতি ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "তুমি আ-
"পন দেশ ও জ্ঞাতি কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে
৪ "দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।" তাহাতে
সে কস্দীয় দেশ ত্যাগ করিয়া হারণে বসতি করিল;
অনন্তর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পরে ঈশ্বর তাহাকে
অন্য স্থানে, অর্থাৎ যে দেশে তোমরা এখন বাস
৫ করিতেছ, এই দেশে আনিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যে
তাহাকে কিছুমাত্র অধিকার দিলেন না, এক পদ পরি-
মিত ভূমিও না, আর তৎকালে তাহার কোন সন্তান
ছিল না; তথাপি অধিকারার্থে তাহাকে ও তাহার ভা-
৬ বিবংশকে তাহা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। ঈশ্বর এই
রূপ আরও কহিলেন, "তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্র-
"বাস করিবে, এবং তদ্দেশীয় লোকেরা চারি শত

"বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইয়া তাহা-
৭ "দের প্রতি দৌরাত্ম্য করিবে।" এবং ঈশ্বর এ কথাও
কহিলেন, "যে জাতি তাহাদিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইবে,
"আমি তাহার দণ্ড করিব; পরে তাহারা বহির্গত হইয়া
৮ "এই স্থানে আমার সেবা করিবে।" এবং তিনি তা-
হাকে ত্বক্‌ছেদের নিয়মও দিলেন; তাহাতে সে ইস্-
হাককে জন্ম দিলে পর অষ্টম দিবসে তাহার ত্বক্‌ছেদ
করিল; ঐ ইস্‌হাক যাকূবের প্রতি, এবং যাকূব আমা-
দের দ্বাদশ পূর্ব্বপুরুষের প্রতি তাহাই করিল।
৯ ঐ পূর্ব্বপুরুষেরা যূষফের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া মিসর-
১০ দেশে দাস হওনার্থে তাহাকে বিক্রয় করিল। কিন্তু ঈশ্বর
তাহার সহায় হইলেন, এবং সকল দুর্গতিহইতে তা-
হাকে উদ্ধার করিলেন, এবং বুদ্ধি দিয়া মিসরদেশের
রাজা ফিরৌণের প্রিয়পাত্র করিলেন, এবং মিসরদেশের
ও তাবৎ রাজপুরীর অধ্যক্ষপদে তাহাকে নিযুক্ত করি-
১১ লেন। সেই সময়ে সমস্ত মিসর ও কিনান দেশে দুর্ভিক্ষ
হইলে বড় দুর্দ্দশা ঘটিল, বিশেষতঃ আমাদের পূর্ব্ব-
১২ পুরুষেরাও ভক্ষ্যদ্রব্য পাইতে পারিল না। কিন্তু মিসর-
দেশে শস্য আছে ইহা শুনিয়া যাকূব আমাদের পূর্ব্ব-
১৩ পুরুষদিগকে প্রথম বার মিসরে পাঠাইল। পরে দ্বিতীয়
বার গমনে যূষফ আপন ভ্রাতাদের পরিচিত হইল, এবং
১৪ ফিরৌণের কাছে যূষফের জ্ঞাতি প্রকাশিত হইল। পরে
যূষফ (ভ্রাতৃগণকে) পাঠাইয়া আপন পিতা যাকূবকে
এবং আপন জ্ঞাতি সকলকে অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ পঁচাত্তর
১৫ জনকে আপনার নিকটে আহ্বান করিল। তাহাতে যা-
কূব মিসরদেশে গমন করিয়া আপনি এবং আমাদের
১৬ পূর্ব্বপুরুষেরা সে স্থানে মরিল। পরে তাহাদের দেহ
শিখিমে নীত হইয়া, যে কবরস্থান ইব্রাহীম মুদ্রা দিয়া

শিখিমের পিতা হমোরের পুত্রদিগের নিকটে ক্রয় করিয়াছিল, তন্মধ্যে স্থাপিত হইল।

১৭ পরে ঈশ্বর ইব্রাহীমের নিকটে শপথ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময় নিকট হইলে লোকেরা মিসরদেশে বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুসংখ্যক হইতে

১৮ লাগিল। অবশেষে যূষফকে চিনে নাই, এমন আর এক

১৯ রাজা উপস্থিত হইল; সে আমাদের জাতির সহিত ধূর্ত্ততা ব্যবহার করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল, বিশেষতঃ তাহাদের শিশু সকলকে

২০ বাহিরে নিক্ষেপ করাইয়া বাঁচিতে দিত না। এমন সময়ে মূসা জন্মিল। তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ছিল, এবং

২১ সে তিন মাস পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে পালিত হইল। পরে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলে ফিরৌণের কন্যা তাহাকে তুলিয়া

২২ লইয়া আপনার পুত্ররূপে প্রতিপালন করিল। তাহাতে মূসা মিসরদেশীয় সমস্ত বিদ্যা শিক্ষিত হইয়া বাক্যে ও

২৩ ক্রিয়াতে ক্ষমতাপন্ন হইল। অপর তাহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রায় সম্পূর্ণ হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ ইস্রায়েল লোকদের তত্ত্বাবধারণ করণের ইচ্ছা তাহার

২৪ মনে জন্মিল। পরে তাহাদের এক জনকে উপদ্রুত দেখিয়া তাহার উপকারী হইয়া মিস্রীয় ব্যক্তিকে বধ করণ-

২৫ দ্বারা হিংসিত ব্যক্তির দুঃখের প্রতীকার করিল। আর আমার হস্তদ্বারা ঈশ্বর আমার ভ্রাতৃগণকে উদ্ধার করিবেন, ইহা তাহারা বুঝিবে, সে এই মত অনুমান

২৬ করিল; কিন্তু তাহারা বুঝিল না। তাহার পরদিনে তাহাদের পরস্পর মারামারি হইলে সে নিকটে গিয়া মিলন করিবার পরামর্শ দিয়া তাহাদিগকে কহিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা ভ্রাতৃগণ, পরস্পর অন্যায় কর

২৭ কেন? তাহাতে প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় করিতেছিল

যে ব্যক্তি, সে তাহাকে দূর করিয়া কহিল, তোকে শাস্তা
ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করি-
২৮ য়াছে? কল্য যেমন ঐ মিস্রীয় লোককে বধ করিলি,
২৯ তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহিস্? এই কথা
প্রযুক্ত মূসা পলায়ন করিয়া মিদিয়নদেশে প্রবাসী হইয়া
৩০ থাকিল; আর সে স্থানে তাহার দুই পুত্র জন্মিল। পরে
চল্লিশ বৎসর গত হইলে সীনয় পর্ব্বতের প্রান্তরে পর-
মেশ্বরের দূত একটা প্রজ্বলিত ঝোপের অগ্নিশিখাতে
৩১ তাহাকে দর্শন দিলেন। মূসা তাহা দেখিয়া অদ্ভুত দর্শন
জ্ঞান করিয়া নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্তে নিকটে যাইতে-
ছিল, এমন সময়ে পরমেশ্বরের এই বাণী তাহার নিকটে
উপস্থিত হইল, "আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর,
৩২ "ফলতঃ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর ও যা-
"কূবের ঈশ্বর;" তাহাতে মূসা ত্রাসযুক্ত হইয়া নিরী-
৩৩ ক্ষণ করিতে সাহস করিল না। পরে পরমেশ্বর তাহাকে
কহিলেন, "তোমার পদহইতে পাদুকা দূর কর; তুমি
৩৪ "যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র ভূমি। আমি
"মিসরে স্থিত আপন প্রজাদের ক্লেশ দেখিলাম, এবং
"তাহাদের রোদনও শুনিলাম, আর তাহাদিগকে উদ্ধার
"করিতে নামিয়া আইলাম; অতএব এখন আইস,
৩৫ "আমি তোমাকে মিসরদেশে পাঠাই।" দেখ, 'তোকে
শাস্তা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া কে নিযুক্ত করিয়াছে?' এই
কথা বলিয়া তাহারা যে মূসাকে অস্বীকার করিয়াছিল,
ঝোপেতে তাহার নিকটে দর্শনদাতা দূতদ্বারা ঈশ্বর তা-
হাকেই শাসনকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা করিয়া পাঠাইলেন।
৩৬ আর সেই ব্যক্তি মিসর দেশে ও সূফ্ নামক সমুদ্রে ও
মহাপ্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাবিধ অদ্ভুত কর্ম্ম ও
লক্ষণ দেখাইয়া তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া আনিল।

৩৭ আর সেই মূসা ইস্রায়েলের বংশদিগকে এই কথা কহিয়াছে, যথা, "প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য-
"হইতে আমার সদৃশ এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় করি-
"বেন, তাঁহার কথাতে তোমরা মনোযোগ করিবা।"
৩৮ আর মহাপ্রান্তরে মণ্ডলীর মধ্যে সেই ব্যক্তি সীনয় পর্ব্বতে তাহার সহিত আলাপকারি দূত এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, এই উভয়ের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে দিবার
৩৯ নিমিত্তে জীবনদায়ক বাক্য পাইয়াছিল। তথাপি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহার আজ্ঞা মানিতে অসম্মত হইল, এবং তাহাকে দূর করিয়া মনে২ পুনরায় মিসরদেশের
৪০ দিগে ফিরিয়া হারোণকে কহিল, "আমাদের অগ্রসর
"হইয়া যাইতে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর,
"কেননা মিসরদেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া
"আনিল যে মূসা, তাহার প্রতি কি ঘটিল, তাহা আ-
৪১ "মরা জানি না।" সেই সময়ে তাহারা গোবৎসাকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার উদ্দেশে বলিদান করিতে ও আপনাদের হস্তকৃত বস্তুতে আনন্দিত হইতে লাগিল।
৪২ তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাদিগকে আকাশের বাহিনী পূজা করিতে দিলেন; যে রূপ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের গ্রন্থে লেখা আছে, যথা, "হে ইস্রা-
"য়েল বংশ, তোমরা প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কি
"আমারই উদ্দেশে বলিদান ও হোমাদি উৎসর্গ করি-
৪৩ "য়াছ? এবং মোলকের তাম্বু ও আপনাদের রিম্ফন নামে
"দেবতার তারা, এই যে প্রতিমূর্ত্তি পূজার্থে নির্ম্মাণ
"করিয়াছিলা, তাহা কি তুলিয়া বহন করিয়াছ? অতএব
"আমি তোমাদিগকে বন্দিরূপে বাবিলের ওপারে গমন
৪৪ "করাইব।" আর যিনি মূসাকে তাহার দৃষ্ট নিদর্শনানুসারে এক আবাস নির্ম্মাণ করিতে কহিয়াছিলেন, তাঁ-

হার আজ্ঞাতে সেই সাক্ষ্যস্বরূপ আবাস প্রান্তরে আ-
৪৫ মাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যবর্ত্তী থাকিল। তাহাদের পশ্চাৎ উৎপন্ন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যিহোশূয়ের সময়ে তাহা সঙ্গে লইয়া ভিন্নজাতীয়দের অধিকারে, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সাক্ষাৎ হইতে ঈশ্বর-কর্ত্তৃক দূরীকৃত লোকদের দেশে আনিয়া দায়ূদের সময়
৪৬ পর্য্যন্ত রক্ষা করিল। ঐ দায়ূদ ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়া যাকুবের ঈশ্বরের নিমিত্তে বাসস্থান নিশ্চয়
৪৭ করিবার অনুমতি চেষ্টা করিল; কিন্তু সুলেমান্ তাঁ-
৪৮ হার জন্যে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিল। তথাপি সর্ব্বোপরিস্থ যিনি, তিনি হস্তকৃত গৃহে বাস করেন না; এত-
৪৯ দ্বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তা কহে, যথা, "পরমেশ্বর কহেন, স্বর্গ "আমার সিংহাসন, এবং পৃথিবী আমার পাদপাঠ; "তবে তোমরা আমার নিমিত্তে কি রূপ গৃহ নির্ম্মাণ
৫০ "করিবা? ও আমার বিশ্রামস্থান কোথায়? এ সকল "বস্তু কি আমার হস্তকৃত নয়?"

৫১ হে শক্তগ্রীব এবং অচ্ছিন্নত্বক্ মন ও কর্ণবিশিষ্ট লোক সকল, তোমরা সর্ব্বদা পবিত্র আত্মার প্রতিকূলাচরণ করিতেছ; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন, তোমরাও
৫২ তেমনি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাড়না না করিয়াছে? যাহারা ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তির ভাবি আগমন প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে তাহারা বধ করিয়াছে; এবং তোমরা এখন শত্রুহস্তে তাঁহার সম-
৫৩ র্পণকারী ও হত্যাকারী হইয়াছ। আর স্বর্গদূতগণকে দত্ত আদেশ রূপে যে ব্যবস্থা পাইয়াছ, তাহা পালন কর নাই।

৫৪ এই কথা শুনিয়া তাহারা বিদীর্ণচিত্ত হইয়া তাহার
৫৫ প্রতি দন্তকিড়িমিড়ি করিল। কিন্তু স্তিফান পবিত্র আত্মাতে

পরিপূর্ণ হইয়া আকাশের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের তেজ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান যীশুকে
৫৬ দেখিতে পাইয়া কহিল, দেখ, আমি স্বর্গদ্বারকে মুক্ত ও মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান দেখিতেছি।
৫৭ তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া আপন২ কর্ণ রুদ্ধ
৫৮ করিয়া এক চিত্তে তাহার উপরে আক্রমণ করিল। এবং তাহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল; এবং সাক্ষি লোকেরা আপন২ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শৌল নামে এক যুবলোকের চরণের নিকটে
৫৯ রাখিল। এই রূপে তাহারা স্তিফানকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে সে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে প্রভো
৬০ যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। পরে হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো, ইহাদের এই পাপ গণনা করিও না। ইহা বলিয়া সে মহানিদ্রাগত হইল। আর শৌল তাহার হত্যা করণে সম্মত ছিল।

৮ অধ্যায়।

১ সেই দিনাবধি যিরূশালম্ নগরস্থ মণ্ডলীর প্রতি বড় তাড়না ঘটিল, তাহাতে প্রেরিতবর্গ বিনা অন্য সকলে যিহূদা ও শোমিরোণদেশের নানা স্থানে ছিন্নভিন্ন হইয়া
২ গেল। তথাপি কএক জন ভক্ত লোক স্তিফানকে কবর
৩ দিয়া তাহার নিমিত্তে মহা বিলাপ করিল। কিন্তু শৌল ঘরে২ প্রবেশ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষগণকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে বদ্ধ করণদ্বারা মণ্ডলীর মহা উৎপাত করিতে
৪ লাগিল। তখন যাহারা ছিন্নভিন্ন হইল, তাহারা সর্ব্বত্র
৫ ভ্রমণ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিল। বিশেষতঃ ফিলিপ শোমিরোণের (প্রধান) নগরে গিয়া লোকদের
৬ কাছে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতে লাগিল। আর সা-

মান্য লোক সকল একচিত্তে ফিলিপের বাক্যে মনো-
যোগ করিল, কেননা তাহারা তাহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার
৭ কথা শুনিত, কিম্বা আপনারা তাহা দেখিত; যেহেতুক
অশুচি ভূতগ্রস্ত অনেক লোকহইতে ভূতগণ উচ্চৈঃস্বরে
চেঁচাইয়া নির্গত হইল এবং অনেক২ পক্ষাঘাতি ও খঞ্জ
৮ লোক সুস্থ হইল; তাহাতে ঐ নগরেতে মহানন্দ হইল।
৯ পূর্ব্বাবধি সেই নগরে শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিল,
সে আপনাকে কোন মহাপুরুষ বলিয়া মায়াক্রিয়াদ্বারা
১০ শোমিরোণীয় লোকদের মোহ জন্মাইত; তাহাতে এ
ব্যক্তি ঈশ্বরের মহাশক্তি, ইহা বলিয়া ক্ষুদ্র ও মহান্
১১ সকলে তাহাতে মনোযোগ করিত। তাহারা যে তাহাতে
মনোযোগ করিত, তাহার কারণ এই, যে সে বহুকালা-
বধি আপন মায়াক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া-
১২ ছিল। কিন্তু যখন ঈশ্বরের রাজত্ব এবং যীশু খ্রীষ্টের
নাম প্রচারকারি ফিলিপের কথাতে তাহাদের বিশ্বাস
জন্মিল, তখন স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার লোক বাপ্তাই-
১৩ জিত হইতে লাগিল। এবং শিমোন আপনিও বিশ্বাস
করিল, এবং বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের সঙ্গে নিত্য
থাকিল; এবং যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও লক্ষণ দে-
খিতে পাইল, তাহাতে চমৎকার জ্ঞান করিল।
১৪ অপর শোমিরোণীয় লোকেরা ঈশ্বরের কথা গ্রহণ
করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া যিরূশালম্ নগরস্থ প্রে-
রিতগণ পিতরকে ও যোহনকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ
১৫ করিল। তাহাতে তাহারা গিয়া, সেই লোকেরা যেন
১৬ পবিত্র আত্মা পায়, ইহা প্রার্থনা করিল। কেননা তদ-
বধি তাহারা কেবল প্রভু যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিত
মাত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও উপরে
১৭ পবিত্র আত্মার পতন হয় নাই। অনন্তর প্রেরিতেরা

তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে তাহারা পবিত্র আত্মা
১৮ পাইল। এই রূপে প্রেরিতদিগের হস্তার্পণদ্বারা পবিত্র
১৯ আত্মার বিতরণ হইতেছে, ইহা দেখিয়া সেই শিমোন
তাহাদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, আমি যে কোন
ব্যক্তির মস্তকে হস্তার্পণ করিব, সে যেন পবিত্র আত্মা
২০ পায়, এই ক্ষমতা আমাকেও দেও। কিন্তু পিতর তাহাকে
কহিল, তোমার টাকা তোমার সঙ্গে বিনাশগ্রস্ত হউক,
যেহেতুক ঈশ্বরের দান টাকাতে ক্রয় করিতে মনস্থ
২১ করিলা। এই বাক্যে তোমার অংশ কি অধিকার কি-
ছুই নাই; কারণ ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমার অন্তঃকরণ
২২ সরল নয়। অতএব তোমার এই দুঃস্বভাবহইতে মন
ফিরাও; এবং যদি হইতে পারে, তবে তোমার অন্তঃক-
রণের এই কুকল্পনার ক্ষমা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর;
২৩ কেননা আমি দেখিতেছি, তুমি বিষযুক্ত পিত্তে ও দুষ্ট-
২৪ তার বন্ধনে পড়িয়া আছ। তখন শিমোন কহিল, বরঞ্চ
তোমাদের উক্ত কথা আমাতে যেন না ফলে, এই নি-
মিত্তে তোমরা আমার জন্যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর।
অনন্তর তাহারা প্রভুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া ও কথা প্রচার
২৫ করিয়া যিরূশালমে ফিরিয়া গেল। তৎকালে তাহারা
শোমিরোণীয়দের অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার করি-
য়াছিল।

২৬ পরে পরমেশ্বরের দূত ফিলিপের সহিত আলাপ
করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি উঠিয়া দক্ষিণদিগে যিরূ-
শালম্ হইতে প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে পথ অসা নগরেতে
২৭ যায়, সেই পথে গমন কর। তাহাতে সে উঠিয়া তথায়
গমন করিলে কূশীয় লোকদের কন্দাকী নাম্নী রাণীর
সমস্ত সম্পত্তির অধ্যক্ষ কূশদেশীয় এক জন নপুংস-
কের সাক্ষাৎ হইল। সে ভজনা করণার্থে যিরূশালমে

২৮ গমন করিয়া তথাহইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল, এবং আপন রথে বসিয়া যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পাঠ
২৯ করিতেছিল। তাহাতে আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, নি-
৩০ কটে গিয়া ঐ রথ ধর। তাহাতে সে দৌড়িয়া গিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিল, সে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পাঠ করিতেছে; পরে জিজ্ঞাসা করিল,
৩১ যাহা পাঠ করিতেছ, তাহা কি বুঝিতে পার? তাহাতে সে কহিল, কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? পরে সে ফিলিপকে আপনার কাছে
৩২ উঠিয়া বসিতে নিবেদন করিল। ধর্ম্মপুস্তকের যে প্রকরণ সে পাঠ করিতেছিল, তাহা এই, "তিনি হত হওনের "জন্যে মেষের ন্যায় নীত হইলেন, আর লোমচ্ছে- "দকের সম্মুখে যেমন মেষশাবক নীরব হইয়া থাকে,
৩৩ "তেমনি মুখ ব্যাদান করিলেন না। তাঁহার দীনতা "প্রযুক্ত বিচার বিপরীত হইল, এবং তৎকালের লো- "কদের বর্ণনা কে করিতে পারে? যেহেতুক তাঁহার
৩৪ "প্রাণ পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইল।" ইহাতে সেই নপুংসক ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করিল; নিবেদন করি, ভবিষ্যদ্বক্তা কাহার বিষয়ে এই কথা কহে? আপনার বিষয়ে,
৩৫ কি অন্য কাহারো বিষয়ে? তাহাতে ফিলিপ মুখ ব্যাদান করিয়া সেই প্রকরণ অবধি করিয়া যীশু বিষয়ক
৩৬ সুসমাচার তাহাকে জানাইল। এই রূপে পথে যাইতে২ এক জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইল; তাহাতে নপুংসক কহিল, এই দেখ, জল আছে; আমার বাপ্তা-
৩৭ ইজিত হওনের বাধা কি? (তাহাতে ফিলিপ উত্তর করিল, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস কর, তবে বাধা নাই। তাহাতে সে উত্তর করিয়া কহিল, যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি বিশ্বাস করি-

৩৮ তেছি।) পরে সে রথ স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা করিল, এবং ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলমধ্যে নামিলে ফিলিপ
৩৯ তাহাকে বাপ্তাইজিত করিল। পরে জলের মধ্যহইতে উঠিলে পর পরমেশ্বরের আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন; তদবধি নপুংসক তাহাকে আর দেখিতে পাইল না, তথাপি হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন পথে
৪০ চলিয়া গেল। কিন্তু ফিলিপ অস্‌দোদ নগরে উপস্থিত হইল, পরে সমস্ত নগরে ভ্রমণ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে২ শেষে কৈসরিয়া নগরে উপস্থিত হইল।

৯ অধ্যায়।

১ তৎকালেও শৌল প্রভুর শিষ্যদের প্রতি ভর্ৎসনা ও প্রাণনাশ উদ্গীরণ করাতে মহাযাজকের নিকটে যা-
২ ইয়া দম্মেষক নগরস্থ ধর্ম্মসভা সকলের প্রতি পত্র চাহিল, যেন সেই মতাবলম্বি স্ত্রী কি পুরুষ যে লোককে পায়, তাহাদিগকে ধরিয়া বান্ধিয়া যিরূশালমে আনে।
৩ পরে যাইতে২ যখন দম্মেষক নগরের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন অকস্মাৎ আকাশহইতে প্রখর তেজ তাহার
৪ চতুর্দ্দিগে প্রকাশ পাইল। তাহাতে সে ভূমিতে পড়িলে, 'হে শৌল, হে শৌল, আমাকে কেন তাড়না করি-
৫ তেছ?' আপনার প্রতি এমত বাণী শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কে? তখন প্রভু কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করিতেছ, আমি সেই যীশু; কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা তোমার দুষ্কর।
৬ তখন সে কম্পবান ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল,হে প্রভো, আমাকে কি করিতে আজ্ঞা করেন? প্রভু কহিলেন, উঠিয়া নগরে প্রবেশ কর, তাহাতে তোমাকে কি
৭ করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে। আর তাহার সঙ্গি

লোকেরা অবাক্ হইয়া রহিল, কেননা তাহারা ঐ রব
৮ শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরে
শৌল ভূমিহইতে উঠিল, কিন্তু চক্ষু মেলিলে পরে কা-
হাকেও দেখিল না; অতএব তাহারা তাহার হস্ত ধরিয়া
৯ দম্মেষক নগরে তাহাকে লইয়া গেল। আর সে তিন
দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থাকিয়া ভোজন পান করিল না।
১০ তৎকালে ঐ দম্মেষক নগরে অননিয় নামে এক জন
শিষ্য ছিল। প্রভু তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে
অননিয়। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে প্রভো, দেখুন,
১১ আমি উপস্থিত আছি। তখন প্রভু তাহাকে কহিলেন,
তুমি উঠিয়া সোজা নামক পথে গিয়া যিহূদার বাটীতে
তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর; কেননা
১২ দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে, এবং অননিয় নামে এক
জন আসিয়া দৃষ্টি প্রদানার্থে তাহার উপরে হস্তার্পণ
১৩ করে, এমত দর্শন পাইয়াছে। তাহাতে অননিয় উত্তর
করিল, হে প্রভো, সেই ব্যক্তি যিরূশালমে তোমার
পবিত্র লোকদের প্রতি কত হিংসা করিয়াছে, তাহা
১৪ আমি অনেকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। এবং সে এ স্থা-
নেও তোমার নামে প্রর্থনাকারি সকলকে বন্ধন করি-
বার ক্ষমতা প্রধান যাজকদের নিকটে পাইয়াছে।
১৫ কিন্তু প্রভু কহিলেন, তুমি যাও, কেননা ভিন্নজা-
তীয় লোকদের ও ভূপতিগণের ও ইস্রায়েল্ বংশীয়-
দিগের নিকটে আমার নাম উপস্থিত করণার্থে সে আমার
১৬ মনোনীত পাত্র। আর আমার নামের নিমিত্তে তাহাকে
কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা আমি তাহাকে
১৭ দেখাইয়া দিব। তাহাতে অননিয় চলিয়া গিয়া সেই
গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক
কহিল, হে ভ্রাতঃ শৌল, তুমি যেন দৃষ্টি পাও এবং

পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হও, এই জন্যে প্রভু, অর্থাৎ যিনি তোমার আগমনকালে পথিমধ্যে তোমাকে দর্শন
১৮ দিলেন, সেই যীশু আমাকে পাঠাইলেন। ইহা বলিবামাত্র তাহার চক্ষুহইতে এক প্রকার আঁইষ খসিয়া পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইল, এবং উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইল, পরে ভোজন পান করিয়া বল প্রাপ্ত হইল।

১৯ অনন্তর শৌল কএক দিন পর্য্যন্ত দম্মেষক নগরস্থ
২০ শিষ্যগণের সঙ্গে থাকিয়া তাবৎ ভজনালয়ে (গিয়া) অবিলম্বে যীশুর কথা, অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র,
২১ এই কথা প্রচার করিতে লাগিল। তাহাতে তাবৎ শ্রোতা চমৎকৃত হইয়া কহিল, এ কি সেই ব্যক্তি নহে, যে যিরূশালম নগরে এই নামে প্রার্থনাকারি লোকদের উৎপাত করিত, এবং এমত লোকদিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজকদের নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্তেই
২২ এ স্থানে আসিয়াছে? কিন্তু শৌল উত্তরোত্তর ক্ষমতাপন্ন হইয়া যীশু যে অভিষিক্ত ত্রাতা, ইহার প্রমাণ দিয়া দম্মেষক নিবাসি যিহূদীয় লোকদিগকে নিরুপায় করিতে
২৩ লাগিল। এই প্রকারে বহু দিন গত হইলে পর যিহূদীয়
২৪ লোকেরা তাহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল; কিন্তু শৌল তাহাদের এই মন্ত্রণা অবগত হইল। আর তাহারা তাহাকে বধ করিবার চেষ্টাতে নগরদ্বারও দিবা-
২৫ রাত্রি রক্ষা করিত। শেষে শিষ্যগণ রাত্রিযোগে তাহাকে লইয়া একটি ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীর দিয়া নামাইয়া দিল।

২৬ পরে শৌল যিরূশালমে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের সঙ্গে থাকিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সকলে তাহাকে ভয় করিল, এবং সে যে শিষ্য, ইহা প্রত্যয় করিল না।

২৭ শেষে বার্ণব্বা তাহার পক্ষ হইয়া প্রেরিতদের নিকটে তাহাকে লইয়া গেল, এবং পথের মধ্যে সে কি রূপে প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তিনি যে তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, এবং সে দম্মেষক নগরে যীশুর নামে কেমন সাহস প্রকাশ করিয়াছিল, এ সমস্ত
২৮ বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল। তাহাতে শৌল যিরূশালমে তাহাদের সঙ্গে ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন করিয়া প্রভু যীশুর নামে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে লা-
২৯ গিল। বিশেষতঃ গ্রীক ভাষা ব্যবহারি লোকদের সহিত কথোপকথন ও বাদানুবাদ করিত; কিন্তু তাহারা তা-
৩০ হাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে ভ্রাতৃগণ তাহা জানিতে পাইয়া তাহাকে কৈসরিয়া নগরে লইয়া গিয়া তথাহইতে তার্ষ নগরে পাঠাইয়া দিল।

৩১ তখন সমস্ত যিহূদা ও গালীল এবং শোমিরোণ দেশের মণ্ডলী সকল শান্তি ভোগ করিয়া নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; এবং প্রভুর ভীতি ও পবিত্র আত্মার সান্ত্বনারূপ পথে চলিতে২ বহুসংখ্যক হইতে লাগিল।

৩২ তদনন্তর পিতর সেই সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে লুদ্দা নগর নিবাসি পবিত্র লোকদের নিকটে
৩৩ উপস্থিত হইল। সে স্থানে পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আট বৎসরাবধি শয্যাগত ঐনেয় নামে এক মনুষ্যের সহিত
৩৪ সাক্ষাৎ হইলে পিতর তাহাকে কহিল, হে ঐনেয়, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন; তুমি উঠিয়া আপনার
৩৫ জন্যে শয্যা পাত। ইহা বলিবামাত্র সে উঠিল। তখন লুদ্দা ও শারোণ নিবাসি তাবৎ লোক তাহাকে দেখিয়া প্রভুর প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন করিল।

৩৬ আর যাকো নগরে টাবিথা অর্থাৎ দর্কা (হরিণী) নামে এক শিষ্যা বাস করিত; সে দানাদি সৎক্রিয়াতে

৩৭ ভূষিতা ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই সময়ে তাহার পীড়া হইলে প্রাণ বিয়োগ হইল। তাহাতে লোকেরা তাহাকে ধৌত করিয়া উপরিস্থ কুঠরীতে শয়ন করাইয়া রাখিল।
৩৮ কিন্তু লুদ্দা নগর যাফোর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, পিতর লুদ্দাতে আছে, শিষ্যগণ ইহা শুনিয়াছিল; অতএব দুই জন ভ্রাতাকে পাঠাইয়া তাহাকে অবিলম্বে আপনাদের
৩৯ নিকটে আসিতে বিনতি করিল। তাহাতে পিতর উঠিয়া তাহাদের সহিত গেল; তথায় উপস্থিত হইয়া উপরিস্থ কুঠরীতে আনীত হইলে বিধবা সকল তাহার চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে২, ঐ দর্কা যাবৎ তাহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান ছিল, তাবৎ ছোট বড় যত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া-
৪০ ছিল, সেই সকল বস্ত্র দেখাইতে লাগিল। কিন্তু পিতর সকলকে বাহির করিয়া হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিল; পরে শবের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, হে টাবিথে, উঠ; তাহাতে সে চক্ষু মেলিয়া পিতরকে দেখিবামাত্র
৪১ উঠিয়া বসিল। পরে পিতর তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া পবিত্র লোক ও বিধবাদিগকে ডাকিয়া
৪২ সজীব তাহাকে দেখাইল। পরে এই কথা যাফো নগরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়াতে অনেক২ লোক প্রভুতে বিশ্বাস
৪৩ করিল। আর পিতর অনেক দিন ঐ যাফো নগরে থাকিয়া শিমোন নামক এক চামারের বাটীতে বাস করিল।

১০ অধ্যায়।

১ তৎকালে কৈসরিয়া নগরে ইতালীয় নামক সৈন্যদল ভুক্ত এক জন শতপতি ছিল; তাহার নাম কর্ণীলিয়।
২ সে সপরিবারে ভক্ত ও ঈশ্বর হইতে ভীত ছিল, এবং (যিহূদীয়) লোকদের প্রতি বিস্তর দান করিত, এবং
৩ নিরন্তর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত। এক দিন তৃতীয়